



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থ-বছর ২০১৭-১৮



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থ-বছর ২০১৭-১৮



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৭ আশ্বিন ১৪২৫
২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বাণী

বিদ্যুৎ বিভাগ ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উপর 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশ করেছে জেনে আমি আনন্দিত।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। ফলে বিগত সাড়ে নয় বছরে বিদ্যুৎখাতে এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও ক্যাপটিভসহ প্রায় ২০ হাজার মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে এবং এ সময়ে ১২ হাজার ৮৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে।

২০০৯ সালে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ২২০ কিলোওয়াট আওয়ার, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬৪ কিলোওয়াট আওয়ারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৪৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৯০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ৫৩ লাখ সোলার হোম সিস্টেমের মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি গ্রিড সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছেন। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বিদ্যুৎখাতে বাজেট বরাদ্দ ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বরাদ্দ ১৬,২২৩ কোটি টাকা হতে বেড়ে ২৬,২৯২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎখাতের এ অভূতপূর্ব সাফল্যে আমি এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

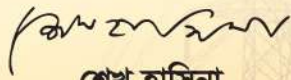
২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধশালী উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার আওতায় ২০২১ সাল, ২০৩০ সাল এবং ২০৪১ সালের মধ্যে যথাক্রমে ২৪ হাজার, ৪০ হাজার এবং ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে শিল্প-কারখানার বিস্তার, কর্মসংস্থান ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে জনগণের সার্বিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদ্যুৎখাতে অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে '২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য যৌক্তিকমূল্যে মানসম্মত বিদ্যুৎ' এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরলসভাবে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি।

আমি বিদ্যুৎ বিভাগের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


শেখ হাসিনা





ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

বাণী

বিদ্যুৎ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বিদ্যুৎখাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আমরা ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছি। বিগত সাড়ে ৯ বছরে বিদ্যুৎখাতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এবং নেতৃত্বে আমরা Fast-track বিদ্যুৎকেন্দ্র, আইপিপি ও পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন এবং গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি ডুয়েল-ফুয়েল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেছি। ভারত হতে বিদ্যুৎ আমদানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণে সাসটেইনেবল এন্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (শেডা) গঠন করেছি; পাশাপাশি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। আমরা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নবপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল (বিইপিআরসি) গঠন করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় আমরা জি-টু-জি সহযোগিতার মাধ্যমে কয়লাভিত্তিক বৃহৎ প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, যা ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দেশে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনসংখ্যা ২০০৯ সালে ৪৭% থেকে বর্তমানে ৯০%-এ পৌঁছেছে এবং গ্রামাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক জনগণ এর সুফল ভোগ করছে। শিল্প ও সেবা খাত ছাড়াও অন্যান্য খাতে উত্তরোত্তর বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রভূত উন্নতি সাধিত হচ্ছে, যার ফলে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি অনুসরণযোগ্য মডেলে পরিণত হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন গত এক বছরে বিদ্যুৎখাতে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তার যাবতীয় তথ্যাবলীর একটি প্রতিচ্ছবি।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম







নসরুল হামিদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিদ্যুৎ বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি আমাদের সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার খাত। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে চাহিদার সাথে সংগতি রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনায় বিগত সাড়ে নয় বছরে বিদ্যুৎ খাতে অর্জিত অভাবনীয় সাফল্য বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। সরকারি ও বেসরকারি খাত, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি), দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানিসহ নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করা হচ্ছে। যেমন স্মার্ট গ্রিড, স্মার্ট মিটার, আন্ডারগ্রাউন্ড বিতরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জ্বালানি সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সঞ্চয় ও সৌর বিদ্যুতের বিষয়টি বিল্ডিং কোডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সিস্টেম লস হ্রাস, লোড ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সকল গ্রাহককে স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারের আওতায় এনে তা সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য Key Performance Indicators (KPI) নির্ধারণ এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে ইআরপি-সহ “আইসিটি রোডম্যাপ” বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য সমৃদ্ধ এ প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি বিদ্যুৎ বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নসরুল হামিদ, এমপি





ড. আহমদ কায়কাউস
সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ

মুখবন্ধ

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রকাশনার অংশ হিসাবে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। প্রতিবেদনটিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার অর্জনসমূহ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। সরকারের অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সরকারের বিশদ পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে একটি সম্যক চিত্র এ প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে। এ প্রতিবেদন থেকে বিদ্যুৎখাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গবেষণাকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারীসহ সকলে উপকৃত হবে।

সরকার বিদ্যুৎখাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকার যথাযথ গুরুত্বারোপ করছে। বিগত সাড়ে নয় বছরে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা ২৭টি থেকে ১২৪টিতে উন্নীত হয়েছে; বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা চার গুণের অধিক বেড়ে বর্তমানে ২০ হাজার মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে। সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের রেকর্ড ২০০৯ সালের ৩ হাজার ২৬৮ মেগাওয়াট থেকে বর্তমানে ১১ হাজার ৬২৩ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। বিগত সাড়ে ৯ বছরে ৩ হাজার ১৫৩ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ২ লক্ষ ৬ হাজার কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে মোট সঞ্চালন ও মোট বিতরণ লাইনের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১১ হাজার ১৫৩ সার্কিট কিলোমিটার এবং ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার কিলোমিটার। এ সময়ে বিদ্যুতের সিস্টেম লস ১৬.৮৫ শতাংশ থেকে প্রায় ১১.৮৭ শতাংশে নেমে এসেছে। সার্বিকভাবে, বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর হার ৪৭ শতাংশ হতে ৯০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি খাত, বেসরকারি খাত, পিপিপি, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অফগ্রিড এলাকায় বর্তমানে সোলার হোম সিস্টেম এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। বায়ু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে উইন্ড ম্যাপিংসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জ্বালানি বহুমুখীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন, গ্রি-পেইড মিটার স্থাপন, অনলাইনে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধসহ সকল কাজে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ক্রমান্বয়ে উন্নত দেশে পরিণত করতে বিদ্যুৎখাতে যথাযথ ভূমিকা পালন করার জন্য বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিদ্যুৎখাতে উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে “শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” অচিরেই এ উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহ তথ্য সরবরাহ করে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। বিদ্যুৎ বিভাগ এ প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রকাশ করায় আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. আহমদ কায়কাউস



সূচিপত্র

ভিশন ও মিশন	এক-উনিশ
এক নজরে বিদ্যুৎখাতের অর্জন	০১-০২
বিদ্যুৎ উৎপাদন	০৩-১২
বিদ্যুৎ সঞ্চালন	১৩-১৯
বিদ্যুৎ বিতরণ	২১-২৯
বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগ	৩১-৩৩
আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা	৩৪-৩৬
নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়	৩৭-৪৯
বিদ্যুৎখাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম	৫১-৫৪
আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন	৫৫-৫৬
তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	৫৭-৬১
মানব সম্পদ উন্নয়ন	৬৩-৬৫
এডিপি বাস্তবায়ন	৬৬-৬৮
বিশেষ কার্যক্রম	৬৯-৭৭
ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ	৭৮
পরিশিষ্ট-ক	৭৯-৮৪
পরিশিষ্ট-খ	৮৫-৮৭
পরিশিষ্ট-গ	৮৯-৯৬
পরিশিষ্ট-ঘ	৯৭-৯৯
পরিশিষ্ট-ঙ	১০১-১২৫
পরিশিষ্ট-চ	১২৭-১৩২
প্রকাশনা ও সম্পাদনা কমিটি	১৩৩



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ২টি গ্রিড উপকেন্দ্র ও ২১টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন অনুষ্ঠান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভিশন ও মিশন



ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ
কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন অনুষ্ঠান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভিশন

মৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

মিশন

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের উন্নয়ন
- বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতের উন্নয়ন
- বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাতের উন্নয়ন
- বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর আওতা সম্প্রসারণ

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
- কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যাবলি

- বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সকল জনগোষ্ঠিকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনয়ন;
- বিদ্যুৎখাতের আইন, বিধি, প্রবিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন ও হালনাগাদকরণ;
- বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার বহুমুখীকরণ;
- বিদ্যুৎখাতে যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান;
- পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
- বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম তদারকি;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি, জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রমের উন্নয়ন;
- প্রতিবেশি দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যুৎ আমদানি-রপ্তানি এবং হাইড্রো-পাওয়ার প্রকল্পের বিনিয়োগে অংশগ্রহণ।

কর্মপরিকল্পনা

- ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল মানুষের নিকট বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছানো;
- ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২৪,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা;
- ২০২১ সালের মধ্যে মোট সঞ্চালন লাইন প্রায় ২১ হাজার সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইন প্রায় ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করা ও প্রয়োজনীয় উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধন করা;
- বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা;
- বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে মেট্রোপলিটন এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল স্থাপন;

- ২০২১ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ন্যূনতম ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদন করা;
- ২০৪১ সালের মধ্যে আঞ্চলিক গ্রিডের মাধ্যমে ৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি নিশ্চিত করা;
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেজলোড কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ;
- সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটেইজ করা;
- পর্যায়ক্রমে সকল মিটার প্রি-পেইডে রূপান্তর;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫% জ্বালানি সশ্রয় করা;
- গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন করা;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি পৃথক সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠন;
- কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বার্ষিক প্রশিক্ষণ ৭০ জনঘন্টায় উন্নীত করা।

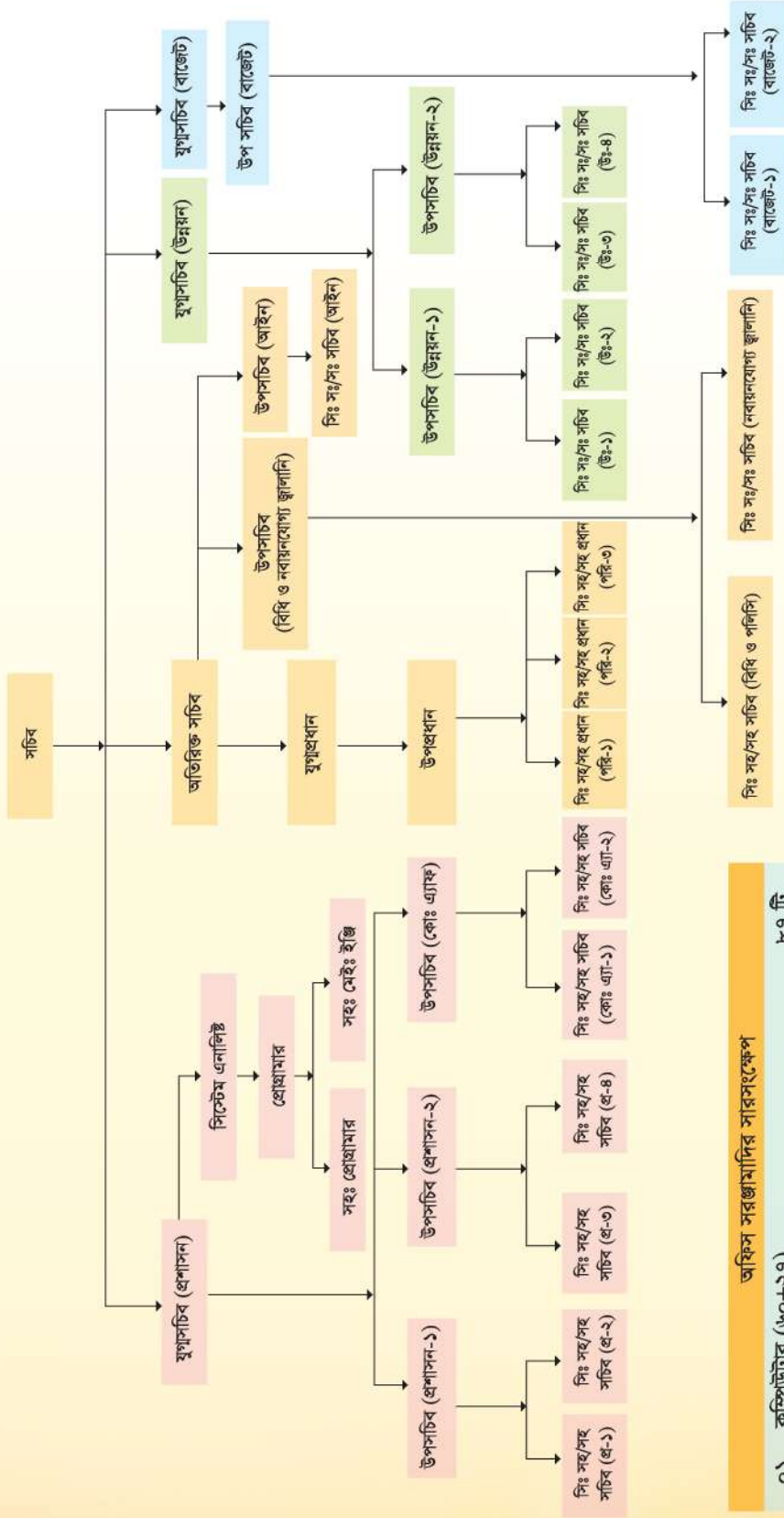
বিদ্যুৎ বিভাগের গঠন ও জনবল

বিদ্যুৎ বিভাগের উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী সম্পাদনের জন্য এ বিভাগে 'উন্নয়ন', 'প্রশাসন', 'পরিকল্পনা' ও 'বাজেট' অনুবিভাগ রয়েছে। উক্ত অনুবিভাগ ৪টির অধীনে ১০টি অধিশাখা রয়েছে এবং অধিশাখাসমূহের অধীনে ২০টি শাখা রয়েছে। প্রতিটি অনুবিভাগের দায়িত্বে একজন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/যুগ্ম-প্রধান; অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপসচিব/উপ-প্রধান/সিস্টেম এনালিস্ট এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান রয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের মোট জনবল ১৩২ জন। অনুমোদিত ১৩২ জন জনবলের বিপরীতে বর্তমানে ৮৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। নিম্নে বর্ণিত ছকের মাধ্যমে শূন্যপদ দেখানো হলো:

বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা

ক্র নং	পদবি	সংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
০১	সচিব	১	১	০
০২	অতিরিক্ত সচিব	১	৪	০
০৩	যুগ্মসচিব	৩	৬	০
০৪	যুগ্মপ্রধান	১	১	০
০৫	উপসচিব	৮	১৭	০
০৬	উপপ্রধান	১	২	০
০৭	সিস্টেম এনালিস্ট	১	০	১
০৮	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৬	৫	১১
০৯	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৩	২	১
১০	প্রোগ্রামার	১	১	০
১১	সহকারী প্রোগ্রামার	১	০	১
১২	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিঃ	১	০	১
১৩	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
১৪	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৭	১৪	৩
১৫	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৫	৫	১০
১৬	সহঃ হিসাব রক্ষক	১	১	০
১৭	কম্পিউটার অপারেটর	৪	১	৩
১৮	সাঁট মুদ্রাঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৬	১	৫
১৯	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাঃ	১৬	৭	১১
২০	ক্যাশিয়ার	১	১	০
২১	ক্যাশ সরকার	১	০	১
২২	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	১	১	০
২৩	অফিস সহায়ক	৩১	১৯	১২
মোট		১৩২	৮৯	৬১

বিদ্যুৎ বিভাগ
সাংগঠনিক কাঠামো



অফিস সরঞ্জামাদির সারসংক্ষেপ

০১	কম্পিউটার (৬০+২৭)	৮৭ টি
০২	মাইক্রোবাস (১+৩)	৪ টি
০৩	ফ্যাক্স (১+৩)	৪ টি
০৪	ফটোকপিয়ার (১+৩)	৪ টি
০৫	মোটরসাইকেল	১ টি
০৬	এয়ারকুলার (৩+২)	৫ টি
০৭	দাপ্তরিক টেলিফোন (১৮+১৪)	৩২ টি
		(স্টেনো স্টেট ৭+৫ মোট ১২ টি সহ)

বিদ্যুৎখাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (নওপাজেকো), রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল) ও কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (সিপিজিসিবিএল) বর্তমানে সরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) একক ক্রেতা হিসেবে বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিক্রয়ের এবং পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ এককভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিঃ, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লিঃ, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লিঃ, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লিঃ। নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও তদারকিকরণের জন্য টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নবপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল (বিইপিআরসি) গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যুৎখাতে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) গঠন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তর কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও জ্বালানি নিরীক্ষণ বিষয়সমূহ তদারকি করা হয়। এছাড়া পাওয়ার সেল এ খাতের পারফরমেন্স মনিটরিং, ট্যারিফ, সংস্কার কার্যক্রম ও বিদ্যুৎখাতের অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে ও নীতি প্রণয়নে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানিসমূহ

- বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (www.eprc.gov.bd);
- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) (www.sreda.gov.bd);
- বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর (www.eacei.gov.bd);
- পাওয়ার সেল (www.powercell.gov.bd);
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) (www.bpdb.gov.bd);
- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) (www.reb.gov.bd);
- ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লিঃ (www.dpdc.org.bd);
- ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিঃ (www.desco.org.bd);
- ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লিঃ (www.wzpdcl.gov.bd);
- ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ (www.egcb.com.bd);
- পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ (www.pgcb.org.bd);
- আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল) (www.apscl.com);
- রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল) (www.rpcl.org.bd);
- নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (নওপাজেকো) লিঃ (www.nwpgcl.org.bd);
- কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ (সিপিজিসিবিএল) লিঃ (www.cpgcbl.gov.bd);
- নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লিঃ (www.nesco.gov.bd)।

বিদ্যুৎখাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভারতের ত্রিপুরা হতে বিদ্যুৎ আমদানি এবং উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন



কুতুবদিয়া বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র



ঘোড়াশাল ৭ম ইউনিট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

পাওয়ার সেল

বিদ্যুৎখাত সংস্কার সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তক্রমে ১৯৯৫ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় “পাওয়ার সেল” গঠন করা হয়। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সময়োপযোগী নতুন আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা হালনাগাদকরণ, বিদ্যুৎখাত সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকিকরণ, বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত দরপত্র দলিল ও সিকিউরিটি প্যাকেজ প্রণয়ন, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, বিদ্যুৎখাত উন্নয়নে বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনা, আইসিটি ও ই-গভর্নেন্সসহ যাবতীয় কারিগরি বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান, বিদ্যুৎখাতের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সিস্টেম লস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রম তদারকিকরণসহ পারফরমেন্স মনিটরিং এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব পাওয়ার সেলের উপর অর্পণ করা হয়।

উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব

- বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সময়োপযোগী নতুন আইন/বিধি/নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎখাতের সকল নীতিমালা হালনাগাদকরণ;
- বিদ্যুৎখাতের সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন সমীক্ষা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও নতুন কোম্পানি গঠনে সহায়তা প্রদান;
- বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের দরপত্র প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ;
- বিদ্যুতের চাহিদা নিরূপণ ও বাজার বিশ্লেষণ;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বেসরকারি খাতের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা ও আর্থী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ, পর্যালোচনা ও করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎখাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, পেপারলেস অফিস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান;
- বিদ্যুতের দক্ষ ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম সনাক্তকরণ ও বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎখাতের নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি ব্যবহারে সহায়তা প্রদান;
- বিদ্যুৎখাতের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সিস্টেম লস হ্রাস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- বিদ্যুৎখাতের পারফরমেন্স সূচীভাবে মনিটরিং করার লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- এনার্জি অডিটিং নিশ্চিতকরণ;
- বিদ্যুৎখাত সংক্রান্ত ডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
- বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের নিমিত্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

বিগত এক বছরে পাওয়ার সেলের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভার জন্য software নিয়মিত হালনাগাদকরণ;
- অডিট বিষয়ক সফটওয়্যার হালনাগাদকরণ;
- “Digitalization of SREDA” শীর্ষক কাজে সহায়তাকরণ;
- গ্রাহকদের সুবিধার্থে সমন্বিত অভিযোগ ও মতামত ব্যবস্থাপনা (সফটওয়্যার) পদ্ধতি প্রবর্তন;
- পেট্রোবাংলার Gas Sector Master Plan (GSMP) যুগোপযোগীকরণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ এবং সমীক্ষা সম্পন্নকরণ;
- পেট্রোবাংলার Model Production Sharing Contract (PSC) এর কারিগরি ও আর্থিক বিষয়াদি যুগোপযোগীকরণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ এবং সমীক্ষা সম্পন্নকরণ;
- বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম পাওয়ার কোম্পানি (বিএসআরএস) কে সহায়তা প্রদান কার্যক্রম চলমান;
- “Feasibility Study of Enhancement of strengthening of power Network in Eastern Region of PGCB” শীর্ষক সমীক্ষা সম্পন্নকরণ;

- পেট্রোবাংলার FSRU প্রকল্পের “Import and Top Supervision” কাজের জন্য LNG Expert এবং আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য Legal Expert এর কাজ চলমান;
- নেপাল হতে বিদ্যুৎ আমদানি কাজে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)-কে আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য Legal Expert এর কাজ চলমান;
- পিজিসিবি’র ইসিজিএসটিএল প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সঞ্চালন লাইনের “Assessment of Compensation and Preparation of Resettlement Action plan (RAP)” এর সমীক্ষার Implementation এর কাজ বাস্তবায়নাধীন;
- পিজিসিবি’র “Enhancement and strengthening of power Network in Eastern Region of PGCB” শীর্ষক প্রকল্পের “Preparation of RAP” শীর্ষক সমীক্ষার কাজ বাস্তবায়ন;
- বাপবিবোর্ডের URES:DCSD প্রকল্পের “Assessment of Compensation and Preparation of RAP for Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of 33kv River Crossing” শীর্ষক সমীক্ষার কাজ চলমান;
- “Environmental and Social Advisory to Conduct Initial Environmental Examination (IEE) and Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for the Proposed onshore LNG Impact and Regasification Terminal of Moheshkhali, Bangladesh” শীর্ষক সমীক্ষা কাজের জন্য ফেস-১ এর Site Screening প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;
- “Technical Advisory to carry out site study and Basis of Design for the Proposal onshore LNG Impact and Regasification terminal of Moheshkhali, Bangladesh” শীর্ষক সমীক্ষা কাজের জন্য ফেস-১ এর Site Screening প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;
- ERP বাস্তবায়নে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ;
- বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের পারফরমেন্স উন্নয়নের লক্ষ্যে কেপিআই স্বাক্ষর ও তদারকিকরণ;
- বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সিস্টেম লস হ্রাস এবং বকেয়া আদায় তদারকিকরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের অগ্রগতি তুলে ধরা এবং জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- “শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” শীর্ষক কার্যক্রম;
- পিজিসিবি’র পূর্বাঞ্চলের সঞ্চালন ব্যবস্থা উন্নয়নে “Preparation of Resettlement Action plan (RAP)” সমীক্ষার জন্য পরামর্শক নিয়োগ ও বাস্তবায়ন;
- ইজিসিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য “Case Study of Construction delay” শীর্ষক সমীক্ষার জন্য পরামর্শক নিয়োগ;
- “Reviewing the Power Purchase Agreement (PPA) of Public & Private Power Plants for Free Governor mode of Operation (FGMO)” শীর্ষক সমীক্ষা প্রক্রিয়াকরণ;
- “Preparing Guidelines for Installation of LNG Based Power Plants and Assessment of Future Requirement of LNG” শীর্ষক সমীক্ষা প্রক্রিয়াকরণ;
- বিদ্যুৎখাতে সঞ্চালন ব্যবস্থায় প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট আকৃষ্টকরণের জন্য “Public-Private Partnership for Transmission Lines” শীর্ষক পলিসি গাইডলাইনের খসড়া প্রস্তুতকরণ;
- বিদ্যুৎখাতের জন্য “Independent System Operator (ISO)” প্রতিষ্ঠার জন্য পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে যা RFP স্টেজে আছে;
- বিদ্যুৎখাতের জন্য “Baseline Survey on Global Multination Measurement to access to Energy” শীর্ষক কাজটি সম্পন্ন হয়েছে;
- বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের Pre-Paid Metering System সংক্রান্ত জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সোলার রুফটপ সিস্টেম সংক্রান্ত Net Metering Guideline প্রণয়ন;
- ফেণীর সোনাগাজীতে ইজিসিবি কর্তৃক সোলার ও উইন্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন;
- Smart Pre-Paid Metering System এর Open standard and Interoperable Architecture সংক্রান্ত ডকুমেন্ট প্রণয়নে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ;
- সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে পটুয়াখালীর রাজাবালী উপজেলা বিদ্যুতায়নের জন্য সমীক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ;
- বিদ্যুৎ বিভাগের সংস্থা/কোম্পানিসমূহের তালিকা অবস্থা পর্যালোচনা, পারফরমেন্স উন্নয়ন ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন;
- রাজশাহী জেলার পদ্মার চরে ২০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকরণ;
- বিদ্যুৎখাতে নিয়োগকৃত Financial Consultant -এর সমীক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ।

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯১০ সালের ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট এর ৩৬ ধারা বলে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের সৃষ্টি হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৩৭ সালের বিদ্যুৎ বিধিমালার ৬২ ও ৭৯ নং বিধি মোতাবেক শিল্প কল-কারখানাসহ সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদানসহ ৪৯(৫) বিধি মোতাবেক উচ্চ ও মধ্যম চাপের পুরাতন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনাসমূহ মেয়াদি পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এ দপ্তরের অন্যতম কাজ। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিধিমালার ৪৮(১) বিধি মোতাবেক সরকার কর্তৃক গঠিত বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণকরতঃ বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাদেরকে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সকল কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে এ দপ্তর নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (সরকারি রাজস্ব) উপার্জন করে থাকে।

রূপকল্প

বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে জন জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

অভিলক্ষ্য

জন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিল্প কল-কারখানাসহ ৫০ কিঃওঃ বা তদুর্ধ্ব ক্ষমতা সম্পন্ন সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদানের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাঁদের অনুকূলে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজারী সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট ইস্যুকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- (ক) নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- (খ) দক্ষ কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি চিহ্নিত করা।

কার্যাবলি

- (১) সমগ্র বাংলাদেশের আবাসিক/এ্যাপার্টমেন্ট ভবন/বাণিজ্যিক ভবন/শিল্প কল-কারখানায় ৫০ কিঃ ওঃ বা তদুর্ধ্ব বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধ্যম ও উচ্চ চাপের নতুন বৈদ্যুতিক স্থাপনা, উপকেন্দ্র ও লাইনসমূহ পরিদর্শন ও পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতঃ উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন প্রদান;
- (২) প্রতিটি শিল্প কল-কারখানার বৈদ্যুতিক স্থাপনায় জানমালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রতি ২(দুই) বছর অন্তর অন্তর পরিদর্শন করা;
- (৩) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার বিষয়ে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার রিপোর্টের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- (৪) নতুন সিনেমা হলের বিদ্যুৎ সংযোগের ছাড়পত্র প্রদান ও প্রদর্শনী লাইসেন্স জারির সুপারিশ করা;
- (৫) সরকার কর্তৃক গঠিত বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড কর্তৃক বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, প্রকৌশলীবৃন্দ ও ইলেকট্রিশিয়ানদেরকে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যথাক্রমে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট ও ইলেকট্রিশিয়ানদের কারিগরি পারমিট প্রদান এবং এগুলো প্রতি বছর নবায়ন করা;
- (৬) পরিদর্শন ও লাইসেন্সিং কার্যক্রম সম্পন্ন করে সরকারের রাজস্ব উপার্জন করা।

সেবাভিত্তিক সাফল্য

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর কর্তৃক রেগুলেটরী কার্যক্রম সম্পন্ন করে গত ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সেবা প্রদানের অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত ছকে দেখানো হলো:

ক্র নং	কার্যক্রম	২০১৫-১৬ অর্থ-বছর	২০১৬-১৭ অর্থ-বছর	২০১৭-১৮ অর্থ-বছর	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছর এর তুলনায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে অগ্রগতির হার (%)
০১	বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন জারি	২৭৪৩	৩৩০৭	৩৪৯৯	+ ৫.৮০%
০২	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স জারি	৮৫৮	৬৯২	৭৯৮	+ ১৫.৩১%
০৩	বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট জারি	৮৯৮	৯৮৭	১২৬৫	+ ২৮.১৬%
০৪	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট জারি	২৮২২	৫২০৮	৭১১৬	+ ৩৬.৬৩%
০৫	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স নবায়ন	৩২৩৭	৩৬৪৮	৪২৮৯	+ ১৭.৫৭%
০৬	বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট নবায়ন	৪২২১	৪৫০৮	৫০৬৬	+ ১২.৩৭%
০৭	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট নবায়ন	২৬৪৭	৪১৮৮	৪৩০২	+ ২.৭২%

আর্থিক সাফল্য

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে প্রতি বছরই অতিরিক্ত রাজস্ব (Non-tax Revenue) আয় করে আসছে। বিগত ৩ (তিন) বছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রাজস্ব আয়ের বিবরণী নিচের ছকে দেয়া হলো। উক্ত ছকে বিগত ৩ (তিন) বছরে লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা কি পরিমাণ অধিক রাজস্ব আয় করা সম্ভব হয়েছে তাও দেখানো হলো।

অর্থ-বছর	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত রাজস্ব আয়	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অধিক আয়ের পরিমাণ	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অর্জনের হার (কম/বেশি)
২০১৫-১৬	৮,১৫,০০,০০০.০০	৮,৪২,৫৮,৪৩৮.০০	(+) ২৭,৫৮,৪৩৮.০০	(+) ৩.৩৮%
২০১৬-১৭	৮,৪৭,৫৫,০০০.০০	১০,৩০,৬৩,০০০.০০	(+) ১,৮৩,০৮,০০০.০০	(+) ২১.৬০%
২০১৭-১৮	৯,৫০,০০,০০০.০০	১০,৬৯,০০,০০০.০০	(+) ১,১৯,০০,০০০.০০	(+) ৩.৭৮%

চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

এ দপ্তরের কার্যক্রমের উপর সামগ্রিক একটি ডাটাবেইজ তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এতে দপ্তরের সকল কার্যক্রম ডাটাবেইজে রূপান্তর করে স্থায়ীভাবে ডাটা/রেকর্ড সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এ সকল কাজ সম্পাদন করা হলে একদিকে যেমন দপ্তরের লাইসেন্সিং কার্যক্রমসহ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের গ্রাহকের আবেদন অন লাইনে গ্রহণপূর্বক অন লাইনে অনুমোদন পত্র প্রদান করা সম্ভব হবে অপরদিকে এ দপ্তরের লাইসেন্সিং কার্যক্রমও পর্যায়ক্রমে ডিজিটলাইজ করা যাবে। এতে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে।



টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা)

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্প আয়ের দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে চলছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সার্বিক উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে হলে বাংলাদেশকে টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জন করতে হবে। টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে জ্বালানি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ও উন্নয়নের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত ২০১২ সালের ৪৮ নং আইনের মাধ্যমে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) গঠিত হয় এবং ২০১৪ সালের ২২ মে বিদ্যুৎ ভবন, ১নং আব্দুল গণি রোড, ঢাকায় শ্রেডার কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ঢাকার রমনাতে ইনিস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স ভবনের ১০ম ও ১১ তলার সুপারিসর ও অত্যাধুনিক অফিসে শ্রেডার কার্যক্রম চলছে। শ্রেডার প্রধান কার্যালয় ভবন শের-এ-বাংলা নগরে নির্মাণের জন্য সরকারের নিকট হতে ইতোমধ্যে জমি বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়েছে এবং এর রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

শ্রেডার অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রথম শ্রেণির ২৩ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ৫ জন, তৃতীয় শ্রেণির ২৪ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ০৯ জন কর্মচারীসহ মোট ৬১টি পদ বিদ্যমান। বর্তমান জনবল দিয়ে শ্রেডার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনায় ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব পালন এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শ্রেডার বর্তমান ৬১ জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্তে ৩৪২ জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গত ২৩ জুলাই ২০১৮ তারিখের বোর্ড সভায় অনুমোদন হয়েছে।

বিগত ৪ বছর ধরে একটি জ্বালানি সচেতন সমাজ গঠনের প্রত্যয় ও স্বল্প সংখ্যক জনবল নিয়ে এগিয়ে চলা শ্রেডা এখন দেশে ও বিদেশে সকলের নিকট পরিচিত হয়ে উঠেছে। এসডিজি গোল ৭ এর লক্ষ্য জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর গুরুত্ব প্রদান, জ্বালানি সাশ্রয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নতুন সম্ভাবনাময় টেকসই জ্বালানির ক্রমাগত অনুসন্ধান করে যাচ্ছে শ্রেডা।

রূপকল্প

একটি জ্বালানি সচেতন সমাজ গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য

জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর জোর প্রদান, জ্বালানি সাশ্রয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নতুন সম্ভাবনাময় টেকসই জ্বালানি ক্রমাগত অনুসন্ধান।

প্রধান প্রধান কার্যাবলি

- সরকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা সম্পর্কিত বিষয়গুলো সমন্বয়;
- টেকসই জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণ;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংশ্লিষ্ট পণ্যসমূহের যথাযথ ব্যবহারে সহযোগিতা করা;
- নতুন নতুন প্রযুক্তি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার এবং এর সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ;
- বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতার জন্য সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি;
- আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সংগে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

শ্রেডার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- কর্মক্ষেত্রে সূচ্য পরিবেশ নিশ্চিত ও এর মান উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার ;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

শ্রেডার ২০১৮ সালের প্রধান প্রধান লক্ষ্যমাত্রা

- সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োগ্যাস এবং জল বিদ্যুৎ ইত্যাদি নবায়নযোগ্য ও নতুন জ্বালানি উৎস থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ন্যূনতম ১০৭০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রমের সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২০১৮ সালের মধ্যে ন্যূনতম ৩% বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয়;
- মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ২০১৮ সালের মধ্যে শ্রেডার নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাকে দক্ষ জনবল হিসেবে তৈরী;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ে ২০১৮ সালের মধ্যে ৬৪ জেলায় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত

- Energy Efficiency and Conservation Master Plan upto ২০৩০ প্রণয়ন;
- Action Plan for Energy Efficiency and Conservation প্রণয়ন;
- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়ন;
- Energy Audit Regulation-২০১৮ প্রণয়ন;
- Net Metering Guidelines-২০১৮ প্রণয়ন;
- Country Action Plan for Clean Cook Stove প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- Bangladesh National Building Code এ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিতে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন;
- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য SREP (Scaling-up Renewable Energy Project) Investment Plan প্রণয়ন;
- শ্রেডার কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ২০১৮ সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন ;
- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) কর্মচারী (অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) বিধিমালা ২০১৮ (খসড়া) প্রণয়ন এবং বোর্ড সভায় অনুমোদন;
- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) তহবিল বিধিমালা ২০১৮ (খসড়া) প্রণয়ন এবং বোর্ড সভায় অনুমোদন;
- শ্রেডার ৩৪২ জন জনবল সম্বলিত পুন:মার্জিত সাংগঠনিক কাঠামো (খসড়া) প্রণয়ন এবং বোর্ড সভায় অনুমোদন;
- শ্রেডার ডেলিগেশন অব ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার প্রণয়ন এবং বোর্ড সভায় অনুমোদন।

ইনোভেশন ও আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি দপ্তরসমূহের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শ্রেডার দপ্তরের ডিজিটাইজেশনের কাজ চলমান রয়েছে। শ্রেডা বিগত কয়েক বছরে বেশ কিছু ইনোভেটিভ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

- বায়োমেট্রিক (ফিঙ্গার প্রিন্ট) অথবা ডিজিটাল (প্রক্সিমিটি কার্ড) অ্যাটেনডেন্স সিস্টেমের মাধ্যমে শ্রেডার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিতির রেকর্ড সংরক্ষণ;
- ইমপ্লয়ী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এর মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় তথ্য অনলাইনে সংরক্ষণ করা;
- বিল ও বেতন-ভাতাদি প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে পরিচালনা করা;
- নোটিশ, অফিস আদেশ, সভার কার্যবিবরণী ইত্যাদি এফটিপি, ই-মেইল ও ওয়েবসাইটে ব্যবহার করা;

- সকল ডাক ও নথি আদান-প্রদান ইত্যাদি কাজসমূহ ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা;
- ইনোভেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং তিনটি উদ্ভাবনমূলক ধারণা প্রণয়ন;
- উদ্ভাবনী উপায়ে দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ডাটাবেইজ প্রস্তুত ও তথ্য জনসাধারণের কাছে উন্মুক্তকরণ;
- বিভিন্ন ইভেন্টে অব্যবহৃত তাপ, চাপ, বাষ্প কাজে লাগিয়ে ওয়েস্ট হিট রিকোভারি কার্যক্রম প্রসার;
- সোলার বোট এর পাইলটিং;
- জ্বালানি সাশ্রয়ী উন্নত চুলার নতুন মডেল উদ্ভাবন;
- চিংড়ী ঘেরে সোলার প্যানেল ব্যবহারে এইরেশন ও চিংড়ী উৎপাদনে এর প্রভাব সমীক্ষা;
- ই-ক্রাস্টার সোলার সিস্টেম ;
- মনপুরা দ্বীপে hybrid পদ্ধতিতে wind turbine সংযুক্ত করে solar minigrid স্থাপনের মাধ্যমে ২০১৮ সালের মধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন।



স্পেন সরকারের সর্বোচ্চ সিভিল সম্মাননা “Orden del Mérito Civil (Order of Civil Merit)” পাওয়ায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র অভিনন্দন

বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল

গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উৎকর্ষ আনয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫ এর মাধ্যমে ২৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনোভেশন, ইনিকিউবেশন এবং অট্টপ্রণারশিপ এ মূলনীতি অনুসরণে দেশের বিদ্যমান প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কাউন্সিল বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

রূপকল্প

বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের দক্ষ, শাস্ত্রীয় এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়নে উদ্ভাবনী সমাধানের লক্ষ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব প্রদান।

অভিলক্ষ্য

কাউন্সিল বিশ্বব্যাপী বিশেষজ্ঞদের আকর্ষণের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করবে এবং বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশীয় বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে সহায়তা করবে। এটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি/বেসরকারি গবেষণা সংস্থা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞগণের গবেষণা দক্ষতা জোরদার করবে এবং পাশাপাশি জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজ্য প্রযুক্তি ও পদ্ধতিসমূহ গড়ে তুলতে বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের সহায়তা করবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- (১) দেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে গবেষণার প্রয়োজনকে তুলে ধরতে একটি আন্তর্জাতিক অনলাইন ক্লিয়ারিং হাউজ গড়ে তোলা এবং এই চাহিদা পূরণের জন্য আকর্ষণীয় উদ্ভাবনী সমাধানসমূহ সংগ্রহ করা;
- (২) জাতীয় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অবকাঠামোগত চাহিদা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ গবেষণা ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং একত্রীকরণ;
- (৩) গবেষণা সহায়তা প্রদানের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক সক্ষমতার উন্নয়নকরণ;
- (৪) গবেষণা মঞ্জুরী এবং বৃত্তি কার্যক্রমে অর্থায়ন, সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণ;
- (৫) গ্রাহক ভিত্তিক এবং চাহিদা ভিত্তিক যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তাকরণ এবং
- (৬) গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফল জনসাধারণের মাঝে প্রচার করা।

কাউন্সিল-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- (১) জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা এবং এর সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- (২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি গবেষণা সম্পর্কিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- (৩) বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং এর দক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে উৎসাহ প্রদান;
- (৪) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে প্রায়োগিক গবেষণাকার্যে উৎসাহ প্রদান এবং উক্ত গবেষণাকার্যের সমন্বয় সাধন;
- (৫) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ও বিজ্ঞানীদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংক্রান্ত গবেষণা কাজে সম্পৃক্তকরণ;
- (৬) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিদ্যমান প্রযুক্তির উন্নয়ন, উৎকর্ষতা সাধন ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- (৭) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্বালানি শাস্ত্রীয় পণ্যসমূহের উৎপাদন ব্যয় হ্রাসপূর্বক জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে আনয়ন বা গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;
- (৮) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক গবেষণালব্ধ ফলাফল ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা কর্মশালার আয়োজন এবং এতদ সংশ্লিষ্ট প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (৯) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগার ও গবেষণাগার স্থাপনসহ এতে নিয়োজিত গবেষকগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ;
- (১০) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের প্রায়োগিক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;

- ১১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং উক্ত সমস্যা নিরসনে করণীয় সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- ১২) কাউন্সিলের বাজেট প্রস্তাব অনুমোদনসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সম্পর্কিত গবেষণা পরিকল্পনা প্রস্তাব পর্যালোচনা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- ১৩) গবেষকদের নিকট হতে প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবসহ এর বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট পরীক্ষা, মূল্যায়ন এবং অনুমোদন;
- ১৪) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা;
- ১৫) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চলমান কার্যক্রমসহ নতুন গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধনে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান;
- ১৬) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন;
- ১৭) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি, প্রবিধান দ্বারা বা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ:

- কাউন্সিলের নিজস্ব Official Web Site প্রস্তুত করা হয়েছে (www.eprc.gov.bd);
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক গবেষণা মঞ্জুরী প্রদানের লক্ষ্যে যাচিত প্রায়োগিক গবেষণা প্রস্তাব দাখিল ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত “EPRC Grants Proposal Submission Guideline” (Version-1) এবং “EPRC Grants Proposal Evaluation Guideline” (Version-1) প্রণয়ন;
- গবেষণা প্রস্তাবসমূহ দাখিল ও মূল্যায়ন অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Version 1.0 of digital research management portal তৈরি করা হয়েছে। <http://researchgrant.eprc.gov.bd/>;
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং ইপিআরসি এর যৌথ উদ্যোগে Opinion Survey on Power Supply to households- ২০১৬ এর জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। গত ২২ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে আয়োজিত Press Conference এ উক্ত জরিপের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়;



Press Conference (২২ জানুয়ারি ২০১৮) এর মাধ্যমে
Opinion Survey on Power Supply to households-২০১৬ জরিপের প্রতিবেদন প্রকাশ

- EEE বিভাগ, বুয়েট-এ Building Energy Management System (BEMS) ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য EEE বিভাগ, বুয়েট এবং ইপিআরসি উভয়ের মধ্যে গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে একটি আর্থিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- কাউন্সিলের পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে BUET এর EEE বিভাগ, Engineering Students Association of Bangladesh (ESAB) এবং CUET এর IET বিভাগের সাথে কাউন্সিলের সমবোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- কাউন্সিল-এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং কাউন্সিলের অর্থায়নে BUET, CUET, RUET, KUET, DU-এ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে মোট ১০ টি সেমিনার ও কর্মশালা করা হয়েছে;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত কর্মচারী কর্তৃক কর্মক্ষেত্রে উদ্ভাবিত বিভিন্ন Innovative Idea সংক্রান্ত প্রস্তাব আহবান করা হয়। সর্বমোট ২২টি Innovative Idea সংক্রান্ত প্রস্তাব দাখিল হয়। তন্মধ্যে কাউন্সিল কর্তৃক ০২টি Workplace Innovation সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। গত ২০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে নির্বাচিত প্রস্তাবের উদ্ভাবক/উদ্ভাবকগণকে পুরস্কার হিসেবে ২৫,০০০/= টাকা মূল্যমানের প্রাইজবন্ড এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে;
- কাউন্সিলের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও খ্যাতিমান গবেষক ও বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে একটি Panel of Experts প্রণয়ন করা হয়েছে;



কাউন্সিল কর্তৃক ৩০ মে ২০১৮ তারিখে আয়োজিত

“The Role of Artificial Intelligence in Energy and Power Sectors” শীর্ষক সেমিনার

- Digital Research Management Portal-এর মাধ্যমে গত ০৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে নির্ধারিত ০৬ টি গবেষণাক্ষেত্র হতে Renewable Energy ও Energy Efficiency and Demand Management বিষয়ক ০২ টি ক্ষেত্রে প্রায়োগিক গবেষণা প্রস্তাব আহবান করা হয়েছে। প্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা ০৫ মার্চ ২০১৮ তারিখে শেষ হয়েছে। উক্ত সময়ের মধ্যে ৪৯টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রস্তাব দাখিল হয়েছে- যা গাইডলাইন অনুযায়ী চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- কাউন্সিল এবং IDCOL এর যৌথ অর্থায়নে রহিমআফরোজ এর কর্মকর্তা জনাব সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এর সাথে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে “Maximum Energy Utilization of Solar Irrigation and Develop Sustainable Business Model with Remote Monitoring and Payment Gateway for the Off-Grid Areas of Bangladesh” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫৬,০০,০০০/- টাকার Financing Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে কাউন্সিলের অংশের ২৮.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (ইপিআরসি) এর অর্থায়নে BCSIR কর্তৃক গৃহীত “Design and Optimization of Parabolic Reflector type Solar Cooker for Indoor Application” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২৪,৯৫,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা মাত্র প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান;
- কাউন্সিল-এর অর্থায়নে EEE বিভাগ, বুয়েট-এ BEMS ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য অনুদানের ৫০ লক্ষ টাকার ১ম কিস্তি হিসেবে ২১,০০,০০০/- (একুশ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।





আশুগঞ্জ (দক্ষিণ) ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র



শাহাজীবাজার ৩৩০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

এক নজরে বিদ্যুৎখাতের অর্জন



ময়মনসিংহ ২১০ মেঃওঃ
কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিদ্যুৎখাত: উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র

বিগত সাড়ে নয় বছরে বিদ্যুৎখাত উন্নয়নে সরকার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে। ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উর্ধ্বগতি, শিল্পখাতে ঐতিহাসিক প্রবৃদ্ধি এবং নগরায়নে দ্রুত অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। ফলে বিদ্যুতের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে মোট ২,৮১৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। ফলে দেশের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ক্যাপটিভসহ ১৮,৭৫৩ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ছিল ৯,৪৭৯ মেঃওঃ যা ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০,৯৫৮ মেঃওঃ এ। নতুন প্রায় ৪৪ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এতে করে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী প্রায় ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে। গত এক বছরে প্রায় ৬৮৬ সার্কিট কি: মি: সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৩৩ কি:ও: আওয়ার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬৪ কি:ও: আওয়ারে দাঁড়িয়েছে। নিম্নে এক নজরে এক বছরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জন দেখানো হলো:

বিষয়		২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	অর্জন
উৎপাদন ক্ষমতা	মেগাওয়াট	১৫,৭৫৫	১৮,৭৫৩	*২,৯৯৮
সর্বোচ্চ উৎপাদন	মেগাওয়াট	৯,৪৭৯	১০,৯৫৮	১,৪৭৯
সঞ্চালন লাইন	সার্কিট কিঃমিঃ	১০,৪৩৬	১১,১২২	৬৮৬
গ্রিড সাবস্টেশনের ক্ষমতা	এমভিএ	৩০,৯৯৩	৩৬,০৪৫	৫,০৫২
সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী	%	৮০%	৯০%	১০%
মাথাপিছু উৎপাদন	কি.ও. আওয়ার	৪৩৩	৪৬৪	৩১
গ্রাহক সংখ্যা	লক্ষ	২৫৯	৩০৩	৪৪
বিতরণ লাইন	কিঃমিঃ	৪ লক্ষ ১ হাজার	৪ লক্ষ ৫৭ হাজার	৫৬ হাজার
পল্লী বিদ্যুতায়নের আওতায়	টি	৬৬ হাজার ৯ শত	৭৪ হাজার ৪ শত	৭ হাজার ৫ শত
বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা				
সেচ সংযোগ	টি	৩ লক্ষ ৬১ হাজার	৩ লক্ষ ৬৪ হাজার	৩ হাজার
নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস	মেগাওয়াট	২১৬	২৮৮	৭২
হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন				
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ	কোটি টাকায়	১৬,২২৩	২৬,৬৯২	১০,৪৬৯
সামগ্রিক সিস্টেম লস	%	১২.১৯%	১১.৮৭%	- ০.৩২%

* বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবসর এবং ক্যাপটিভ বিবেচনায়



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে মাতারবাড়ী ১২০০ মেঃওঃ আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

বিদ্যুৎ উৎপাদন



হরিপুর ৪১২ মেগাওয়াট
কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১.০ বিদ্যুৎ উৎপাদন

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকা শক্তি। দেশে বিদ্যুৎ চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নে মেয়াদভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, তরল জ্বালানি, ডুয়েল-ফুয়েল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও নিউক্লিয়ার এনার্জিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে রোড-শো আয়োজন, দাতা সংস্থাসমূহের সাথে সভা, যুগোপযোগী আইন/নীতিমালা প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে স্বচ্ছতা আনয়নসহ বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে বিদ্যুতের ঘাটতি জনিত সমস্যার সমাধানসহ এ খাতের ধারাবাহিক বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।



শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিদ্যুৎ এর স্থাপিত ক্ষমতা প্রায় ১৯ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে আরও ১৪ হাজার ১৩৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এর মধ্যে ৬ হাজার ৬৪৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র সরকারি খাতে এবং ৭ হাজার ৪৮৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বেসরকারি খাতে নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া ২৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৫ হাজার ৭৩৭ মেগাওয়াট। ২৩ হাজার ৪১৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ২২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। জানুয়ারি ২০০৯ সাল হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১১,১৩৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৯৯টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। নিম্নে বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষমতা দেখানো হলো:

সাল (ক্যালেন্ডার)	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮ (জুন ২০১৮)	মোট
ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	৩৫৬	৭৭৫	১৭৬৩	৯৫১	৬৬৩	৬৩৫	১৩৫৭	১১৩২	১১৮৭	২৩১৬	১১,১৩৫
বিদ্যুৎ আমদানি মোট	০	০	০	০	৫০০	০	০	১০০	৬০	০	৬৬০
	৩৫৬	৭৭৫	১৭৬৩	৯৫১	১১৬৩	৬৩৫	১৩৫৭	১২৩২	১২৪৭	২৩১৬	১১,৭৯৫



১.১ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

সরকার ২০০৯ সাল থেকে থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ২৪,৩৪৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৩৪ টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ৫,৭৩৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৩ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
সরকারি	৪৮	১২,০৬১
রেন্টাল	২০	১,৬৫৩
আইপিপি	৬৬	১০,৬৩২
মোট	১৩৪	২৪,৩৪৬

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষর

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
সরকারি	৮	১,১৫১
বেসরকারি	১৫	৪,৫৮৬
মোট	২৩	৫,৭৩৭

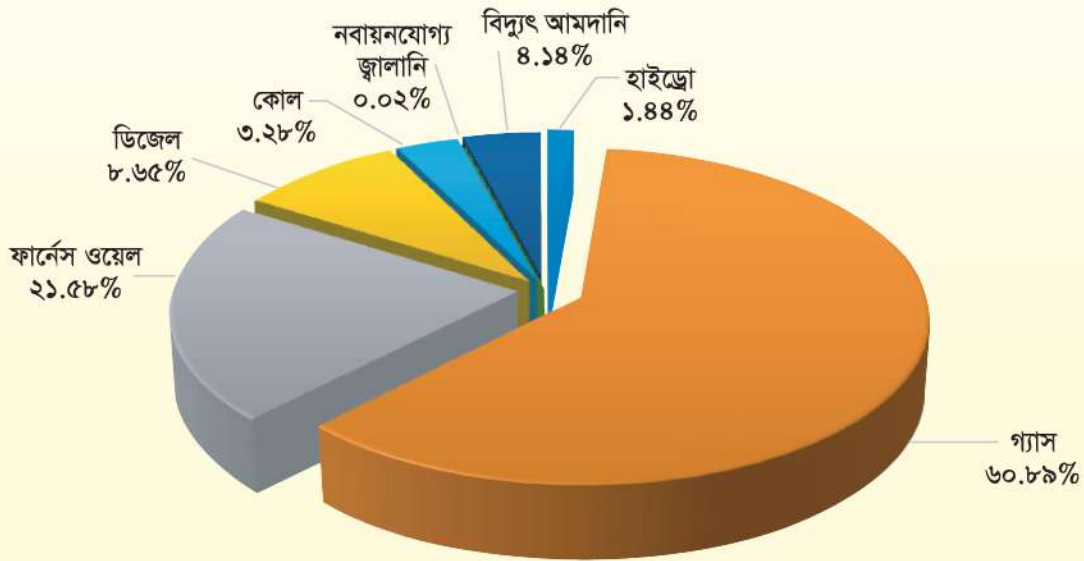
দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১.২ জ্বালানি ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

জুন ২০১৮ সালে জ্বালানি ও প্রযুক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নে দেখানো হলো:

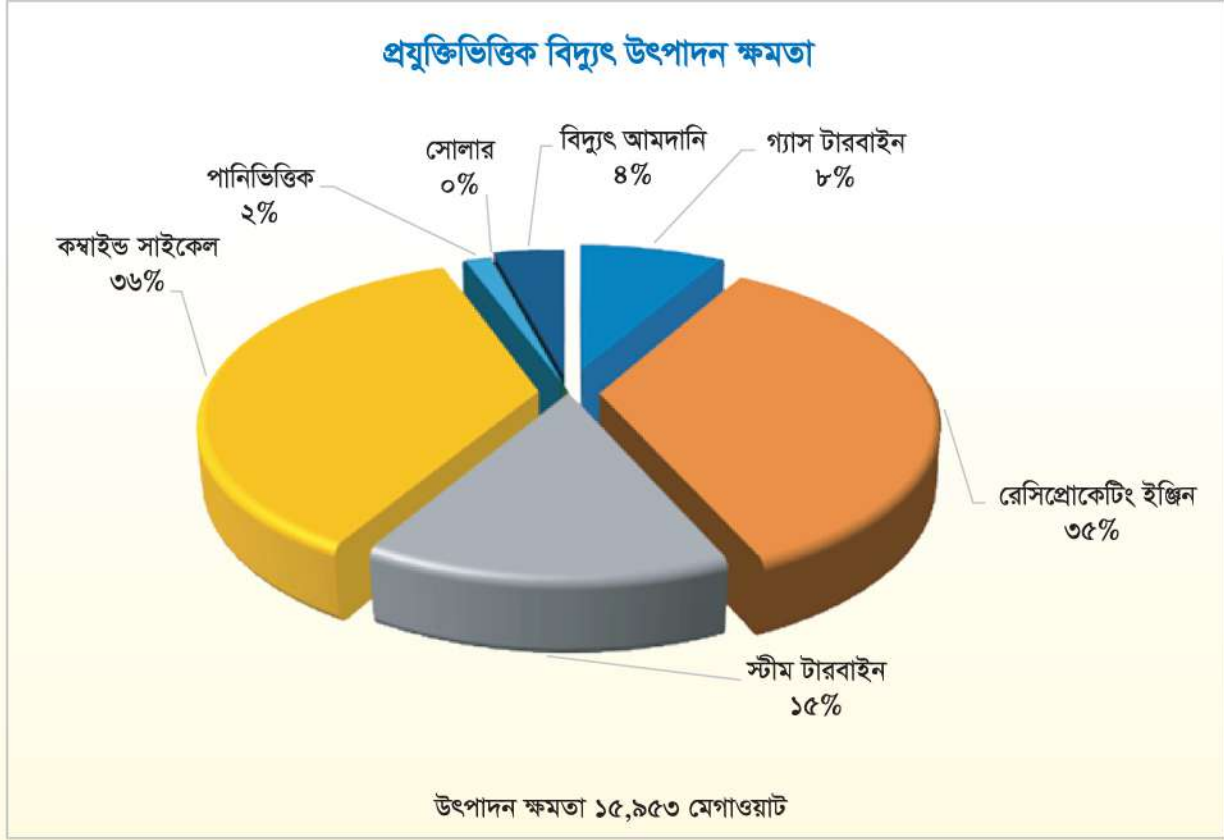
জ্বালানির ধরন	সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
হাইড্রো	১	২৩০
গ্যাস	৬৪	৯৭১৩
ফার্নেস ওয়েল	৪০	৩৪৪৩
ডিজেল	১৩	১৩৮০
কোল	২	৫২৪
নবায়নযোগ্য জ্বালানি	১	৩
বিদ্যুৎ আমদানি		৬৬০
মোট	১২১	১৫,৯৫৩

জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা



উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,৯৫৩ মেগাওয়াট

প্রযুক্তি	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
গ্যাস টারবাইন	১৩২২
রেসিপ্রোকোট্টিং ইঞ্জিন	৫৬০৪
স্টীম টারবাইন	২৪০৪
কম্বাইন্ড সাইকেল	৫৭৩০
পানিভিত্তিক	২৩০
সোলার	৩
বিদ্যুৎ আমদানি	৬৬০
মোট	১৫,৯৫৩



১.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানির ব্যবহার

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের একক জ্বালানি হিসাবে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ক্রমান্বয়ে জ্বালানি বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একইসাথে পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের প্রসার, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি প্রাপ্যতা এবং আন্তর্জাতিক বাজার দর বিবেচনা করে জ্বালানি বৈচিত্রায়ণকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ক্রমান্বয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে বর্তমানে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৬৩ শতাংশ গ্যাস হতে উৎপাদিত হচ্ছে, যা ২০০৯ সালে ছিল ৮৯ শতাংশ। নিম্নের সারণিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি ব্যবহারের হার (%) দেখানো হলো:

অর্থ-বছর	মোট উৎপাদন (মি.কি.ও.ঘ.)	গ্যাস ভিত্তিক	কয়লা ভিত্তিক	তরল জ্বালানি ভিত্তিক	পানি ভিত্তিক	আমদানি ভিত্তিক	নবায়নযোগ্য জ্বালানি
২০০৮-০৯	২৬,৫৩৩	৮৮.৪৪	৪.০২	৫.৯৩	১.৬১	--	
২০০৯-১০	২৯,২৪৭	৮৯.২১	৩.৫৩	৪.৭৬	২.৫০	--	
২০১০-১১	৩১,৩৫৫	৮২.১২	২.৪৯	১২.৬১	২.৭৮	--	
২০১১-১২	৩৫,১১৮	৭৯.১৫	২.৫২	১৬.১৩	২.২১	--	
২০১২-১৩	৩৮,২২৯	৭৮.১২	৩.০২	১৬.৫১	২.৩৪	--	
২০১৩-১৪	৪২,১৯৫	৭২.৪২	২.৪৬	১৮.৩৫	১.৩৯	৫.৩৭	
২০১৪-১৫	৪৫,৮৩৬	৬৯.৪৪	২.০৫	১৯.৯০	১.২৩	৭.৩৭	
২০১৫-১৬	৫২,১৯৩	৬৮.৬৩	১.৬২	২০.৫৭	১.৮৪	৭.৩২	
২০১৬-১৭	৫৭,২৭৬	৬৬.৪৪	১.৭৬	২১.৯৬	১.৭১	৮.১৩	
২০১৭-১৮	৬২,৬৭৮	৬৩.৩১	২.৭০	২৪.৭২	১.৬৩	৭.৬৩	০.০১

২০২১ সাল পর্যন্ত নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো

বছর	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
সরকারি খাত (মেঃওঃ)	১৮১৪	২৪৫১	১০৪৪	২১৬৫	৭৪৭৪
বেসরকারি খাত (মেঃওঃ)	২১৭১	২৭৫৯	১৬৩	১৯০১	৬৯৯৪
বিদ্যুৎ আমদানি (মেঃওঃ)	৫০০	০০	৩৪০	০০	৮৪০
মোট (মেঃওঃ)	৪৪৮৫	৫২১০	১৫৪৭	৪০৬৬	১৫৩০৮

১.৪.০ পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

পরিকল্পনাধীন আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক ১৩,৩০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১১ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
০১	পায়রা, পটুয়াখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	১৩২০	এনডব্লিউ পিজিসিএল	ডিসেম্বর ২০২৩	Feasibility Study চলমান আছে
০২	কোহেলীয়া ৭০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of CPGCBL & Sembcorp, Singapore)	৭০০	যৌথ উদ্যোগ (সিঙ্গাপুর)	জুন ২০২৫	Feasibility Study ও EIA সম্পন্ন হয়েছে
০৩	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	১২০০	বিপিডিবি	জুন ২০২৫	পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে
০৪	পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩২০	এপিএসসিএল	জুন ২০২৫	ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন
০৫	পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of RPCL & Norinco, China)	১৩২০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	জুন ২০২৫	প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি, ইআইএ ও এসআইএ স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে
০৬	পেকুয়া ১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of EGCB & Mitsui, Japan)	১৩২০	যৌথ উদ্যোগ (জাপান)	জুন ২০২৫	১৭ জুন ২০১৬ তারিখে EGCB এবং Mitsui, Japan এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে
০৭	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & TNB-PTB, Malaysia)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (মালেশিয়া)	জুন ২০২৬	২০ জুলাই ২০১৬ তারিখে BPDB এবং TNB-PTB এর মধ্যে JVA স্বাক্ষর হয়েছে
০৮	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & SEPCO, China)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	জুন ২০২৬	২৭ জুন ২০১৬ তারিখে BPDB এবং SEPCO এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে। JVA স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন
০৯	মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of CPGCBL & Sumitomo, Japan)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (জাপান)	জুন ২০২৬	০৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে CPGCBL এবং Sumitomo এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে
১০	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & CHDHK, China)	১৩২০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	ডিসেম্বর ২০২৬	৬ মে ২০১৮ তারিখে BPDB এবং CHDHK এর মধ্যে JVA স্বাক্ষর করা হয়েছে
১১	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & KEPCO, South Korea)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (দক্ষিণ কোরিয়া)	জুন ২০২৭	১৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখে BPDB এবং KEPCO এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।
মোট (১১টি)		১৩,৩০০			

পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প

১.৪.১ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পায়রা, পটুয়াখালি ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ ১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম ৬১২x২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প, বরিশাল ৩০৭ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প, মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, খুলনা ৬৩০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঢাকা ৬৩৫ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্পসহ সরকারি ও বেসরকারিভাবে মোট ৭,১৫৮ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।

ঢাকা ২৮২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ), চট্টগ্রাম ২৮২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ) ও মিরসরাই ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (হাংবু, চায়না) মোট ১৮০৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩ টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিম্নে কয়লাভিত্তিক নির্মাণাধীন, দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তথ্য দেয়া হলো :

১.৪.২ নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

৭,১৫৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার নিম্নে উল্লেখিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ নির্মাণাধীন রয়েছে :

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
০১	পায়রা, পটুয়াখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩২০	BCPCL (JV of NWPGL & CMC, China)	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০১৯	অগ্রগতিঃ ৪৩ %
০২	বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ ১৩২০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩২০	BIFPCL (JV of BPDB & NTPC, India)	আমদানিকৃত কয়লা	সেপ্টেম্বর ২০২১	অগ্রগতিঃ ৯ %
০৩	মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২০০	সিপিজিসিবিএল	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৪	অগ্রগতিঃ ১৮%
০৪	চট্টগ্রাম ২x৬১২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প স্পনসর: এসএস পাওয়ার	১২২৪	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২১	অগ্রগতিঃ ২০ %
০৫	বরিশাল ৩০৭ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পনসর: বরিশাল ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি	৩০৭	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২১	অগ্রগতিঃ ৬ %
০৬	মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্পনসর: ওরিয়ন ঢাকা পাওয়ার লিঃ (ঢাকা-১)	৫২২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২২	অগ্রগতিঃ ৩% *Financial Closing হয় নাই *EIA অনুমোদিত
০৭	ঢাকা ৬৩৫ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প স্পনসর: ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২ (ঢাকা-২)	৬৩৫	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২২	অগ্রগতিঃ ২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে GE, USA এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে
০৮	খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্পনসর: ওরিয়ন খুলনা পাওয়ার লিঃ	৬৩০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৩	অগ্রগতিঃ ৩%
মোট		৭,১৫৮				

নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র



গাজীপুর ১০৫ মেঃওঃ HFO ইঞ্জিনভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের পূর্ত নির্মাণ কাজ

১.৪.৩ দরপত্র প্রক্রিয়াধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

দরপত্র প্রক্রিয়াধীন কয়লাভিত্তিক ২০৭১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
০১	ঢাকা ২৮২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ)	২৮২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২২	৩১ অক্টোবর ২০১৩ LOI ইস্যু করা হয়েছে
০২	চট্টগ্রাম ২৮২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ)	২৮২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২২	৩১ অক্টোবর ২০১৩ LOI ইস্যু করা হয়েছে
০৩	মিরসরাই ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (হাংবু, চায়না)	১২৪০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২৩	৩১ অক্টোবর ২০১৩ LOI ইস্যু করা হয়েছে
	মোট	১৮০৪				

দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১.৫ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে বহুমুখী জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা নির্মাণে বাণিজ্যিক উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নিউক্লিয়ার এনার্জিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সমন্বয়যোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় ২০২৩ সালের মধ্যে ১,২০০ মেগাওয়াট এবং ২০২৪ সালের মধ্যে আরও ১,২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে। রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে।

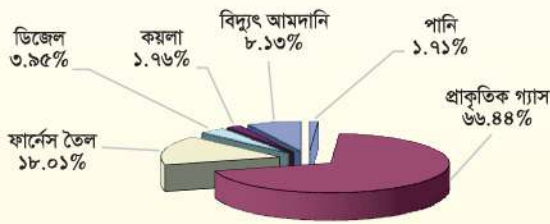
১.৬ আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী মহাপরিকল্পনায় আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে প্রায় ৯০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির মহা-পরিকল্পনা রয়েছে। ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও ভেড়ামারা HVDC বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণপূর্বক ৫ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। ভারতের ত্রিপুরা হতে ১৭ মার্চ ২০১৬ হতে ১০০ মেগাওয়াট ও জুলাই ২০১৭ সাল হতে ৬০ মেগাওয়াট মোট ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কুমিল্লা (দ:) জাঙ্গালিয়া গ্রিড উপকেন্দ্রের মাধ্যমে আমদানি শুরু হয়েছে। এছাড়া ভারত হতে আরোও ২৩৩৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

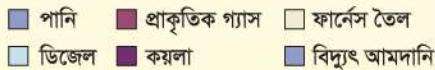
বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার

জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন অর্থ-বছর ২০১৬-১৭

বিদ্যুৎ উৎপাদন জ্বালানির ধরন অনুযায়ী



মোট উৎপাদন : ৫৭,২৭৬ মিঃ কিলোওয়াট ঘণ্টা

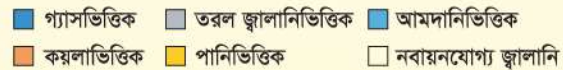


জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন অর্থ-বছর ২০১৭-১৮

বিদ্যুৎ উৎপাদন জ্বালানির ধরন অনুযায়ী



মোট উৎপাদন ৬২,৬৭৮ মেঃওঃ



১.৭ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

- ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সরকারি খাতে ৭,৫৮২ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৫,৩৭৫ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ আমদানি ৬০০ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৩,৫৫৫ মেগাওয়াট। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারিখাতে ৮,৮৪৫ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৬,৪৪৮ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ আমদানি ৬৬০ মেগাওয়াটসহ মোট ১৫,৯৫৩ মেগাওয়াটে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ১৭.৬৯% উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯,৪৭৯ মেগাওয়াট (৭ জুন ২০১৭ তারিখে)। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৯৫৮ মেগাওয়াটে দাঁড়ায় (২৮ মে ২০১৮ তারিখে)। উল্লেখ্য যে, ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১০,৯৫৮ মেগাওয়াট যা ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে ১,৪৭৯ মেগাওয়াট বেশি। ২০০৯-১০ অর্থ-বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ লেখচিত্রে দেখানো হলো:

২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত বছরভিত্তিক সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন নিম্নে দেয়া হলো:

অর্থ-বছর	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
২০০৯-১০	৪৬০৬
২০১০-১১	৪৮৯০
২০১১-১২	৬০৬৬
২০১২-১৩	৬৪৩৪
২০১৩-১৪	৭৩৫৬
২০১৪-১৫	৭৮১৭
২০১৫-১৬	৯০৩৬
২০১৬-১৭	৯৪৭৯
২০১৭-১৮	১০৯৫৮



- ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে মোট ৫৭,২৭৬ মি.কি.ও.ঘ. নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬২,৬৭৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ারে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ৫,৪০২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন



আশুগঞ্জ-ভুলতা
৪০০ কেভি সঞ্চালন

২.০ বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাত

পিজিসিবি সারাদেশে নিরবচ্ছিন্ন ও দক্ষ বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেম নেটওয়ার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনসহ জাতীয়, আন্তর্দেশীয় সঞ্চালন গ্রিড লাইন নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। পিজিসিবি বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন ও উপকেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ প্রান্তে পৌঁছে দিয়ে থাকে। দেশের বিদ্যুৎ খাতে দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাত সংস্কারের আওতায় কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে ১৯৯৬ সালের ২১শে নভেম্বর পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়।

২.১ এক নজরে সঞ্চালন খাত

● ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র	: ১ টি (৫০০ মেঃ ওঃ HVDC Back to Back স্টেশন)
● মোট সঞ্চালন লাইন	: ১১,১২২.৫৭ সার্কিট কিলোমিটার
৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৬৯৭.৭৬ সার্কিট কিলোমিটার
২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৩৩৪২.৬২ সার্কিট কিলোমিটার
১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৭০৮২.১৯ সার্কিট কিলোমিটার
● গ্রিড উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা	: ৩৬,০৪৫.৫০ এমভিএ
৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০৪ টি (৩,২৫০ এমভিএ)
৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০১ টি (৬৫০ এমভিএ)
২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ২৪ টি (১১,৯৩৫ এমভিএ)
১৩২/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ১২৫ টি (২০,২১০.৫ এমভিএ)

২.২ গত ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:

গত অর্থ-বছরে পিজিসিবি'র উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে-

- আশুগঞ্জ-ভুলতা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং ভুলতা ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ;
- খাগড়াছড়ি জেলায় ১৩২/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ;
- হাওড় বেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলায় ১৩২/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ।

আশুগঞ্জ-ভুলতা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং ভুলতা ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ:

সঞ্চালন নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আশুগঞ্জ অঞ্চলে বিদ্যমান, নির্মাণাধীন ও নির্মিতব্য গ্যাসভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ হতে বৃহত্তর ঢাকার চাহিদা পূরণে “আশুগঞ্জ-ভুলতা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং ভুলতা ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ” কাজ সমাপ্ত হয়। উক্ত অবকাঠামো নির্মাণের আওতায় আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন হতে প্রায় ৭০ কিঃ মিঃ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও ৪.৫ কিঃ মিঃ ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং ভুলতা ৪০০/২৩০ কেভি উপকেন্দ্রে জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে। উক্ত অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা হয়েছে :

- আশুগঞ্জ হতে ঢাকা'র পার্শ্ববর্তী এলাকায় অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং আশুগঞ্জ-ঘোড়াশাল, ঘোড়াশাল-টঙ্গী, ঘোড়াশাল-রামপুরা ২৩০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের বিদ্যমান ওভারলোডিং সমস্যার নিরসন হয়েছে;
- আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ভুলতা, রামপুরা, হরিপুর এলাকাসহ জাতীয় গ্রিডে সঞ্চালিত হচ্ছে;
- এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে;
- বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের ভোল্টেজ লেভেল উন্নত হয়েছে;
- এই লাইন নির্মাণের ফলে সঞ্চালন লসের পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে;
- প্রকল্প এলাকায় আর্থিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে যা সরকারের দারিদ্রতা বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করছে।

খাগড়াছড়ি জেলায় ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ:

পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে ইতোপূর্বে ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। ৩৩ কেভি লাইনের কারণে উক্ত এলাকায় লো-ভোল্টেজ সমস্যা ছিল প্রকট, চাহিদামত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হতো না এবং বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিমাণ বেশি হতো। ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে উক্ত সমস্যাগুলো স্থায়ীভাবে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে, এতে উক্ত এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। উক্ত অবকাঠামো নির্মাণের আওতায় চন্দ্রঘোনা হতে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটার ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন এবং খাগড়াছড়িতে ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

উক্ত অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা হয়েছে-

- পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি প্রথমবারের মত সরাসরি জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছে। ফলে জেলার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কাছে চাহিদা মোতাবেক নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পথ সুগম হয়েছে;
- খাগড়াছড়ি জেলায় চাহিদামত নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে;
- এই অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে খাগড়াছড়ি জেলার বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- অত্র এলাকার ৩৩ কেভি লেভেলে লো-ভোল্টেজ সমস্যার সমাধান হবে;
- এই লাইন নির্মাণের ফলে বিদ্যমান ৩৩ কেভি নেটওয়ার্কের লসের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে;
- প্রকল্প এলাকায় আর্থিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে যা সরকারের দারিদ্রতা বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করছে।

হাওড় বেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলায় ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ :

সুনামগঞ্জ জেলায় ইতোপূর্বে ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। ৩৩ কেভি লাইনের কারণে উক্ত এলাকায় লো-ভোল্টেজ সমস্যা ছিল প্রকট, চাহিদামত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হতো না এবং বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিমাণ বেশি হতো। ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে উক্ত সমস্যাগুলো স্থায়ীভাবে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে, এতে উক্ত এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। উক্ত অবকাঠামো নির্মাণের আওতায় ছাতক হতে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত ৩২.০৫ কিলোমিটার ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন এবং সুনামগঞ্জে ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

উক্ত অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা হয়েছে-

- হাওড় বেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলা প্রথমবারের মত সরাসরি জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছে। ফলে জেলার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কাছে চাহিদা মোতাবেক নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পথ সুগম হয়েছে;
- সুনামগঞ্জ জেলায় চাহিদামত নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে;
- এই অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে সুনামগঞ্জ জেলার বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি হয়েছে;
- অত্র এলাকার ৩৩ কেভি লেভেলে লো-ভোল্টেজ সমস্যার সমাধান হবে;
- এই লাইন নির্মাণের ফলে বিদ্যমান ৩৩ কেভি নেটওয়ার্কের সিস্টেম লসের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে;
- প্রকল্প এলাকায় আর্থিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে যা সরকারের দারিদ্রতা বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করছে।

২.৩ বিগত এক বছরে সঞ্চালন খাতে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ:

৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০২ টি (১,৬৯০ এমভিএ)
১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০৭ টি (৭৯১ এমভিএ)
উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধণ	: ২৫৭১.৪ এমভিএ
৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ১৩৮.০০ সার্কিট কিলোমিটার
২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ১৭.৬৩ সার্কিট কিলোমিটার
১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৫৩১.২৪ সার্কিট কিলোমিটার
১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের ক্ষমতা বর্ধণ	: ১৬১.৪ সার্কিট কিলোমিটার

২.৪ সঞ্চালন খাতে চলমান প্রকল্পসমূহ:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের সম্মিলিত ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কিঃমিঃ)	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
০১	ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	১৩	২,৩৯৬	২৩০ কেভি ১৫৪ ১৩২ কেভি ৩৫৮	জুন ২০১৯
০২	১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ইন ইস্টার্ন রিজিয়ন	৪	৩২৮	১৩২ কেভি ৫৯০	ডিসেম্বর ২০১৮
০৩	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	১৫	৪,১০২	৪০০ কেভি ৫৬ ২৩০ কেভি ৬৩ ১৩২ কেভি ৩৫৮	জুন ২০১৯
০৪	এ্যানহেসমেন্ট অব ক্যাপাসিটি অফ গ্রিড সাবস্টেশনস এন্ড ট্রান্সমিশন লাইন ফর রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন	৬	১,৫২১	২৩০ কেভি ৪ ১৩২ কেভি ১৭৪	ডিসেম্বর ২০১৮
০৫	আগুগঞ্জ-ভুলতা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	১	১,০৪০	৪০০ কেভি ১৪০ ২৩০ কেভি ১৬	জুন ২০১৯
০৬	আমিন বাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	১	১,৫৬০	৪০০ কেভি ৩৪৮ ২৩০ কেভি ৪৮	জুন ২০২০
০৭	বাংলাদেশ (ভেড়ামারা)-ভারত (বহরমপুর) বিদ্যমান গ্রিড আন্তঃসংযোগের ক্ষমতা বর্ধিতকরণ (৫০০ মেঃওঃ) প্রকল্প	১	৫০০	২৩০ কেভি ২৪	ডিসেম্বর ২০১৮
০৮	পাওয়ার গ্রিড নেটওয়ার্ক স্ট্রেন্গেনিং প্রজেক্ট আন্ডার পিজিসিবি	৪১	১৭,০৯০	৪০০ কেভি ২০০ ২৩০ কেভি ৬৮০ ১৩২ কেভি ৮২৩	জুন ২০২১
০৯	পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	৫	১,৯৫০	২৩০ কেভি ১৬০ ১৩২ কেভি ৩০১	জুন ২০১৯
১০	ঢাকা-চট্টগ্রাম মেইন পাওয়ার গ্রিড স্ট্রেন্গেনিং প্রজেক্ট	৩	৪,৩৫০	৪০০ কেভি ৪২৮ ২৩০ কেভি ৩৮	ডিসেম্বর ২০২০
১১	মাতারবাড়ী আল্ট্রাসুপার ট্রিটিক্যাল কোল ফায়ারড পাওয়ার প্রকল্প (২) (পিজিসিবি অংশঃ “মাতারবাড়ী-মদুনাঘাট ৪০০কেভি সঞ্চালন লাইন”)	-	-	৪০০ কেভি ১৮৪	ডিসেম্বর ২০২০
১২	এনার্জি ইফিসিয়েন্সি ইন গ্রিড বেইজড পাওয়ার সাপ্লাই	১৩	৪,২৭৫	২৩০ কেভি ২১০ ১৩২ কেভি ৩৮৮	জুন ২০২১
১৩	পটুয়াখালী-পায়রা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	১	-	২৩০ কেভি ৯৪	জুন ২০১৯
১৪	পটুয়াখালী (পায়রা)-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	১	৯৭৫	৪০০ কেভি ৩৩০ ১৩২ কেভি ৫০	ডিসেম্বর ২০১৯
১৫	মংলা-খুলনা (দঃ) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	-	-	২৩০ কেভি ৪৮	ডিসেম্বর ২০১৮
১৬	আমনুরা ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড সাবস্টেশন উইথ অ্যাসোসিয়েটেড ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	১	৫০	১৩২ কেভি ১৫	মার্চ ২০১৯

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের সম্মিলিত ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কিঃমিঃ)	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
১৭	ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্ডেনিং অব পিজিসিবি	-	-	-	জুন ২০১৯
১৮	ভেড়ামারা (বাংলাদেশ)-বহরমপুর (ভারত) দ্বিতীয় ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন (বাংলাদেশ অংশ) নির্মাণ প্রকল্প	-	-	৪০০ কেভি ৫৮	জুন ২০১৯
১৯	মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১	৩৬০	৪০০ কেভি ৩৪	জুন ২০১৯
২০	বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেম রিলায়েবিলিটি এন্ড ইফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প	-	-	-	জুন ২০২১
২১	বাকেরগঞ্জ-বরগুনা ১৩২ কেভি সঞ্চালন এবং বরগুনা ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	১	১৫০	১৩২ কেভি ৫০	ডিসেম্বর ২০১৯

২.৫ অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের সম্মিলিত ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কিঃমিঃ)	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
০১	পূর্বাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক পরিবর্ধন এবং ক্ষমতাবর্ধন প্রকল্প (গত ২৭/০২/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।)	১৪	৯,০৪০	৪০০ কেভি ২৬.৮২ ২৩০ কেভি ৬৬২.৯৪ ১৩২ কেভি ২১৭.৪	ডিসেম্বর ২০২১
০২	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশনের জন্য সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (গত ১০/০৪/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।)	-	-	৪০০ কেভি ১২১৮ ২৩০ কেভি ১২০	ডিসেম্বর ২০২২
০৩	সূর্যমণিনগর (ত্রিপুরা, ভারত) হতে কুমিল্লা উত্তরে (বাংলাদেশ) বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কুমিল্লা উত্তরে (বাংলাদেশ) ৫০০ মেগাওয়াট এইচভিডিসি ব্যাক টু ব্যাক স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (গত ২৯/০৫/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।)	১ (HVDC Back to Back station)	৫০০ মেঃওঃ	-	জুন ২০২১
০৪	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্প (ফেজ-১) (গত ২১/০৬/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।)	৪	৪,৩৫০	৪০০ কেভি ২০৮ ২৩০ কেভি ২৯৬ ১৩২ কেভি ৫৬	জুন ২০২৩
০৫	আশুগঞ্জ ১৩২ কেভি পুরাতন এআইএস উপকেন্দ্রকে ১৩২ কেভি নতুন জিআইএস উপকেন্দ্র দ্বারা প্রতিস্থাপন প্রকল্প (গত ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।)	১	৬০০	-	ডিসেম্বর ২০২০

২.৬ পরিকল্পনাধীন প্রকল্পসমূহ:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের সম্মিলিত ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কিঃমিঃ)	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
০১	বড়পুকুরিয়া-বগুড়া-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি লাইন নির্মাণ প্রকল্প	-	-	৪০০ কেভি ৫২০	জুন ২০২২
০২	এক্সপানসন এন্ড স্ট্রেন্গেনিং অব পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক আন্ডার ডিপিডিসি এরিয়া (পিজিসিবি অংশ)	৯	১০,৬৫০	৪০০ কেভি ৩৭০ ২৩০ কেভি ২০৭ ১৩২ কেভি ৮.৮	জুন ২০২২
০৩	বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) ও বঙ্গবন্ধু হাই-টেকসিটিতে (গাজীপুর) নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৪	১,৮২০	২৩০ কেভি ২৪৩ ১৩২ কেভি ১৪৮	জুন ২০২২
০৪	মদুনাঘাট-মহেশখালী ৭৬৫ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	-	-	৭৬৫ কেভি ২০০	জুন ২০২৩
০৫	মদুনাঘাট-ভুলতা ৭৬৫ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	-	-	৭৬৫ কেভি ৫০০	জুন ২০২৩
০৬	বাঁশখালী-মদুনাঘাট ৪০০কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	-	-	৪০০ কেভি ১৩০	জুন ২০২১
০৭	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্প (ফেজ-২)	১১	৪,৭৩০	২৩০ কেভি ৫৫০ ১৩২ কেভি ৫৩৬	জুন ২০২৩
০৮	এক্সপানসন এন্ড স্ট্রেন্গেনিং অব পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক আন্ডার চিটাগং এরিয়া	২	১,২৬০	৪০০ কেভি ৫৪ ২৩০ কেভি ৪৪	জুন ২০২২
০৯	পায়রা-গোপালগঞ্জ-আমিনবাজার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	২	২,৮৯০	৪০০ কেভি ৫৩০	ডিসেম্বর ২০২১
১০	এক্সপানসন এন্ড স্ট্রেন্গেনিং অব পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক ইন ডেসকো এন্ড এডজাস্ট এরিয়া (ফেজ-১)	৮	৭,৯৪০	৪০০ কেভি ৫৬ ২৩০ কেভি ১০২	ডিসেম্বর ২০২৩
১১	বরনগর-পার্বতীপুর-কাতিহার ৭৬৫ কেভি বাংলাদেশ-ভারত গ্রিড আন্তঃসংযোগ প্রকল্প	১ (HVDC Back to Back station)	৫০০ মেঃওঃ	৭৬৫ কেভি ৩০৮	ডিসেম্বর ২০২১
১২	বিদ্যমান গ্রিড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইনের সংস্কার ও ক্ষমতাবর্ধন প্রকল্প	২৫ (ক্ষমতাবর্ধন)	৪৮৩০.৪	১৩২ কেভি ১৩২	জুন ২০২১

২.৭ ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার (এনএলডিসি)

বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাত গত এক দশকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সম্প্রসারিত হয়েছে। কমবেশি ৩২০০ মেঃওঃ এর বিদ্যুৎ উৎপাদন আজ এগার হাজার ছাড়িয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্য পূরণে নির্মিত হচ্ছে নতুন নতুন সঞ্চালন লাইন, গ্রিড উপকেন্দ্র এবং সরবরাহ অবকাঠামো। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার (এনএলডিসি) এর কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সারাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় সমন্বয় সাধনের গুরুদায়িত্ব পালন করছে। এনএলডিসি-তে প্রধানত চারটি কাজ করা হয়ঃ

- জাতীয় গ্রিডের সার্বিক মনিটরিং, নির্দেশনা প্রদান ও লোড ডেসপ্যাচিং
- এলডিসি স্ক্যাডা সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- এলডিসি কমিউনিকেশন সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের প্রটেকশন ও মিটারিং নিশ্চিতকরণ



এনএলডিসি কন্ট্রোল রুম

আধুনিক Delta VPS এবং অপারেটর কনসোল এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ এনএলডিসি কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিকভাবে ১৫,০০০ মেগাওয়াটের অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের ১২০ টির বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের তাৎক্ষণিক উৎপাদন পরিস্থিতি মনিটর করেন। একইসাথে প্রায় ১১,১২২.৫৭ সার্কিট কিলোমিটার বিস্তৃত ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন সঞ্চালন লাইন এবং মোট ১৫৪ টি গ্রিড উপকেন্দ্রসহ ৪০০ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন সঞ্চালন লাইনে ভেড়ামারা (বাংলাদেশ)-বহরমপুর (ভারত) ও কুমিল্লা (বাংলাদেশ)-ত্রিপুরা (ভারত) এর মধ্যে দু'টি আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপন, সঞ্চালন অবকাঠামো পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের ওপর স্থাপিত প্রায় ৫,৭৭৩ কি.মি. জুড়ে বিস্তৃত অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে দেশের অন্যতম বৃহত্তম অত্যাধুনিক ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে, যা সকল বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোকে এনএলডিসি'র SCADA System-এ সংযুক্ত করেছে। ওভারহেড অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে স্থাপিত এ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তুলনামূলক বেশি নিরাপদ, দ্রুতগতির ও উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন। অপটিক্যাল ফাইবার প্রযুক্তির নির্ভরযোগ্য হট লাইন টেলিফোন ব্যবস্থার ফলে এনএলডিসি'র নেটওয়ার্ক অপারেটর ও ফিল্ড অপারেটররা খুব সহজে যে কোন বিদ্যুৎ স্থাপনার সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করে নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত সংরক্ষণ কাজে সময় ও রাজস্ব ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়েছে। দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সুষ্ঠু, শাস্রয়ী ও নিরাপদভাবে পরিচালনায় পিজিসিবি'র এনএলডিসি'র প্রকৌশলীবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করছে।



ভুলতা ৪০০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ট্রান্সফরমার



বাপবিবোর্ডের ভৌগোলিক এলাকায় সেচ কার্যক্রম

বিদ্যুৎ বিতরণ



৩.০ বিতরণ খাত

বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি রয়েছে যথা- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো) এবং নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো)। সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদিত বিদ্যুৎ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিতরণ খাতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বর্তমানে ছয়টি বিতরণ সংস্থার আওতায় মোট বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার কিলোমিটার।

৩.১ বিতরণ খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা

সরকার ঘোষিত ভিশন-২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকল অবিদ্যুতায়িত গ্রামে পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিতরণ লাইন নির্মাণের একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালে মোট বিতরণ লাইনের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার কিলোমিটার। বিতরণ লাইন নির্মাণের পাশাপাশি সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ বিতরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকেন্দ্র, অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

৩.২ সংস্থাভিত্তিক বিতরণ লাইন

সংস্থার নাম	বিতরণ লাইন (কিলোমিটার)
বাপবিবো	৩,৯০,৫৫৪
বিউবো	৩০,০৫১
ডিপিডিসি	৫,১৪৩
ডেসকো	৪,৭৭৬
ওজোপাডিকো	১১,২৮৮
নেসকো	১৫,১১১
মোট	৪,৫৬,৯২৩



পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার সম্মেলন ২০১৮ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তা

৩.৩ বিতরণ উপকেন্দ্র

সরকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরাতন ওভারলোডেড সাব-স্টেশন এর ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে বিদ্যুৎখাতে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে।

৩.৪ গ্রাহক সংখ্যা

সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিগত সাড়ে নয় বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সঙ্গতি রেখে বিতরণ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ২০০৯ সালে বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা ১ কোটি ৮ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৩ কোটি ৩ লক্ষ পৌঁছেছে।

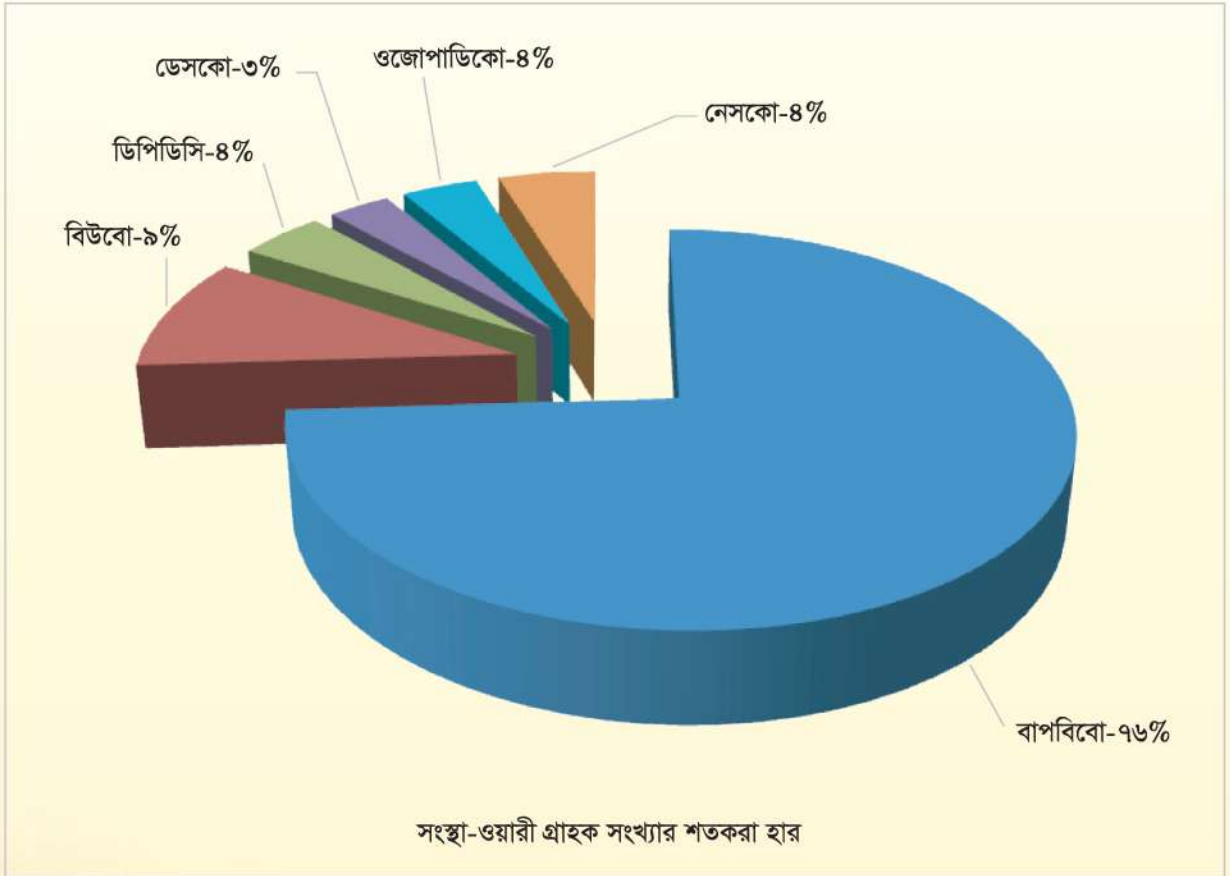


পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের ফলে নারী কর্মসংস্থান সৃষ্টি

৩.৪ সংস্থাভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা

বিদ্যুৎখাতে বর্তমানে গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৩ লক্ষ যার ৭৬ শতাংশ গ্রাহকই বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা।

সংস্থার নাম	গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা
বাপবিবো	২,৩০,৫৫,৩৭৩	৭৬%
বিউবো	২৮,০১,৯৫১	৯%
ডিপিডিসি	১১,৯৫,৮২৯	৪%
ডেসকো	৮,৭৯,৮৫৬	৩%
ওজোপাডিকো	১০,৮৩,৪৬৬	৪%
নেসকো	১৩,৭৭,৪৮৯	৪%
মোট	৩,০৩,৯৩,৯৬৪	১০০%



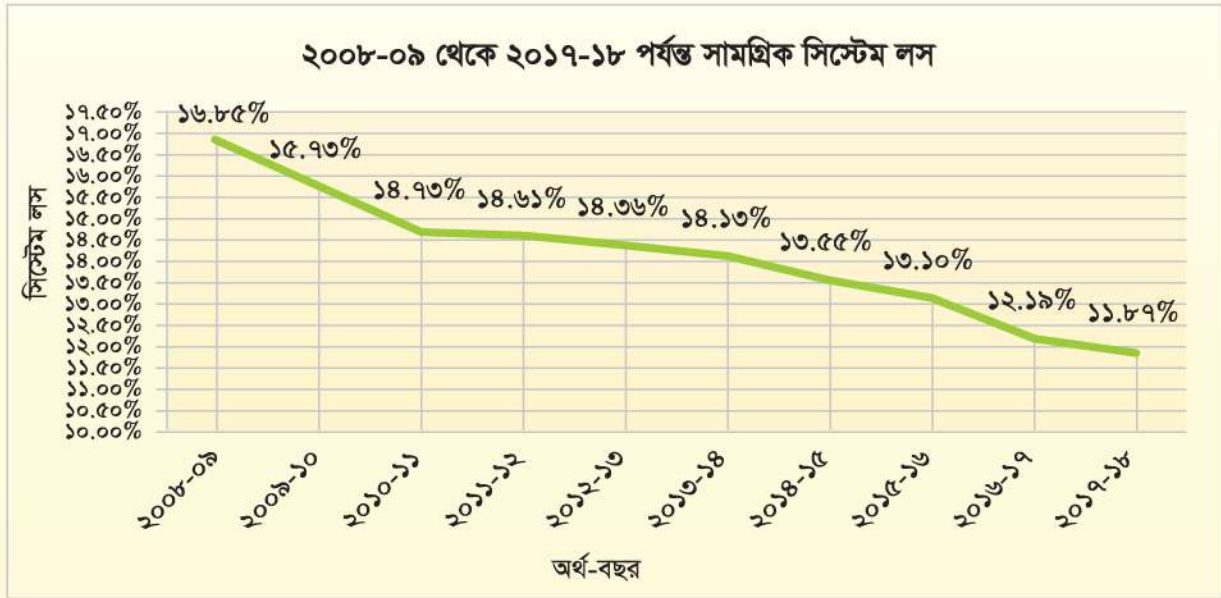
৩.৫ সিস্টেম লস

সরকার বিদ্যুতের সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক তা তদারকিকরণের ফলে বিদ্যুৎ বিতরণের সিস্টেম লস ২০০৯ সালের ১৪.৩৩% হতে বর্তমানে ৯.৬০% এ হ্রাস পেয়েছে। নিম্নে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান দেখানো হলো :

অর্থ-বছর	বিতরণ লস	সঞ্চালন ও বিতরণ লস (মোট লস)
২০০৮-০৯	১৪.৩৩%	১৬.৮৫%
২০০৯-১০	১৩.৪৯%	১৫.৭৩%
২০১০-১১	১২.৭৫%	১৪.৭৩%
২০১১-১২	১২.২৬%	১৪.৬১%
২০১২-১৩	১২.০৩%	১৪.৩৬%
২০১৩-১৪	১১.৯৬%	১৪.১৩%
২০১৪-১৫	১১.৩৬%	১৩.৫৫%
২০১৫-১৬	১০.৯৬%	১৩.১০%
২০১৬-১৭	৯.৯৮%	১২.১৯%
২০১৭-১৮	৯.৬০%	১১.৮৭%

অর্থ-বছর ভিত্তিক সিস্টেম লস

২০০৮-০৯ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:



৩.৫ সংস্থাভিত্তিক বিতরণ লস

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাপবিবো এবং নেসকোর বিতরণ লস ডাবল ডিজিটে থাকলেও বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো ও ওজোপাডিকো বিতরণ লস সিঙ্গেল ডিজিটে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে।

সংস্থার নাম	সিস্টেম লস (%)
বিউবো	৯.৮৯
বাপবিবো	১১.০৬
ডিপিডিসি	৭.৪৯
ডেসকো	৭.১৪
ওজোপাডিকো	৯.২৪
নেসকো	১১.৩২
সামগ্রিক বিতরণ লস	৯.৬০

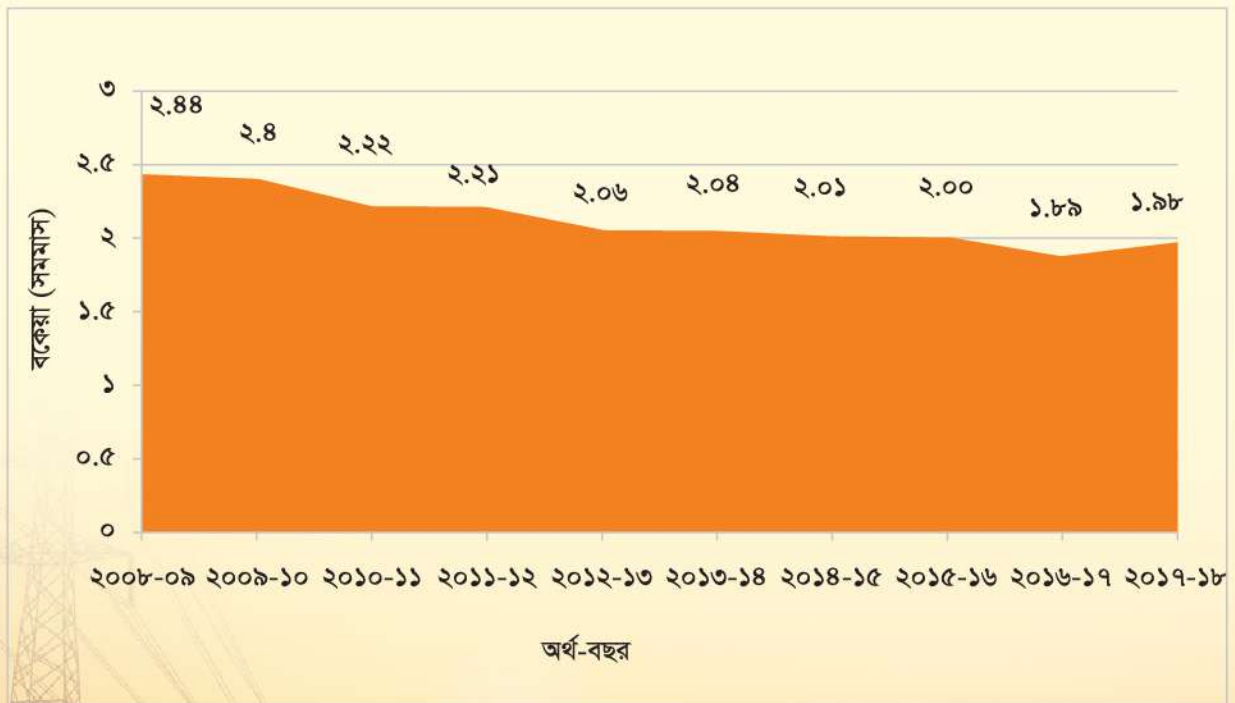
৩.৬ বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুতের বকেয়া ন্যূনতম পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় বিপুল অংকের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পড়ে আছে। তবে তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরের বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থ-বছর	বকেয়া (সমমাস)
২০০৮-০৯	২.৪৪
২০০৯-১০	২.৪০
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩	২.০৬
২০১৩-১৪	২.০৮
২০১৪-১৫	২.০১
২০১৫-১৬	২.০০
২০১৬-১৭	১.৮৯
২০১৭-১৮	১.৯৮

অর্থ-বছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

২০১৭-১৮ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলো :



৩.৬.১ সংস্থাভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বিতরণ সংস্থাসমূহ বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে।

সংস্থার নাম	বকেয়া (সমমাস)
বিউবো	২.৮৭
বাপবিবো	১.৪৭
ডিপিডিসি	১.৯৫
ডেসকো	১.৬৩
ওজোপাডিকো	২.৪২
নেসকো	৩.৮৩
মোট বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া	১.৯৮

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সংস্থাওয়ারী বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া (সমমাস)



নির্মাণাধীন পূর্বাচল ১৩২/৩৩/১১ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি কন্ট্রোল প্যানেলের স্কীম

৩.৭ বিদ্যুৎ খাতে সরকারের অভাবনীয় সাফল্য : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ভূমিকা

স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে বিদ্যুতায়নসহ গ্রামাঞ্চলে আমূল পরিবর্তনের অঙ্গীকার করা হয়েছে। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য সরকার বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশের সকল এলাকার সর্বস্তরের জনগণকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের নির্দেশনায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বন্ধ করিকর। এ জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং এর আওতাধীন ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাপবিবোর্ড সফলভাবে এ পর্যন্ত দেশের ৪৬০টি উপজেলার ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এলাকায় ৩ লক্ষ ৯০ হাজার কিঃমিঃ লাইন, ১০,০৭৫ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ৮৬৭টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর ২ কোটি ২৯ লক্ষ গ্রাহক/পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ৩০ বছরে বাপবিবোর্ডের গ্রাহক সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৪ লক্ষ। আর বর্তমান সরকারের ৯ বছরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার কিঃমিঃ লাইন, ৭,৭৭৫ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার সেচ সংযোগসহ ১ কোটি ৬০ লক্ষ নতুন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিগত ৯ বছরে বাপবিবোর্ডের ভৌগোলিক এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী ২৮% হতে বেড়ে ৮৭% এ উন্নীত হয়েছে এবং সিস্টেম লস ১৮% হতে হ্রাস পেয়ে ১১% এ নেমে এসেছে।

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন ৪৬০টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য বাপবিবো-এর বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের পাশাপাশি বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) এবং শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। চলমান বিভিন্ন লাইন ও সিস্টেম উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে আলোচ্য প্রকল্পদ্বয়ের মাধ্যমে বিশেষতঃ ৭৭,১১০ কিঃমিঃ নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ, ১০৯টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ, বিদ্যমান ১৫৩টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন করা সহ ১০১টি রিভার ক্রসিং টাওয়ার নির্মাণ করে মোট ২৭ লক্ষ নতুন গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৭৯টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেছেন। আরও ১৬১টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে যা উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া, ৮০টি উপজেলায় ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হবে। অবশিষ্ট উপজেলায় পর্যায়ক্রমে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে যা স্বল্পতম সময়ে সমাপ্ত হবে। উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হচ্ছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিল্পের বিকাশ, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম ভূমিকা রাখছে।

স্বাধীনতার ৪৫ বছরে অবহেলিত ছিটমহলবাসী বিদ্যুৎ সুবিধা হতে বঞ্চিত থেকে মানবেতর জীবন যাপন করছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ছিটমহলে দ্রুততম সময়ে ৩০৮ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ করে ১১,৮৮২টি পরিবার-কে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে উদ্বোধন করেছেন। বিদ্যুৎ প্রাপ্তির পর ছিটমহলগুলোতে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এবং ছিটমহলবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ হওয়ায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

মায়ানমার হতে জাতিগত দাঙ্গার শিকার হয়ে বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য কক্সবাজার জেলার ০৬টি নিবন্ধন কেন্দ্র, ০৯টি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র, ০৩টি ত্রাণ গ্রহণ ও বিতরণ সমন্বয় কেন্দ্র, ০৫টি মেডিকেল ক্যাম্পসহ অন্যান্য অবকাঠামোতে বাপবিবোর্ড দ্রুততম সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য চলমান “Electrification for Displaced Myanmar Nationals in Bangladesh” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাপবিবোর্ড কর্তৃক ০১টি ১০ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন সাব-স্টেশন, ৫০ কিঃমিঃ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ, ২০০০টি ছিড পাওয়ারড সড়ক বাতি, ৪০০০টি সোলার পাওয়ারড এলইডি সড়ক বাতি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এর ফলে কুতুপালং, বালুখালিসহ অন্যান্য রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী WHO, WFP সহ অন্যান্য সংস্থার অবকাঠামোতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ফলে ত্রাণ কার্যক্রমসহ প্রশাসনিক কার্যাদি পরিচালনা সহজতর হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প আশ্রয়ণ-২ এর আওতায় ভূমিহীন, গৃহহীন অসহায় জনগণকে পুনর্বাসিত করার জন্য আশ্রয়ণ-প্রকল্পের ৯১৯টি প্রকল্প-গ্রামে ১৯,৪৭৮টি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ প্রাপ্তির ফলে আশ্রয়ণ-প্রকল্পে বসবাসকারী দুস্থ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ও তাদের জীবনযাত্রায় লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া।

বর্তমান সরকার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার, মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর ও অন্যান্য আধুনিক উপকরণ সরবরাহ করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছে। বাপবিবোর্ডের ভৌগোলিক এলাকার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য বাপবিবোর্ড কর্তৃক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ১,৫৯৪ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ করে ১৪,৪৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বাপবিবোর্ড সেপ্টেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে ২,০৭৫ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ করে আরও ৪,৯৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করছে। ফলে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটছে।

বর্তমান সরকারের ‘রূপকল্প-২০২১’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাপবিবোর্ড ইতোমধ্যে ৩১টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে অনলাইন সংযোগ সিস্টেম চালু করেছে। আগস্ট ২০১৮ এর মধ্যে সারাদেশের ৮০টি পবিস-এ সিস্টেমটি স্কেল আপ করার কাজ চলমান রয়েছে। সিস্টেমটি চালুর ফলে নতুন সংযোগ গ্রহণের জন্য গ্রাহককে সমিতিতে আসতে হয় না এবং অনলাইনে/এসএমএস এর মাধ্যমে গ্রাহককে সকল তথ্য অবহিত করা হচ্ছে।

এছাড়া, ট্রান্সফরমার মেইনটেনেন্স এন্ড লোড ম্যানেজমেন্ট (TMLM) সফটওয়্যার ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে চলমান রয়েছে। এই সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে প্রকৃত লোড জানা যায় বিধায় বিতরণ ট্রান্সফরমার ওভারলোড জনিত কারণে নতুন গ্রাহককে সংযোগ প্রদানের জটিলতা দূরীকরণ, সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্যবান ট্রান্সফরমার পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা সম্ভব হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে গ্রাহক হয়রানী কমে আসছে এবং সমিতির আর্থিক সাশ্রয় হচ্ছে। অপরদিকে, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গ্রাহকদের বিলিং কার্যক্রমকে সহজিকরণের নিমিত্তে “ইলেক্ট্রনিক মিটার রিডিং সিস্টেম (e-MRS)” উদ্ভাবনী ধারণার আবির্ভাব। উক্ত পদ্ধতিতে মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে মিটার রিডিং এর ছবি ডিজিটে রূপান্তর করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় সার্ভারের মাধ্যমে গ্রাহকের বিল প্রস্তুত হয়, যাতে বিল টেম্পারিং বন্ধসহ সঠিক সিস্টেম লস নিরূপণ করা যায় এবং গ্রাহক হয়রানি হ্রাস পায়।

ডিজিটাল বাংলাদেশের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে অনলাইনে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। গ্রাহকদের সুবিধার্থে টেলিটকের ২৮,৭৮৯টি সংগ্রহ পয়েন্ট থেকে এসএমএস এবং অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত জনগণের তথ্য ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার সকল ইউনিয়ন পরিষদে ৪,৫৫৪টি Digital Information Centre (DIC) স্থাপন করেছে। ইতোমধ্যে বাপবিবোর্ডের উদ্যোগে Digital Information Centre (DIC)-এ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এসকল Digital Information Centre (DIC) হতে গ্রামের সুবিধা বঞ্চিত জনগণের তথ্য ও সেবা প্রাপ্তি সহজ হয়েছে এবং গ্রামের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ক্রয় কার্যে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার স্বার্থে ক্রয় কার্যক্রম e-GP এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত ৫,৯৬৬টি ক্রয় কার্য e-GP পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান একাত্ম হয়ে কাজ করেছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার উদ্বুদ্ধ করা এবং বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার হ্রাস কল্পে ইজিবাইক ও ব্যাটারী চালিত রিক্সার ব্যাটারী চার্জিং এর জন্য ১৪টি সোলার চার্জিং স্টেশন নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১১টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ১৫টি উপজেলা সদরের প্রত্যেকটিতে ৩০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার চার্জিং প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। এসকল চার্জিং স্টেশন হতে ইজিবাইক ও রিক্সা চালকগণ সহজে ও নিরাপদে ব্যাটারী চার্জ করতে পারছেন এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চার্জিং স্টেশন পরিচালনার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে সেচ কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে ৪০টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং ২০০০টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বাপবিবোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত সোলার প্লান্টসমূহের সর্বমোট ক্যাপাসিটি ৮ মেগাওয়াট পিক।

বাপবিবোর্ড সকল কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সেরা বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান-এর স্বীকৃতি লাভ করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি শতভাগ বাস্তবায়নে বাপবিবোর্ড সেরা এডিপি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে দুর্নীতি বন্ধে বাপবিবোর্ড জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে আসছে। মাঠ পর্যায়ে দুর্নীতি বন্ধে ২ কোটি ৫০ লক্ষ লিফলেট, ১৬ লক্ষ পোস্টার ও ইমামদের উদ্দেশ্যে ৩ লক্ষ পত্র বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, পবিসসমূহের ভৌগোলিক পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড গুণগত মান সম্পন্ন কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিদ্যুৎ বিভাগের অন্যান্য সংস্থার মধ্যে সর্বপ্রথম ISO সনদ এবং IMS (Integrated Management System: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) সনদ অর্জন করেছে। এ পর্যন্ত ৪৪টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ISO সনদ অর্জন করেছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল পবিস কর্তৃক এ সনদ অর্জনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পল্লী অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে স্কুল, কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টরসহ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে যুগোপযোগী শিক্ষাদানের ফলে দেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিসহ শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপিত প্রায় ১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক-এর সবগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সহজতর হওয়ায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধিসহ মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতায়নের ফলে পোলিট, মৎস্য খামার, মৃৎ শিল্প, তাঁত শিল্পসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যাপক বিকাশের ফলে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; যা দেশের বেকারত্ব নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা পালনসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। ‘রূপকল্প-২০২১’ এর লক্ষ্য পূরণসহ ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।



চীনের সাথে MoU চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান



মহেশখালী ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র জয়েন্ট ভেঞ্চার চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগ



ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ
কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

৪.০ বিনিয়োগ কৌশল:

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ অত্যন্ত পুঁজিঘন। ফলে, পূর্বে বিদ্যুৎখাতের বিনিয়োগ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ঋণ নির্ভর ছিল। ২০০৯ সালে সরকার স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং পরবর্তীতে ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎখাতের দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানির যোগান এবং বিনিয়োগ অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের ঋণ সংকুচিত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার স্ট্র্যাটেজিক পলিসির অংশ হিসেবে বেসরকারিখাত, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে বেসরকারিখাতে বিনিয়োগ উৎসাহব্যঞ্জক হলেও বৃহৎ প্রকল্পে বিশেষত কয়লাভিত্তিক প্রকল্পে অতি উচ্চমাত্রার বিনিয়োগ এবং নতুন ধরনের টেকনোলজি ও ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় 'যৌথ বিনিয়োগ' (JV) এবং ECA (Export Credit Agency) ফাইন্যান্সিং অত্যন্ত কার্যকর মর্মে প্রতীয়মান হয়।



৪.১ বিনিয়োগ

সরকারের ভিশন এবং দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ২৪,০০০ হাজার মেঃওঃ, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ মেঃওঃ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেঃওঃ স্থাপিত ক্ষমতার বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে পরিকল্পিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের বিশাল আকারের বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ২০২১ সাল নাগাদ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে প্রায় ৫০.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার মধ্যে সরকারিখাতে ৪২ বিলিয়ন এবং বেসরকারিখাতে ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে ১২০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্পের ৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারসহ বেশ কিছু প্রকল্পের বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ-বছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় মোট প্রায় ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ১২ বিলিয়ন ও বেসরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ অর্থ।

বিদ্যুৎ খাতের বিনিয়োগ পরিস্থিতির চিত্র থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ক) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের উপর নির্ভরতা কমেছে, খ) নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা অনেক বেড়েছে এবং গ) বিনিয়োগ এর বহুমুখীতা (ECA ও অন্যান্য ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং) ভবিষ্যৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহসী পদক্ষেপের সম্ভাবনা জাগিয়েছে। উল্লেখ্য যে, জিডিপি (GDP), রেমিটেন্স, রাজস্ব আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, সার্বিক স্থিতিশীলতা এবং যোগ্য নেতৃত্বের ফলে নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বেসরকারিখাত ও আন্তর্জাতিক ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন (IFI) সমূহের এ খাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।



স্পেনের রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ কর্তৃক Order of Civil Merit সম্মাননা গ্রহণ করছেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ

আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা



৫.০ বিদ্যুৎ আমদানির পটভূমি

২০০৯ সালে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বিদ্যুতের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি অনুধাবন করে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিবেশি দেশসমূহ হতে আন্তঃদেশীয় সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করে। তারই অংশ হিসেবে ভারত, নেপাল, ভূটান ও মায়ানমার হতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যাপারে আলোচনা শুরু করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে উভয় দেশের মধ্যে একটি যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষরিত হয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের ১১ জানুয়ারি বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতার বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে নিম্নলিখিত ৪টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়:

- ১) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, জ্বালানি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণে পারস্পরিক সহযোগিতা;
- ২) আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- ৩) বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনে যৌথ বিনিয়োগ;
- ৪) বিদ্যুৎখাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান।

প্রতিবেশি দেশ মায়ানমারসহ নেপাল, ভূটান থেকেও বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

৫.১ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে ৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় এবং ভারতের ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত দু'টি আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপন করেছে পিজিসিবি। ভারতের বহরমপুর হতে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে বর্তমানে ৫০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা হয়ে কুমিল্লায় ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

বর্তমানে ভেড়ামারায় বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রের মাধ্যমে আরও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে এইচভিডিসি ব্লক-২ এর কমিশনিং কাজ চলমান রয়েছে। ভেড়ামারা বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রের এইচভিডিসি ব্লক-১ এবং ব্লক-২ এর মোট ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিরবচ্ছিন্ন এবং নির্ভরযোগ্যভাবে আমদানির লক্ষ্যে ভেড়ামারা-বহরমপুর আরেকটি ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের বাংলাদেশ অংশের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

ত্রিপুরা হয়ে কুমিল্লায় বর্তমানে আমদানিকৃত ১৬০ মেগাওয়াট হতে ৫০০ মেগাওয়াটে উন্নিত করার লক্ষ্যে কুমিল্লায় এইচভিডিসি ব্যাক-টু-ব্যাক স্টেশনের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং এইচভিডিসি স্টেশনের নির্মাণকাজের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর ২০২০ সালের মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে।

আদানি গ্রুপ ভারতের ঝাড়খন্ডে ১৬০০ মেঃওঃ (নেট ১৪৯৬ মেঃওঃ) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে যা সরাসরি বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের সাথে যুক্ত হবে। গত ০৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিষয়ে বিউবো, পিজিসিবি এবং আদানি গ্রুপের মধ্যে PPA এবং IA স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী আগামী ডিসেম্বর ২০২২ নাগাদ ১৪৯৬ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে। উক্ত বিদ্যুৎ আমদানির জন্য বাংলাদেশ অংশের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৫.২ মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে ২০১০ সালে মায়ানমার সরকারের সাথে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলের আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনা অব্যাহত আছে। আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে।

৫.৩ ভূটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভূটান হতে বাংলাদেশ হয়ে ভারত পর্যন্ত আন্তঃদেশীয় গ্রিড লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত লাইন নির্মাণ হলে প্রায় ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে। ভূটান হতে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে উভয় দেশের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত আছে।

৫.৪ নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

নেপাল হতে আরো প্রায় ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি নেপাল ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

৫.৫ বিদ্যুৎখাতে চীনের সাথে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, এনার্জি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫.৬ উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম

বাংলাদেশ প্রতিনিধি দেশসমূহ ছাড়াও SAARC, BIMSTEC, SASEC এবং D-8 ইত্যাদি আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সার্কের মাধ্যমে সার্কভুক্ত দেশসমূহের সাথে যৌথ সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

BIMSTEC এর মাধ্যমে BIMSTEC ভুক্ত দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষ করে BIMSTEC Grid স্থাপনে আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

তাহাড়াও বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত এবং নেপালের সমন্বয়ে গঠিত উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা SASEC এর মাধ্যমে সহযোগিতা কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। বাংলাদেশ আঞ্চলিক উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন সহযোগিতা ফোরামের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিদ্যুৎখাতের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ডি-৮ এর সদস্য হিসেবে গত নভেম্বর ২০১১ মাসে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত Working Group on Renewable Energy এর সভায় যোগদান করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরে এবং সদস্য দেশের সহযোগিতা কামনা করে।



১০-১১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত SAARC Training Workshop-এ সচিব মহোদয়

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়



সরকারি ভবনের ছাদে
সোলার প্যানেল স্থাপন

৬.০ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ

জ্বালানি সাশ্রয় ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধাদি বিবেচনা করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার জ্বালানির দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহারের নিমিত্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল কৌশল হিসেবে উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ ও গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী, দক্ষ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার ১৯৯৬ সালে প্রথম জাতীয় জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করে। জাতীয় জ্বালানি নীতি যুগোপযোগী করে সংশোধিত খসড়ায় জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণের বিষয়টি অতীব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এটিকে ৩য় জ্বালানি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জ্বালানি সাশ্রয় ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালায় জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প কারখানায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহারকে উৎসাহিতকরণ, জ্বালানি ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির এনার্জি লেবেলিং কার্যক্রম চালু এবং গ্রীন বিল্ডিং রেটিং সিস্টেম প্রণয়নের মাধ্যমে আবাসিক ও বাণিজ্যিক সেক্টরে জ্বালানি দক্ষতা নিশ্চিতকরণের বিষয়টিকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন শিল্প কারখানায় জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সুষ্ঠু জ্বালানি ব্যবস্থাপনা অতীব প্রয়োজন। সুষ্ঠু জ্বালানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের জন্য জ্বালানি নিরীক্ষা অপরিহার্য। এ জন্য ইতোমধ্যে জ্বালানি নিরীক্ষা প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যা চূড়ান্ত অনুমোদন পর্যায়ে রয়েছে।

৬.১ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন

শ্রেষ্ঠা কর্তৃক প্রণীত Energy Efficiency and Conservation Master Plan upto ২০৩০ এ উৎপাদন, সরবরাহ ও ব্যবহারিক পর্যায়ে জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হলে উৎপাদন, সরবরাহ ও ব্যবহারিক পর্যায়ে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ৭,৪৮২ গিগাওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। সাশ্রয়কৃত জ্বালানি দিয়ে বছরব্যাপী ২০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা করা যাবে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে ২০১৩ সাল থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০০ মিলিয়ন টন জ্বালানি তেলের সমতুল্য জ্বালানি সাশ্রয় হবে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৮০৫ বিলিয়ন টাকা।

৬.২ জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি, জ্বালানি দক্ষ প্রযুক্তিসমূহ সংযোজন এবং শিল্প, পরিবহন, বাণিজ্যিক ও আবাসিক খাতে ব্যবহৃত জ্বালানির অপচয় হ্রাস করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করাই জ্বালানি ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশের প্রাথমিক জ্বালানির প্রায় ৫০% শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করে থাকে যাদের অধিকাংশই কাজিত পর্যায়ের জ্বালানি দক্ষ নয়। জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম উন্নয়ন ও জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি সংযোজনের মাধ্যমে শিল্প খাতে ব্যবহৃত জ্বালানির ৩১% সাশ্রয় করা সম্ভব।



UNDP Policy Center, Korea এবং শ্রেডার যৌথ উদ্যোগে জ্বালানি নিরীক্ষা বিষয়ক কর্মশালা



ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে টেকসই জ্বালানি প্রকল্পের অর্থায়ন বিষয়ক কর্মশালা

জ্বালানি সাশ্রয়ের সম্ভাবনা কাজে লাগানোর লক্ষ্যে শিল্প কারখানা, পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্দিষ্ট সময় পর পর জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা করা হবে। এ কার্যক্রমের আওতায় জ্বালানি ব্যবস্থাপক এবং জ্বালানি নিরীক্ষক (সার্টিফাইড এবং ডেজিগনেটেড) নিয়োগ করা হবে যারা ভবন ও শিল্প কারখানায় জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও তা শ্রেডা'র নিকট দাখিল করবে। শ্রেডা দাখিলকৃত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবে। ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ভবনেও জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রম শ্রেডা'র উদ্যোগে শুরু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৮টি শিল্প কারখানা ও ভবনে জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ফলে শিল্প ও ভবন মালিকদের মধ্যে জ্বালানি নিরীক্ষার সুফল সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

৬.২.১ জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে যন্ত্রপাতি লেবেলিং কার্যক্রম

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতার ভিত্তিতে এনার্জি লেবেলিং করা হবে যার দ্বারা সাধারণ গ্রাহকেরা জ্বালানি দক্ষ বিভিন্ন সামগ্রীর তুলনামূলক দক্ষতা ও সাশ্রয় সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে। এ পদ্ধতি আবাসিক খাতের সাধারণ ব্যবহারকারীদের জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহী করবে, যা সামগ্রিকভাবে দেশের জ্বালানি সাশ্রয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো বাজারে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন পণ্যের বিক্রয় ও গ্রাহক পর্যায়ে এ সকল পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির গড় জ্বালানি দক্ষতা ২০ থেকে ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা। এ লেবেলিং কার্যক্রমের মাধ্যমে উচ্চ জ্বালানি দক্ষতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতিসমূহের ক্রয়মূল্য সাধারণ জনগণের সাধের মধ্যে রাখার জন্য সেগুলোর ভ্যাট ও ট্যাক্স কমানোর জন্য শ্রেডা ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এক সাথে কাজ করবে। উচ্চতর জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহার জ্বালানির অতিরিক্ত চাহিদাকে অনেকাংশে কমিয়ে আনবে যা ২০৩০ সালের মধ্যে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৬.২.২ জ্বালানি দক্ষ ভবন নির্মাণ কার্যক্রম

জ্বালানি দক্ষ ভবন নির্মাণ এবং টেকসই পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনে জ্বালানি দক্ষ ভবন নির্মাণ কার্যক্রম একটি অভিনব উদ্ভাবন। এ কার্যক্রমের আওতায় ভবনসমূহে বিদ্যুৎ ব্যবহার ও পরিবেশগত মান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও প্রকৃতি এবং ভবন ব্যবহারকারীর সক্ষমতাকে বিবেচনায় রেখে ব্যবহারকারীর উপযোগী ও আমাদের দেশের জন্য বাস্তব সম্মত গ্রীন বিল্ডিং রেটিং সিস্টেম প্রণয়ন করা হচ্ছে। এই রেটিং সিস্টেমে ভবনের জীবনচক্রে পরিবেশগতভাবে জড়িত প্রক্রিয়া যেমন: নকশা থেকে নির্মাণ, জ্বালানি ব্যবহারকারী যন্ত্র ও সরঞ্জাম স্থাপন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার এবং ধ্বংস পর্যন্ত প্রক্রিয়াগুলোতে জ্বালানি দক্ষতা নিশ্চিত করবে। এ রেটিং অনুসরণে ভবন নির্মাণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যে স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। রেটিং সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ব্যাংকে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

৬.২.৩ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রম

জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে অন্যতম বাধা হলো- জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতিসমূহের দাম সাধারণ যন্ত্রপাতির তুলনায় বেশি যা জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকে ব্যাহত করে। জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা ও কার্যক্রমকে সহজতর করার লক্ষ্যে ভর্তুকি, অগ্রাধিকারমূলক করারোপ এবং স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হবে। এই ধরনের স্বল্প মেয়াদি আর্থিক প্রণোদনা জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা সরাসরি লাঘব করবে। সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গৃহীত এসব স্বল্প সুদের ঋণ সাধারণ স্টেকহোল্ডারদের দীর্ঘমেয়াদি সমাধান দিতে পারবে যার ফলে তারা খুব সহজেই অদক্ষ যন্ত্রপাতির পরিবর্তে জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রচলন করতে সক্ষম হবে।

৬.২.৪ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

জ্বালানি সাশ্রয় ও জ্বালানি দক্ষতার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মাস্টার প্ল্যানের লক্ষ্যমাত্রাগুলো টেকসই ও কার্যকরভাবে অর্জন করা সম্ভব। এরই অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্কুলে জ্বালানি সাশ্রয়ে জনসচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জ্বালানির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করার পরিকল্পনা রয়েছে। স্কুলের পাঠ্যসূচিতে ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমেও জনগণকে সচেতন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা হবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তা হলো:

- পিক আওয়ারে এসি, ইলেকট্রিক ইঞ্জি, পানির পাম্প না চালানোর জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- দোকান, শপিং মল, বাসাবাড়িসহ বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহারকরণ;
- গ্যাস ও বিদ্যুতের অবৈধ সংযোগ বন্ধের জন্য মোবাইল কোর্ট ও বাটিকা অভিযান পরিচালনা;
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে কক্ষ/কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র বন্ধ করা;
- জ্বালানি অপচয় রোধে ব্যবহারের পর গ্যাসের চুলা বন্ধ করার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহার বিষয়ে গ্রাহক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ পালন;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রম বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্রিকায় প্রচারণা অব্যাহত রাখা;
- জ্বালানি সাশ্রয়ে জনসচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম আয়োজন;
- সোলার মিনিগ্রিড এর সাথে উইন্ড টারবাইন সংযোজন করে হাইব্রিড পদ্ধতিতে মনপুরা দ্বীপকে ২০১৮ সালের মধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন।

শ্রেডা'র চলমান জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক কর্মকাণ্ডসমূহ

Energy Efficiency & Conservation Promotion Financing Project এর মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান

জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জাইকার সহযোগিতায় Energy Efficiency & Conservation Promotion Financing Project বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাইকা ওডিএ কার্যক্রমের আওতায় শিল্প কারখানায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪% সুদে শিল্পকারখানা উদ্যোক্তা ও গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য গত ২৯ জুন ২০১৬ তারিখে জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আলোকে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা শ্রেডা এবং IDCOL ও BIFFL কে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ইতোমধ্যে এ কার্যক্রমের আওতায় NOC প্রদানের মাধ্যমে ১০ টি প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প সুদে ৬৪৫ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা সহায়তা দেয়া হয়েছে। উক্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যে জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস পাবে, ফলে ইউনিট প্রতি উৎপাদন ব্যয় কমবে। জাতীয় সম্পদ জ্বালানি সাশ্রয়ের ফলে আমাদের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা সংহত হবে এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের ফলে পরিবেশ বিপর্যয় রোধ পাবে।



জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা

৬.৩.২ শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা

জ্বালানি নিরীক্ষার মাধ্যমে শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য শ্রেডা কর্তৃক ৮ (আট) টি ভবনে জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। জ্বালানি নিরীক্ষা প্রবিধানমালা চূড়ান্ত অনুমোদন সম্পন্ন হয়েছে। এখন বৃহৎ জ্বালানি ব্যবহারকারীদের স্থাপনায় নিয়মিত জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৬.৩.৩ জ্বালানি সাশ্রয়ে জনসচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম আয়োজন

জ্বালানি সাশ্রয় ও জ্বালানি দক্ষতার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির অংশ হিসেবে শেডা কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সকল বিদ্যালয়ে “জ্বালানি সাশ্রয়ে জনসচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম” কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে ইতোমধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি সাশ্রয় বিষয়ক পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ও জ্বালানি সাশ্রয়ী সামগ্রী ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে অবগত হয়। বিগত অর্থ-বছরে শেডা কর্তৃক ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ এ পর্যন্ত মোট ৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত স্কুলিং প্রোগ্রামগুলোতে স্কুলের শিক্ষার্থীদের জ্বালানি সাশ্রয় বিষয়ক উপস্থাপনা ও ভিডিও প্রদর্শন, বিভিন্ন জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতির জ্বালানি দক্ষতার তুলনামূলক চিত্র সরাসরি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও জ্বালানি সাশ্রয় বিষয়ক উপস্থিত বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।



চেয়ারম্যান, শেডা কর্তৃক পুরস্কার বিতরণ



স্কুলিং প্রোগ্রামের র্যালি

৬.৩.৪ জ্বালানি অদক্ষ সড়কবাতি জ্বালানি দক্ষ LED বাতি দ্বারা পরিবর্তন

বর্তমান বিশ্বে জ্বালানি দক্ষতার যতগুলো ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে জ্বালানি অদক্ষ বাতি LED বাতি দ্বারা পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি সফলতা পাওয়া গেছে। কারণ খুব স্বল্প বিনিয়োগে জ্বালানি অদক্ষ বাতি LED বাতি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব, এর জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হবে তা ৬ মাস থেকে ১ বছরের সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ বিল হতে পুনর্ভরন (Reimburse) করা সম্ভব। বর্তমানে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সড়কবাতি জ্বালানি দক্ষ LED বাতি দ্বারা পরিবর্তনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে পরীক্ষামূলকভাবে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার সড়ক বাতিসমূহকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে এলইডি বাতি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৬.৩.৫ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওয়েস্ট হিট রিকভারি

জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Waste heat recovery potential database প্রস্তুত করা হয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নিঃসরিত তাপ ও বাষ্প বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংলগ্ন স্থানে শিল্প কারখানায় সরবরাহের লক্ষ্যে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর সফল প্রয়োগ সম্ভব হলে শিল্প কারখানায় বয়লারের ব্যবস্থা হ্রাস পাবে। ফলে আমাদের মূল্যবান প্রাথমিক জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার অনেকাংশে কমে আসবে।

৬.৩.৬ ওয়েস্ট হিট রিকভারি ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম

বিভিন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাগণের মধ্যে প্রায় ৪০০টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েস্ট হিট রিকভারি ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত কর্মশালা/সেমিনার এর আয়োজন করা হচ্ছে। বিশেষ করে যে সকল শিল্প কারখানায় ক্যাপটিভ পাওয়ার স্টেশন রয়েছে সেখানে কো-জেনারেশন ও ট্রাই-জেনারেশনের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা ২৫% থেকে ৬৫% উন্নত করা সম্ভব। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন শিল্প কারখানায় জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস পাবে অন্যদিকে উৎপাদন ব্যয়ও কমে আসবে।

৬.৩.৭ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও সাশ্রয়ী কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ

- এনার্জি স্ট্যাভার্ড ও এনার্জি স্টার লেবেলিং প্রবিধানমালা প্রস্তুত;
- ৫০ টি জ্বালানি দক্ষ পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে স্বল্পসুদে (৯%) রি-ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা চালুকরণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিতে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন;
- "Bangladesh National Building Code" এ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ;
- স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে "জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ" বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্তকরণ;
- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয় সচেতনতা সৃষ্টি;
- বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের অকারিগরি লস দূরীকরণে প্রি-পেইড মিটার/স্মার্ট মিটার স্থাপন।

৬.৪.০ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক কার্যক্রম

দেশের একমাত্র নিজস্ব জ্বালানি 'গ্যাস' এর মজুদ দিন দিন হ্রাস পাওয়ায় বর্তমান সরকার এর উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কয়লা, তেল ও পারমাণবিক শক্তিকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোপূর্বে প্রণীত নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০০৮ এর সময়োপযোগী সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণের মধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণকে অধিকতর উৎসাহিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নীতিমালায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির মূল উৎস হিসেবে সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োগ্যাস/বায়োমাস, হাইড্রো, বায়ো ফুয়েল, জিও থার্মাল, নদীর শোত, সমুদ্রের ঢেউ ইত্যাদিকে সনাক্ত করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ যাবৎ দেশে প্রায় ৫২০ মেঃওঃ ক্ষমতার বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদিত হচ্ছে।

৬.৪.১ নেট মিটারিং কার্যক্রম

নেট মিটারিং পদ্ধতিতে সোলার রুফটপ সিস্টেমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযোজনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সকল সরকারি/বেসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/ প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প-কারখানার ছাদে নেট মিটারিং পদ্ধতিতে সোলার রুফটপ স্থাপন করা গেলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শুধু গার্মেন্টস শিল্পের ছাদ ব্যবহার করে ৪০০-৫০০ মে.ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি পোষাক শিল্পের ছাদে রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।



সোলার রুফটপ



সোলার পার্ক



সোলার ইরিগেশন



সোলার হোম সিস্টেম



বায়ু বিদ্যুৎ



সোলার বোট

৬.৪.২ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা

সরকারের জ্বালানি বহুমুখীকরণ পরিকল্পনার আওতায় জীবাশ্ম জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০০৮ প্রণয়ন করা হয় এবং বর্তমানে নীতিমালাটি সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে। নীতিমালায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির মূল উৎস হিসেবে সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োমাস, হাইড্রো, বায়ো ফুয়েল, জিও থার্মাল, নদী শ্রোত, সমুদ্রের ঢেউ ইত্যাদিকে সনাক্ত করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০% (প্রায় ২০০০ মে:ও:) নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৬.৪.৩ নবায়নযোগ্য জ্বালানির বর্তমান অবস্থা

সরকার কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে (হাইড্রোসহ) প্রায় ৫২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১ কোটিরও বেশি মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে।

সারণী-৩.১ নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস ভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা:

ক্রমিক নং	প্রযুক্তি	অফ-গ্রিড	অন-গ্রিড	মোট
০১	সোলার	২৬৮.২৯	১৭.৩৫	২৮৫.৬৪
০২	উইন্ড	২	০.৯০	২.৯০
০৩	হাইড্রো	-	২৩০	২৩০
০৪	বায়োগ্যাস টু ইলেকট্রিসিটি	০.৬৮	-	০.৬৮
০৫	বায়োমাস টু ইলেকট্রিসিটি	০.৪০	-	০.৪০
	সর্বমোট	২৭১.৩৭	২৪৮.২৫	৫১৯.৬২

৬.৪.৪ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন পরিকল্পনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। শেডা নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকিকরণ, বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন, সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন করেছে। ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিম্নবর্ণিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়:

সারণী-৩.২ নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা (মেগাওয়াট):

ক্রমিক নং	প্রযুক্তি	২০১৭ পর্যন্ত অর্জন	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
০১	সোলার	২৮২	৩৫০	২৫০	৩০০	২৫০	১৪৩২
০২	উইন্ড	২.৯	১৫০	৩৫০	৩০০	৩০০	১১০৩
০৩	বায়োমাস	০.৪	৬	৬	৬	৬	২৪.৪
০৪	বায়োগ্যাস	০.৬৮	১	১	২	২	৬.৬৮
০৫	হাইড্রো	২৩০	১	১	২	২	২৩৬
	মোট	৫১৫.৯৮	৫০৮	৬০৮	৬১০	৫৬০	২৮০২

৬.৪.৫ বিগত বছরগুলোতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

- সারাদেশে ৫২ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন, যার মাধ্যমে ২১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- দেশব্যাপী ৯৯৯টি সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপন এবং পর্যায়ক্রমে ডিজেল চালিত সেচ পাম্পকে সোলার সেচ পাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপন;
- ১৫টি মিনি গ্রিডের কার্যক্রম চলমান, ১১টি মিনি গ্রিড স্থাপন বাস্তবায়নধীন এবং বেশ কয়েকটি মিনি গ্রিড স্থাপন পরিকল্পনাধীন;
- জামালপুরের সরিষাবাড়িতে ৩ মে.ও. সোলার পার্ক স্থাপন এবং বৃহৎ আকারের আরও সোলার পার্ক স্থাপনের নিমিত্তে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক IPP (Solicited/unsolicited) পদ্ধতিতে PPA এবং IA সম্পাদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন;
- দেশের ৯ টি স্থানে ইতোমধ্যে উইন্ড ম্যাপিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে যার তথ্যাদি National Renewable Energy Laboratory (NREL) কর্তৃক বিশ্লেষণপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন বিদ্যুৎ বিভাগ বরাবর হস্তান্তর করা হয়েছে, ৪টি স্থানে উইন্ড ম্যাপিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপনে নেট মিটারিং গাইডলাইন প্রণয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;
- শেডার উদ্যোগে শেপজেন প্রকল্পের আওতায় ৫টি সোলার বোট প্রস্তুতকরণ এবং নির্মিত ৫টি সোলার বোট পরীক্ষামূলকভাবে পানাম নগর, সোনারগাঁও; হাতিরঝিল প্রকল্প, ঢাকা এবং ফয়েজ লেক এবং চট্টগ্রামে চালু করার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর;
- টিআর কাবিখা কার্যক্রমে সোলার হোম সিস্টেম ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন;
- বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতার সমীক্ষা পরিচালন কার্যক্রম গ্রহণ;

- নোয়াখালীর হাতিয়াসহ অন্যান্য দুর্গম দ্বীপাঞ্চলে সৌর মিনি গ্রিড স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও মনপুরা দ্বীপে ১টি সোলার মিনি গ্রিড প্রজেক্ট চলমান রয়েছে। নতুন ২টি সোলার মিনি গ্রিড প্রজেক্ট ইডকল কর্তৃক অর্থায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। খুব শীঘ্রই প্রজেক্টের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হবে। নতুন স্থাপিতব্য মিনি গ্রিড দুইটির মধ্যে ১টি মিনি গ্রিডে পাইলট ভিত্তিতে সোলার উইন্ড হাইব্রিড সিস্টেমে ১০০ কি.ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি উইন্ড টার্বাইন সংযুক্ত করা হবে;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনের তথ্য ভিত্তিক কেন্দ্রীয় ডাটাবেইস চালুকরণ;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতির মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শ্রেডা এবং বিএসটিআই এর উদ্যোগে মানমাত্রা প্রণয়ন করেছে। আমদানিকৃত সৌর যন্ত্রাংশের মান নিয়ন্ত্রণে BSTI প্রণীত BDS মানমাত্রা বাস্তবায়নে আমদানি নীতিমালায় ২০১৮-২১ তে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশ করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;
- সকল তফসিল ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিতে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সম্প্রতি শ্রেডা'তে ব্যাংকসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের মাঝে ৫,০০০ সোলার সিস্টেম বিতরণ এবং আরো ৪৭,০০০ দরিদ্র মানুষকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ;
- ৬০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষর;
- ১৮৭৮ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া গ্রহণ।



নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে
বৃহৎ সাফল্যের পথে বাংলাদেশ

৬.৪.৬ শেডার নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক ইনোভেশন কার্যক্রম

শেডা কর্তৃক বিগত কয়েক বছরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক বেশ কিছু ইনোভেটিভ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

- দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ডাটাবেইজ প্রস্তুত ও তথ্য জনসাধারণের কাছে উন্মুক্তকরণ;
- সোলার বোট এর পাইলটিং;
- চিংড়ী ঘেরে সোলার প্যানেল ব্যবহারে এইরেশন ও চিংড়ী উৎপাদনে এর প্রভাব সমীক্ষা;
- ই-ক্লাস্টার সোলার সিস্টেম।

৬.৪.৭ শেডার নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

- সোলার বোটের বাণিজ্যিক মডেল প্রস্তুত করা;
- শিল্পক্ষেত্রে সোলার ওয়াটার হিটিং;
- মৎস্য চাষে সোলার ওয়াটার সাপ্লাই;
- বাংলাদেশে বায়োগ্যাস এবং বায়োমাস জ্বালানির উপর সমীক্ষা এবং জিআইএস ম্যাপিং;
- পৌরবর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- সরকারি, আধাসরকারি ও শিল্প স্থাপনায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সোলার রুফটপ সিস্টেম স্থাপন;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সোলার রুফটপ সিস্টেম স্থাপন;
- EV সোলার চার্জিং স্টেশন স্থাপন।

৬.৫.০ শেডার প্রকল্পসমূহ

শেডা'র চলমান তিনটি প্রকল্প নিম্নরূপ:

- (১) ডেভেলপমেন্ট অব সাস্টেইনেবল রিনিউবেল এনার্জি পাওয়ার জেনারেশন (শ্রেপজেন) প্রকল্প (Development of Sustainable Renewable Energy Power Generation, SREPGen Project)
- (২) হাউসহোল্ড এনার্জি প্ল্যাটফর্ম প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ প্রকল্প (Household Energy Platform program in Bangladesh)
- (৩) Energy Efficiency & Conservation Promotion Financing প্রকল্প

প্রকল্পের তথ্যসমূহ নিম্নরূপ:

৬.৫.১ ডেভেলপমেন্ট অব সাস্টেইনেবল রিনিউবেল এনার্জি পাওয়ার জেনারেশন (শ্রেপজেন) প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কাল : জানুয়ারি ২০১৪- ডিসেম্বর ২০১৯

প্রকল্পের বাজেট এবং অর্থায়ন : ৫.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, তন্মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ১.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পার্টনার এজেন্সির অনুদান ৪.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

প্রকল্পের ব্যাপ্তি/ এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

শ্রেপজেন প্রকল্প জিইএফ এর অর্থায়নে এবং ইউএনডিপি এর সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শেডা) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শ্রেপজেন প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় যে কার্বন নিঃসরণ হয় তার বাৎসরিক উৎপাদন হ্রাস করা। এই প্রকল্পের ৪টি প্রধান উপাদান (Component) হলো যথাক্রমে-

- (১) নবায়নযোগ্য শক্তির নীতিমালা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা নির্ধারণ করা এবং সরকারি এজেন্সি শেডার (SREDA) উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কাজ করা (Policy and Planning work and Promotion of the Government Agency SREDA);
- (২) নবায়নযোগ্য সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন কাজ করা (RE Resource Assessment Work) ;
- (৩) প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বল্প আয়ের/দরিদ্র পরিবারের বিদ্যুৎ স্বল্পতা দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ (Provision of Off-Grid PV Power Generation to Poor Household that Lack of Electricity) এবং
- (৪) রিনিউবেল এনার্জি থেকে ইউটিলিটি-স্কেলে-এ বিদ্যুৎ উৎপাদনের আনুপাতিক হার বাড়ানো (Scale-up of Utility-Scale RE Power Generation)।

প্রকল্পের কার্যক্রম:

কার্যক্রম-১. শ্রেপজেন প্রকল্পের আওতায় শ্রেডার মাধ্যমে বেসরকারি খাতে রিনিউবেল এনার্জির জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, পরিকল্পনাসমূহ প্রস্তুত করা, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জন নমনীয় ট্যারিফ কাঠামো নির্ধারণ, নেট মিটারিং নির্দেশিকা চূড়ান্তকরণ, অ্যাকশান প্ল্যান প্রস্তুত, সোলার সিস্টেমের বর্জ্য অপসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ, রিনিউবেল এনার্জির অ্যাকশান প্ল্যান ২০১৯-২০৪১ প্রস্তুতিকরণ ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

কার্যক্রম-২. শ্রেপজেন প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার, সম্ভাব্য প্রজেক্ট ডেভেলপার এবং বিনিয়োগকারীদের ব্যবহারের জন্য নির্ভরযোগ্য নবায়নযোগ্য শক্তির তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া এবং তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

কার্যক্রম-৩. প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বল্প আয়ের/দরিদ্র পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের জন্য শাস্রয়ী মূল্যে সৌর বিদ্যুতের সরবরাহ করা।

কার্যক্রম-৪. বাংলাদেশের এনার্জি জেনারেশন মিক্স-এ উত্তরোত্তর নবায়নযোগ্য শক্তির অংশ বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের ফলাফল:

কম্পোনেন্ট-১. “রিনিউবেল এনার্জি পলিসি অ্যান্ড রেগুলেটরি সাপোর্ট প্রোগ্রাম” এর আওতায় এই পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি সাধন করেছে। ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং এবং যোগাযোগের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে। রিনিউবেল এনার্জি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং তা খিড়ে সংযুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা, নির্দেশিকা এবং প্রযুক্তিগত সমাধানের জন্য শ্রেপজেন প্রকল্প সরকারের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

কম্পোনেন্ট-২. “রিনিউবেল এনার্জি সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য ও মূল্যায়ন” বা “রিসোর্স এসেসমেন্ট সাপোর্ট প্রোগ্রাম” এর আওতায় ২ টি কাজ শুরু হয়েছে। একটি হল (১) জাতীয় পর্যায়ে বায়োমাস রিসোর্স এসেসমেন্ট প্রোজেক্ট; এবং (২) সোলার রিসোর্স এসেসমেন্ট প্রোজেক্ট। এই গবেষণার ফলাফল হিসেবে দেশের সোলার এনার্জি ও বায়োমাসের সম্ভাবনার তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যাবে যা বড় বড় রিনিউবেল এনার্জি ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও মনপুরাতে সোলার- বায়ু হাইব্রিড মিনি-গ্রিড স্থাপনের সময় “উইন্ড রিসোর্স এসেসমেন্ট” এর কাজ সম্পন্ন হবে।



সৌর বাতি



সোলার চার্জিং স্টেশন



সৌর বিদ্যুৎ চালিত নৌকা

কম্পোনেন্ট-৩. “স্বল্প আয়ের/দরিদ্র পরিবারের বিদ্যুৎ স্বল্পতা দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ” বা “প্রভিশন অফ পিভি পাওয়ার জেনারেশন” প্রোগ্রাম এর আওতায় দেশের বিভিন্ন বিদ্যুৎবিহীন এলাকাতে ৩২৩০ টি সোলার বাতি বিতরণ করা হয়েছে। এই কম্পোনেন্ট এর অধীনে মনপুরা উপজেলার সাকুচিয়া ইউনিয়নে একটি সোলার-বায়ুচালিত হাইব্রিড পাওয়ার সিস্টেম (মোট ৩৭৯.৫ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন) প্রকল্প খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মোট ২০ হাজারের মত মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করবে যা উক্ত এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

কম্পোনেন্ট-৪. “রিনিউবেল এনার্জি থেকে ইউটিলিটি স্কেলের বিদ্যুৎ উৎপাদনের আনুপাতিক হার বাড়ানো” বা “রিনিউবেল এনার্জি ইনভেস্টমেন্ট স্কেল-আপ” এর আওতায় ৫ টি সোলার বোট এবং ২ টি সোলার চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ৬০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি “Waste to Energy” প্রকল্প, “Grid Integrated Solar Irrigation Pump”, “Solar Powered Arsenic Treatment Plant”, বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.৫.২ হাউসহোল্ড এনার্জি প্ল্যাটফর্ম প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

জাতিসংঘ ঘোষিত Sustainable Development Goal (SDG) এর ৭ নং লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশে জ্বালানি সাশ্রয় ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহারের লক্ষ্যে ৩ কোটি গৃহে উন্নতমানের জ্বালানি সাশ্রয়ী রান্নার চুলা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, বায়ু দূষণ হ্রাস ও পরিবেশসম্মত ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘর নিশ্চিত হবে। এই লক্ষ্যে “Country Action Plan (CAP) for Clean Cookstoves” প্রণয়ন করা হয়েছে। Action Plan অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত Improved clean Cook Stove (ICS) বিতরণ করার পরিকল্পনা মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারের টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা)- এর তত্ত্বাবধানে “হাউসহোল্ড এনার্জি প্ল্যাটফর্ম প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ”-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.৫.৩ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপঃ

ক. প্রকল্পের নাম: "Household Energy Platform program in Bangladesh"

খ. সহযোগী সংস্থা : Global Alliance for Clean Cookstoves (GACC)

গ. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট - ২৬৯.২১ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার: ১৭১.০৪ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৯৮.১৭ লক্ষ

ঘ. প্রকল্পের মেয়াদ কাল: জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২১

ঙ. প্রকল্প এলাকা: সমগ্র বাংলাদেশ

চ. প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের আওতায় দেশে একটি "Household Energy Platform" গঠন করা হয়েছে। উক্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশে উন্নত চুলা কার্যক্রম বিস্তারের লক্ষ্যে নতুন নতুন ব্যবসার ধারণা সৃষ্টি ও উন্নত চুলা মার্কেটিং এবং বিপণনে যে সকল সমস্যা আসে তা দূর করা।

প্রকল্পটি ৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি নিম্নরূপ :

● উন্নত চুলা ও বিকল্প জ্বালানি প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম

১. উন্নত চুলা ব্যবহার ও জ্বালানি বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন তৈরির একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। প্রতিযোগিতা থেকে বাচাইকৃত ৩টি বিজ্ঞাপন ইতোমধ্যে যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ইউটিউব ও ফেসবুক) প্রচার করা হচ্ছে।
২. ৯টি জেলায় টেকসই জ্বালানি ও উন্নত চুলা বিষয়ক র্যালি, স্কুলিং প্রোগ্রাম, সেমিনার, এবং মেলা আয়োজনে সহায়তা করা হয়েছে।

● উন্নত চুলা ও বিকল্প জ্বালানি বিষয়ক গবেষণা ফান্ড

১. উন্নত চুলা ও জ্বালানির উপর গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০ লক্ষ টাকা গবেষণা ফান্ডে দেওয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যেঃ তিনটি গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফলের রিপোর্ট পাওয়া গেছে।
২. ই-পোর্টাল তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

● প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

এলপিগিসহ বাকি উন্নত চুলা ও বিকল্প জ্বালানি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে ২টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে।

● উন্নত চুলা ও বিকল্প জ্বালানির উপর ভ্যাট ও ট্যাক্সহ্রাসের জন্য আবেদন

উন্নত চুলা এবং বিকল্প জ্বালানি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতির উপর আরোপিত ভ্যাট ও ট্যাক্সহ্রাসের জন্য একটি প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

● কান্ট্রি একশন প্ল্যান (ক্যাপ) ফর ক্লিন কুকস্টোভস পরিমার্জন

কান্ট্রি একশন প্ল্যান ফর ক্লিন কুকস্টোভস পরিমার্জনের জন্য স্টেকহোল্ডার নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ক্যাপটি পরিমার্জনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১. উন্নত চুলা ও বিকল্প জ্বালানির সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগে/ ইমারজেন্সি পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে উন্নত চুলা বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩. ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার প্রকাশ;
৪. মনিটরিং ডেটাবেজ তৈরি;
৫. আন্তর্জাতিক মানের উন্নত চুলার টেস্টিং ল্যাব প্রতিস্থাপনে সহায়তা।

উন্নত চুলা : প্রচলিত চুলার উন্নত সংস্করণ হলো উন্নত চুলা সাধারণ চুলায় ধোঁয়া এবং কাঠের অপচয় বেশি হয়। অন্যদিকে উন্নত চুলায় অল্প কাঠে বেশি রান্না সম্ভব এবং ধোঁয়াও অনেক কম হয়। উন্নত চুলায় কম খরচে রান্না করা সম্ভব এবং একই সাথে পরিবেশ ও রান্নার স্বাস্থ্য ভালো থাকে। উন্নত চুলায় কম সময়ে রান্না করা যায়। উন্নত চুলা ২ ধরনের - কাঠের লাকড়ি ভিত্তিক এবং পেলেট ভিত্তিক কনফিগারেশন, ম্যাটেরিয়াল এবং মোড অব বায়োমাস কম্বারশন-এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের উন্নত চুলা তৈরি করা হয়েছে যেমন: ১. কন্ডাশন চুলা ২. গ্যাসিফায়ার চুলা ৩. কনক্রিট চুলা (চিমনিযুক্ত/চিমনিছাড়া) ৪. মেটাল চুলা ৫. সৌর চুলা ৬. এলপিগি ভিত্তিক চুলা ৭. ইন্ডাকশন কুকার।

৬.৫.৪ Energy Efficiency & Conservation Promotion Financing প্রকল্প

জাইকা ওডিএ কার্যক্রমের আওতায় শিল্প কারখানায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪% সুদে শিল্পকারখানা উদ্যোক্তা ও গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য গত ২৯ জুন ২০১৬ তারিখে জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আলোকে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা শ্রেডা এবং IDCOL ও BIFFL কে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। উক্ত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য এখন পর্যন্ত ৮ টি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদানের জন্য শ্রেডা'র অনাপত্তি কার্যকর রয়েছে।





দাউদকান্দি ২০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



মুন্সিগঞ্জ ৫৪ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিদ্যুৎখাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন



আগস্ট ২২৫ মেঃওঃ
সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র

৭.০ বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও পুনর্গঠন

১৯০১ সালে ঢাকায় প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হলেও বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২ সালে “বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)” গঠনের মাধ্যমে। তখন বিউবো সারাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে “পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো)” গঠন করা হয়। পবিবোকে বিভাগীয় ও জেলা শহর ব্যতীত অন্যান্য এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯০ সালে বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় “ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (ডেসা) গঠনপূর্বক বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পাওয়ার সেল গঠন করা হয়। পাওয়ার সেল বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত সমীক্ষা সম্পন্ন করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত সুপারিশের আলোকে বিদ্যুৎখাতে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিতকরণের লক্ষ্যে ভার্টিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমে সঞ্চালন খাতকে উৎপাদন ও বিতরণ খাত থেকে পৃথককরণের জন্য কোম্পানি আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি), আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল), রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিএসএল), নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (নওজোপাজেকো), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ (সিপিজিসিবিএল) ও নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো) গঠন করা হয়েছে।

৭.১ সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা

বিদ্যুৎখাত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি এবং এ খাতের দক্ষ ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাকরণসহ আইসিটি ও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দেশি ও বিদেশি পরামর্শকদের সহায়তায় সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবান করা হচ্ছে।

৭.২ রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট

রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট (আরবিএম) এমন এক ধরনের ব্যবস্থাপনা, যা মানব সম্পদ উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত তথ্যের ব্যবহার, ব্যবহারিক টুলস-এর মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধায়ন ও পারফরমেন্স মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরবিএম-এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়। লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের ইনপুট, আউটপুট, আউটকাম ও ইম্প্যাক্ট অংশে কেপিআই, তথ্য যাচাই ও ক্রিটিক্যাল অ্যাজাস্পশন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রকল্পের সমস্যা সনাক্তকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট বেঞ্চ মার্কিং ও পারফরমেন্স বিশ্লেষণকরণে সহায়তা করে। রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্টের সাতটি প্রধান উপাদান হলো: (১) বেসিক ডাটা বা বেইজ লাইন ডাটা (২) ফলাফল (আউটপুট, ইফেক্ট, ইম্প্যাক্ট) (৩) লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (৪) ইনপুট (৫) পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরস (৬) ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও ম্যানেজমেন্ট (৭) লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো। আধুনিক রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট-এর আওতায় কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সংস্থার কোন কর্মকর্তা কোন কাজ কীভাবে কত দিনে করবেন এবং তাঁর দায়-দায়িত্ব কী হবে সে সব বিষয় পারফরমেন্স মেজারমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (PMF) ছকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্থ বছরের শুরুতে নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক সংস্থা লক্ষ্যমাত্রা স্থির হওয়ার পর কম্পিউটারে এন্ট্রি দিবেন, যা চাইলেও পরিবর্তন করা যাবে না। সংস্থাসমূহ প্রত্যেক মাসের কেপিআই অগ্রগতির তথ্য কম্পিউটারে হালনাগাদ করবেন। সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সমন্বিত হালনাগাদ অগ্রগতি ড্যাস বোর্ডে দেখতে পারবেন। এতে একজন এমপ্লয়ীর মধ্যে সার্বক্ষণিক সচেতনতাবোধ কাজ করবে।

৭.৩ গ্রি-পেইড মিটার স্থাপন

বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়, লোড ম্যানেজমেন্ট এবং বিদ্যুৎ সশ্রয়ী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহের বিভিন্ন বিতরণ এলাকায় ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর পর্যন্ত ছয়টি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক এ যাবৎ ১৩,৩৪,৫০০ টি গ্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পাইলট প্রকল্পের আওতায় এবং ইউনিফাইড প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ৬,৮৩,০০১টি গ্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। ডেসকো ১,৮১,৭৩৩টি গ্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। ডিপিডিসি ঢাকার আজিমপুর এলাকায় এবং ইউনিফাইড প্রকল্পের আওতায় ৩,১৭,১২১টি গ্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। বিআরইবি, ওজোপাডিকো এবং নেসকো ইউনিফাইড প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে ৬০,৫০০টি, ৭৩,২৫১টি এবং ১৮,৮৯৪ টি গ্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে।



পায়রা ৩৬০০ মেঃওঃ এলএনজি-টু-পাওয়ার প্রকল্পের সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

৭.৪.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৪ জুলাই ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও বিদ্যুৎ বিভাগের মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ বিভাগ ২০১২-১৩ অর্থ-বছর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎখাতের সংস্থাসমূহের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে MoU স্বাক্ষর করে বছর-ওয়ারী মূল্যায়ন করে আসছে। সংস্থা-ওয়ারী কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হওয়ায় কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এক ধরনের উদ্যোগ ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি এগুলো সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও মূল্যায়ন করার ফলে সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কাজ সম্পাদনের জন্য প্রতিযোগিতা এবং কর্মোদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।



ভেড়ামারা GT ST ট্রান্সফরমার এরিয়া



ভেড়ামারা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

আইন / বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন



৮.০ আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন

বিদ্যুৎখাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সুষ্ঠু এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে নতুন আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন করেছে। এ সকল আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধনের ফলে নতুন নতুন সংস্থা/কোম্পানি গঠন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে।

৮.১ আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

বিদ্যুৎখাতে গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সময় সময় নতুন নতুন আইন প্রণয়ন এবং পুরনো আইনকে যুগোপযোগিকরণ করা হয়ে থাকে। প্রতিবেদনাব্যতির অর্থ-বছরে নেট মিটারিং নির্দেশনা ও “বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮” প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.২ বিদ্যুৎখাতে প্রণীত আইন

বিদ্যুৎ খাতের উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ :

ক্রমিক নং	শিরোনাম	আইন নং
০১	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৮	৩৪
০২	বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮	০৭
০৩	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫	০২
০৪	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৫	০৩
০৫	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) আইন, ২০১৩	৫৭
০৬	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) আইন, ২০১২	৪৮
০৭	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০	৫৪
০৮	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩	১৩
০৯	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ)	৫৯

৮.৩ বিধি ও নীতিমালা

বিদ্যুৎখাতের উল্লেখযোগ্য বিধি ও নীতিমালাসমূহ :

ক্রমিক নং	শিরোনাম
০১	নেট মিটারিং নির্দেশিকা ২০১৮
০২	বাংলাদেশের বেসরকারি পাওয়ার জেনারেশন পলিসি
০৩	বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা
০৪	স্মল পাওয়ার পলিসি
০৫	ভিশন স্টেটমেন্ট পলিসি এবং বিদ্যুৎ খাত সংস্কার স্টেটমেন্ট
০৬	বাংলাদেশ বেসরকারি অবকাঠামো নির্দেশিকা
০৭	প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS) নির্দেশাবলী
০৮	প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS Fund)
০৯	পাওয়ার প্রাইসিং ফ্রেমওয়ার্ক
১০	Policy Guidelines for Power Purchase from Captive Power Plant
১১	Policy Guidelines for Enhancement of Private Participation in the Power Sector 2008
১২	Action Plan For Energy Efficiency & Conservation
১৩	Solar Guide Book
১৪	Country Action Plan for Clean Cookstoves
১৫	500 MW Solar Programm

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার



৯.০ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ এ রূপকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যুৎখাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যুৎখাতে সমন্বিত আইসিটি উন্নয়নে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আইসিটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত রোডম্যাপ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ/বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অচিরেই রোডম্যাপ অনুযায়ী Enterprise Resource Planning (ERP) বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতে 'পেপারলেস' অফিসে রূপান্তর করা হবে। বিদ্যুৎ বিভাগ তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর নানাবিধ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। বিদ্যুৎখাতে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জাতীয় গুণাচার NIS বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।



৯.১ বিদ্যুৎখাতে গৃহীত তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগসমূহ নিম্নরূপ :

(১) বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন: বর্তমানে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অন-লাইনে আবেদন করা যায়। ফলে গ্রাহকগণ ঝামেলামুক্তভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করতে পারেন এবং অন-লাইনের মাধ্যমে সংযোগের হালনাগাদ তথ্য পেতে পারেন। বর্তমানে ৭ দিনে আবাসিক সংযোগ ও ২৮ দিনে শিল্প সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। এতে গ্রাহক ভোগান্তি হ্রাস পেয়েছে।

(২) বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ: গ্রাহকদের জন্য কিছুদিন আগেও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা একটি ঝামেলার বিষয় ছিল। ব্যাংক ও ইউটিলিটির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে বিল পরিশোধের পরেও পুনরায় বিল দাবী করার ঘটনা ঘটত। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমানে সকল গ্রাহকের হিসাব কম্পিউটারের ডাটাবেইজের আওতায় আনা হয়েছে এবং মোবাইলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিলের তথ্য জানতে পারেন। এখন মোবাইল ফোন এবং অন-লাইনের মাধ্যমেও গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন।

(৩) অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা: গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট নানাবিধ অভিযোগ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সংস্থায় অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যে কোন গ্রাহক যেকোন সময় অনলাইনে, সোশ্যাল মিডিয়া, এ্যাপস এর মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে অভিযোগ, মতামত প্রদান ও ট্র্যাক করতে পারে। ফলে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। এর মাধ্যমে জাতীয় গুণাচার (NIS) বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে।

(৪) ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা: বর্তমানে বিদ্যুৎ বিভাগ ও তার অধীনস্থ সংস্থা/কোম্পানিসমূহে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে নথি নিষ্পত্তির হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কর্মকর্তাগণের নথি নিষ্পত্তি পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।



৯ মে ২০১৮ তারিখে 'ইনোভেশন সোকেসিং' এর স্টল পরিদর্শন

(৫) প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা: বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার এডিপিভুক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণের অফিস দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। প্রকল্প পরিচালকগণ হতে তথ্য একীভূত করে সংস্থাভিত্তিক পরিবীক্ষণ করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ছিল। ওয়েব ভিত্তিক প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালু করায় দূর-দূরান্ত অফিস হতে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক তথ্য প্রদানের সাথে সাথেই তা সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৬) ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ('কুশলী'): সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুৎখাতের জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (ইআইবি) এর অর্থায়নে "সিবিআইএসপি" প্রকল্পের আওতায় 'কুশলী' নামে একটি 'ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম' বা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে 'কুশলী' নামে 'ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম' এর শুভ উদ্বোধন করেন।

(৭) পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন (পিএমআইএস) ব্যবস্থাপনা: বিদ্যুৎখাতে অনলাইন ভিত্তিক পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন (পিএমআইএস) ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এতে করে বিদ্যুৎখাতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা যাচাই, প্রশিক্ষণ, নিয়োগ, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়েছে।

(৮) ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমন্বয় সভা: বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানির সাথে মাসিক সমন্বয় সভা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

(৯) ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থাপনা: ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাতে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সকল ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

(১০) অডিট ম্যানেজমেন্ট : বিদ্যুৎখাতের জন্য একটি সমন্বিত অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে করে অডিট নিষ্পত্তি আরো সহজতর এবং গতিশীল হয়েছে। ফলে প্রতি নিরীক্ষা বছরের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির ব্যবধান কমে যাবে। ক্রমান্বয়ে অনিয়ম ও অস্বচ্ছতা হ্রাস পাচ্ছে। সর্বস্তরে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। এছাড়াও বিদ্যুৎখাতে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক নানাবিধ উদ্যোগ যেমন: হ্যাকাথন, আইডিয়া প্রতিযোগিতা, নিয়োগ, লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, অনলাইন ট্রেনিং প্ল্যাটফর্ম ও শতভাগ বিদ্যুতায়ন এর শুভ উদ্বোধন

(১১) কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম: বিদ্যুৎখাতের সংস্থাসমূহকে নানাবিধ কারণে বিভিন্ন মামলার সম্মুখীন হতে হয়। পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণের অভাবে মামলাসমূহ পরিচালনা ও বিভিন্ন পর্যায়ে তদারকিতে সমস্যা দেখা দেয়। উক্ত বাস্তবতায় বিদ্যুৎ খাতের সকল মামলার তথ্য ও অবস্থা জানার জন্য এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার স্বার্থে কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার ডিপিডিসি'র সহায়তায় তৈরী করা হয়েছে। জুলাই ২০১৭ থেকে সিস্টেমটিতে মামলা সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন-আইনজীবী, বাদী-বিবাদী, সাক্ষী, আদালত, মামলার খরচ প্রভৃতি তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। সংস্থাসমূহ তাদের মামলাগুলোর পরবর্তী শুনানির তারিখ এবং মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়মিতভাবে এই সিস্টেমে হালনাগাদ করতে পারে। ফলে মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট এ সিস্টেম থেকে তৈরি করা যায়। বিদ্যুৎ বিভাগ সকল সংস্থার মামলাসমূহ এ সিস্টেম থেকে মনিটর করতে পারে।

৯.৪ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে পিজিসিবি'র OPGW :

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শীর্ষক সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে পিজিসিবি'র সঞ্চালন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত Optical Fiber Grounding Wire (OPGW) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মূলত সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সঞ্চালনের নিমিত্তে বিভিন্ন গ্রিড ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার (এলডিসি) এর তাৎক্ষণিক যোগাযোগের জন্য এবং বজ্রপাত থেকে সঞ্চালন লাইনের সুরক্ষার জন্য গ্রাউন্ড ওয়্যার এর মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার (OPGW) স্থাপন প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। পিজিসিবি ১৯৯৬ সাল হতে সঞ্চালন লাইনের ওপরে গ্রাউন্ড-ওয়্যার এর পরিবর্তে OPGW প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে।

জুন ২০০৭ সাল পর্যন্ত পিজিসিবি'র সঞ্চালন লাইনে স্থাপিত OPGW এর মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২,২০০ কি.মি., যা বর্তমানে প্রায় ৫,৭৭৩ কিঃ মিঃ এ উন্নীত হয়েছে। এতে দেশের অধিকাংশ বিভাগীয় এলাকা পিজিসিবি'র অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় চলে এসেছে। এই OPGW নেটওয়ার্ক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে একটি শক্তিশালী ব্যাকবোন হিসেবে ব্যবহার করে দেশের চলমান তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবকে আরও বেগবান করার অপার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। সারাদেশে বিস্তৃত এ ওভারহেড OPGW তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষ করে জনগণের জন্য ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানে ব্যবহার করলে প্রযুক্তির সমন্বয়ে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা আরও শক্তিশালী হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় পিজিসিবি শুধুমাত্র নিজস্ব যোগাযোগ ও সঞ্চালন লাইনের নিরাপত্তার জন্য সীমাবদ্ধ না রেখে সারাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু করেছে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

- ২০০৬ সালে জাতীয় যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ ফোন লিঃ এর নিকট ঢাকা-চট্টগ্রাম অংশে ২৪৬ কিঃমিঃ ডার্ক অপটিক্যাল ফাইবার লীজ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া বর্তমানে চলমান লিজিং কাজগুলো হলো-
- চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশে গ্রামীণ ফোন লিঃ এর নিকট ১৪৯ কিঃমিঃ;
- ফেনী-খুলশী (চট্টগ্রাম) অংশে Banglalink এর নিকট ১১০ কিঃমিঃ;
- চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশে Robi এর নিকট ১৯০ কিঃমিঃ;
- University Grants Commission (UGC)কে Indefeasible Right of Use (IRU) এর ভিত্তিতে দেশব্যাপী ৩,২৮৪ কিঃমিঃ এক জোড়া অপটিক্যাল ফাইবার লীজ প্রদান করা হয়েছে;
- মেসার্স ফাইবার@হোম লিঃ এবং সামিট কমিউনিকেশন লিঃ নামক দুইটি NNTN (Nationwide Telecommunication & Transmission Network) কে দেশব্যাপী ৩৬০০ কিঃমিঃ এক জোড়া অপটিক্যাল ফাইবার লীজ প্রদান করা হয়েছে;
- পরবর্তীতে বিটিসিএল এর নিকট ৩৬০০ কিঃমিঃ এবং পুণরায় মেসার্স ফাইবার@হোম লিঃ এর নিকট ১০৬৫ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার লীজ প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পিজিসিবি ২০১৪ সালে বিটিআরসি'র কাছ থেকে NNTN (Nationwide Telecommunication & Transmission Network) লাইসেন্স পেয়েছে। ফলে সারাদেশে ও আন্তঃদেশীয় পরিমণ্ডলে বাণিজ্যিকভাবে টেলিকমিউনিকেশন ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে পিজিসিবি দেশব্যাপী ১০০ জিবি ব্যান্ড-উইথ ট্রান্সমিশনের একটি বড় পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে IIG ও ISP অপারেটরদের নিকট উল্লেখিত পরিমাণ উচ্চগতি সম্পন্ন ডাটা নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এতে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সমগ্রদেশে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে।



ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ (৯-১২ ডিসেম্বর) সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক কর্মশালায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর “মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার”-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে “বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য” এর স্বীকৃতি লাভ উপলক্ষে আনন্দ শোভাযাত্রা



অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ শীর্ষক র্যালী

মানব সম্পদ উন্নয়ন



১০.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চালন ও বিদ্যুৎখাতের সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যুৎখাতে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎখাতের সকল সংস্থায় লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বিদ্যুৎখাতের সকল সংস্থার অর্জিত প্রশিক্ষণ জনঘন্টা যথাক্রমে ৩১,১৮,৫৯৫; ৩৭,২৫,৯৯২; ৩৭,৭২,৮৩১ এবং ৩৮,১৬,১১৩।

সংস্থাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদির বিবরণ										
ক্র. নং	বিদ্যুৎ বিভাগ/ সংস্থা/ কোম্পানি সমূহ	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘন্টা)	অর্থ-বছর (২০১৭-১৮)		অর্থ-বছর (২০১৬-১৭)		অর্থ-বছর (২০১৫-১৬)		অর্থ-বছর (২০১৪-১৫)	
			প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা
১	বিপিডিবি		১৬,৪৪৬	১১,৯০,২১৫	১৬,১৫২	১১,৫৮,৪১৬	২৫,৫৯০	১২,১১,০৪৬	১৮,৪৪৮	১১,২৯,৯২১
২	আরইবি		১,২৯,৮৭৬	১৭,৭৮,৯১০	৩৯৪	১৭,৩৪,৪২৪	৮৬,৪৯৮	১৬,৩৩,০০০	১৭,১৩৩	১২,৩৩,৮৮৬
৩	ডিপিডিসি		৩,৫৫১	২,৪৮,৯২০		২,৯৮,৭৬০	১৩,৬০৭	৩,১১,৬৭৬	৩,৪৯৮	২,৪৪,৯৯২
৪	ডেসকো		১,৫২৬	১,০৬,৮২০	১,৫১৭	১,১১,৭৩৩	১,৫১৪	১,১৩,৮৮৪	১,৫০০	৯৭,০২৮
৫	ওজোপাডিকো		২,০৪৪	১,৫৪,০১৩	২,১২১	১,৫৮,৮১৩	২,২৬৮	১,৬৬,৪২৬	২,৩৪১	১,৫২,৫১৬
৬	এপিএসসিএল		৮৪১	৬৮,০৮৮	৬৭৭	৪০,৬২০	৬২৫	৫০,২১২	৬২০	৪৬,৬৫২
৭	পিজিসিবি		২,৩৮৬	১,৬৯,৮৮২	৪,৭৪৭	১,৭১,৭৫১	৩,৬৫৮	১,৫৬,৮০৮	২,৪০১	১,৪৪,১৭৬
৮	ইজিসিবি		৩৬৮	২৬,২৮৭	৪০১	২৮,৪৬৯	২৬১	২৭,৫০৯.৫	২৮৯	২৬,০৪০
৯	আরপিসিএল		৩০৩	২৪,৫৩৫	২৯৬	২৩,৮৬৩	১৭০	৯,৪৩৮	২৬৫	১৭,৯০২
১০	নওপাজেকো		৫১৩	৪৪,০৯২	৪৮০	৪৩,১৬৬	৪২১	৩৭,৫৪৩	২৫০	২৩,১৩০
১১	সিপিজিসিবিএল		৪১	৪,৩৫১	৩৪	২,৮১৬	৩০	৮,৪৫০	১৮	১,০৩২
মোট			১,৫৭,৮৯৫	৩৮,১৬,১১৩	২৬,৮১৯	৩৭,৭২,৮৩১	১,৩৪,৬৪২	৩৭,২৫,৯৯২	৪৬,৭৮৪	৩১,১৮,৫৯৫

গত ২০০৮-০৯ অর্থ-বছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগের অর্জিত প্রশিক্ষণ ঘন্টার তুলনামূলক চিত্র নিম্নে কলাম চার্টে দেখানো হল:



১০.২ “বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই)”

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি), নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (নওপাজেকো), রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল), এবং কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (সিপিজিসিবিএল) বর্তমানে সরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ এককভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিঃ, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লিঃ, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লিঃ ও নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লিঃ। উপরোল্লিখিত বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিগুলোতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমে বিপুল সংখ্যক জনবল কর্মরত আছে এবং পর্যায়ক্রমে নতুন জনবল নিয়োজিত হচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ক্যাপটিভসহ ১৮,৭৫৩ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণসহ সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১০,৯৫৮ সার্কিট কিলোমিটারে এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎখাতের কর্মপরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎখাতের এ বিশাল কর্মযজ্ঞ দক্ষতার সাথে সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের কোন বিকল্প নেই।

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থার বিদ্যমান সীমিত পরিসরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতে কর্মরত বিপুল সংখ্যক জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই সরকার বিদ্যুৎখাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সংস্থাসমূহের বিদ্যমান অবকাঠামো ও সুবিধাদি একীভূত করে Trust Act এর আওতায় বৃহৎ পরিসরে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ও উন্নত স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান “বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই)” নামে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে; বিদ্যুৎ বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করবে; ডিজিটাল ও আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রবর্তনে সহায়তা করবে; সমীক্ষা সংক্রান্ত কাজে সহায়তা করবে। বিপিএমআই কর্মকর্তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সিমুলেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জনবল প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকবে।

১০.৩ অবকাঠামো উন্নয়ন

বিদ্যুৎখাতের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণদানের পাশাপাশি ইউটিলিটিসমূহ প্রশিক্ষণের ভৌত সুবিধা বৃদ্ধির বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও একাডেমির আধুনিকীকরণের পাশাপাশি কল্পবাজারে এবং কেরানীগঞ্জে নতুন প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। অন্যদিকে ডিপিডিসির কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য স্ক্যাডা ভবনের ৪র্থ তলায় নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডও বৃহত্তর পরিসরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগত আধুনিক সুবিধা সমন্বিত ট্রেনিং একাডেমী ভবন নির্মাণ করেছে। পিএসসিডিপি এর অধীনে প্রকৌশলীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণদানের সুবিধার্থে ঘোড়াশাল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে একটি সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া একই প্রকল্প হতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে উক্ত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে আধুনিকায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।



গ্রিড সাবস্টেশনের রক্ষণাবেক্ষণ

এডিপি বাস্তবায়ন



১১.০ এডিপি বাস্তবায়ন

১১.১ উন্নয়ন বাজেট

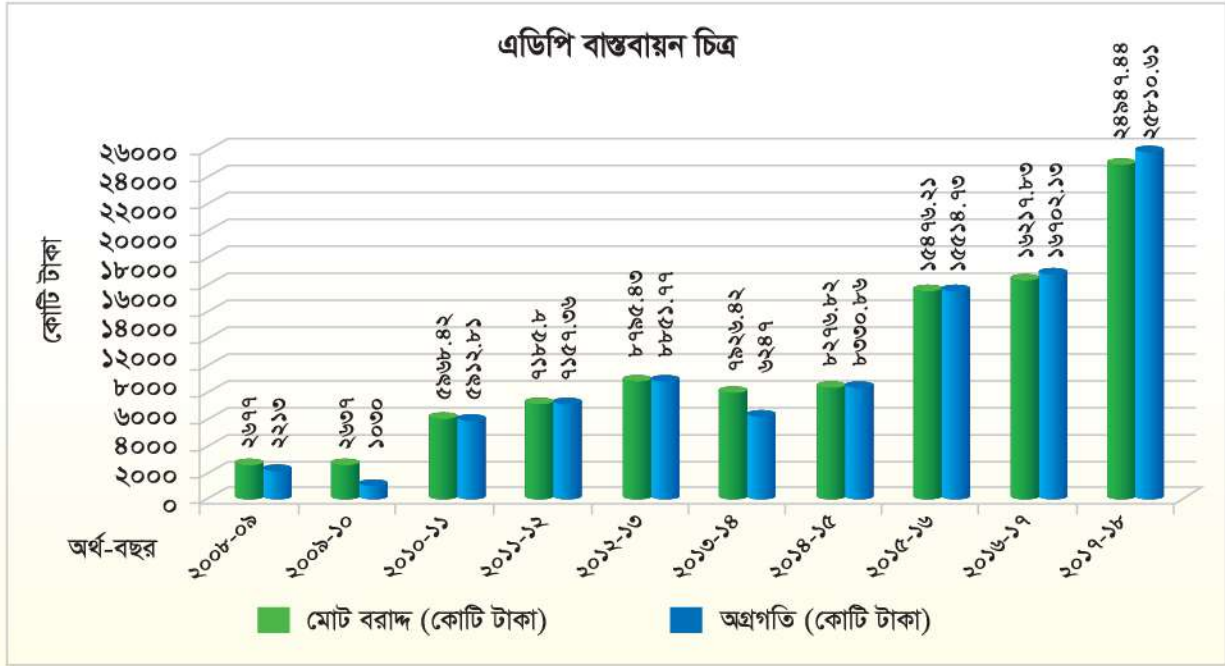
২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের এডিপি'তে বিদ্যুৎ সেক্টরের বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানির আওতাভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৪,৯৪৭.৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৫,৮১০.৬১ কোটি টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের ১০৩.৪৬%। বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে বছর-ওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো:

(কোটি টাকায়)

অর্থ-বছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ			ব্যয়		
		মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ
২০০৮-০৯	৪৭	২৬৭৬.৫৭	১১৮৮.১৩	১৪৮৮.৪৪	২২৯৮.৭৩ (৮৬%)	১০২২.৭৬ (৮৬%)	১২৭৫.৯৮ (৮৬%)
২০০৯-১০	৫১	২৬৪৪.২৬	১২২৭.০৮	১৪১৭.১৮	২০২৪.৫৪ (৭৭%)	১১৪৩.২৩ (৯৩%)	৮৮১.৩০ (৬২%)
২০১০-১১	৫৩	৫৯৮১.৮৮	৪৩১৭.৯০	১৬৬৩.৯৮	৫৯১২.৮২ (৯৮.৮৫%)	৪৩০৪.৫০ (৯৯.৬৯%)	১৬০৮.৩২ (৯৬.৬৫%)
২০১১-১২	৫৬	৭২০৮.১০	৪৭২৫.০০	২৪৮৩.১০	৭১৭৯.৬৫ (৯৯.৬১%)	৪৬১০.৮৪ (৯৭.৫৮%)	২৫৬৮.৮২ (১০৩.৪৫%)
২০১২-১৩	৬১	৮৮০৩.০৪	৫৪০০.০০	৩৪০৩.০৪	৮৮৬৮.০১ (১০১%)	৫২৯৮.৩৪ (৯৮%)	৩৫৬৯.৬৭ (১০৫%)
২০১৩-১৪	৬৯	৭৯২৮.৪২	৪৭১৯.৩১	৩২০৯.১১	৭৯১৬.৮৪ (৯৯.৮৫%)	৪৬৩০.৮৭ (৯৮.১৩%)	৩২৮৫.৯৭ (১০২.৪%)
২০১৪-১৫	৭১	৮২৭৬.৮২	৪৬৮৩.৮১	৩৫৯৩.০১	৮৩৩০.৮৬ (১০০.৬৫%)	৪৫৩৯.৪৬ (৯৬.৯২%)	৩৭৯১.৪০ (১০৫.৫২%)
২০১৫-১৬	৭৫	১৫৪৭৬.২১	৭১৭৭.৫০	৮২৯৮.৭১	১৫৫১৪.৭৩ (১০০.২৫%)	৭০৮৩.৬৪ (৯৮.৬৯%)	৮১৩১.০৯ (১০১.৬০%)
২০১৬-১৭	৮৮	১৬২২২.৮২	৮৮৪৩.৫৮	৭৩৭৯.২৪	১৬৭০২.৬০ (১০২.৯৬%)	৮৬৮৯.৩০ (৯৮.২৫%)	৮০১৩.৩০ (১০৮.৫৯%)
২০১৭-১৮	৯৬	২৪৯৪৭.৪৪	১১৭৩০.৬৮	১৩২১৬.৭৬	২৫৮১০.৬১ (১০৩.৪৬%)	১১৭১৭.৪৬ (৯৯.৮৯%)	১৪০৯৩.৬৪ (১০৬.৬৮%)

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের আরএডিপিতে বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১৭টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৩৪৫.১২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৪১৯.৭৯ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন মোট ১১৩টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২৬২৯২.৫৬ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৭২৩৭.৫৮ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১০৩.৫৯%।





বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে বছর-ওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

১১.২ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

বিদ্যুৎখাতের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট ৬-তে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

১১.৩ অডিট আপত্তি

বিদ্যুৎখাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা বিদ্যুৎখাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	বিউবো	২৭২৪	২০০৮৩.৭৬০৯	৯৬২	৪৩৭	৬৬৮.১৪৯৬	২২৮৭	১৯৪১৫.৬১১৩
০২.	বাপবিবো	১৩৪০	৭.৯৩	১১	১২৪	৮৭৫.৫৪	১২১৬	১০৫৭৯.৬৮
০৩.	ডেসকো	১৭১	১৮৫৪.৫৯	১৭১	৩১	৮৪০.৭০	১৪০	১০১৩.৮৯
০৪.	ডিপিডিসি	১০৭২	৩৩১৭.৫৮	১৯৮	৫১	৯১.৬৭	১০২১	৩২২৫.৯১
০৫.	ইজিসিবি	২২	১৭৫৫.০৭	২২	১	০.০৭	২১	১৭৫৫.০০
০৬.	পিজিসিবি	৩৩৩	১৯৩৫.১২৭৮	৩০০	২২	৭২.০৬৯১	৩১১	১৮৬৩.০৫৯
০৭.	ওজোপাডিকো	৪৯৫	১১৮৫.২০	৯৮	২১	১৫.৪৫	৪৭৪	১১৬৯.৭৫
০৮.	নওপাজেকো	০৬	১৩.৫০	০৬	০৬	১৩.৫০	-	-
০৯.	পাওয়ার সেল	১৪	৫.৮৭৫৫	১৪	-	-	১৪	৫.৮৭৫৫
১০.	এপিএসসিএল	৬৭	১৭৫০.৪৬	৫৬	০৮	৩২৪.৭১	৫৯	১৪২৫.৭৫
১১.	সিপিজিসিবিএল	-	-	-	-	-	-	-
১২.	নেসকো	৬৬৭	৬২১.২৬	-	-	-	৬৬৭	৬২১.২৬
সর্বমোট		৬৯১১	৩২৫৩০.৩৫৪২	১৮৩৮	৭০১	২৯০১.৮৫৮৭	৬২১০	৪১০৭৫.৭৮৫৮

বিশেষ কার্যক্রম



১২.০ বিশেষ কার্যক্রম

১২.১ বিদ্যুৎখাতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং শোকেসিং

সরকারের দূরদর্শী, সাহসী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎখাতে বিগত প্রায় দশ বছরে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ খাতে নিয়মিত নানাবিধ উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ফলে প্রতিবছর সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সফল বাস্তবায়ন, দ্রুত ও সময়মত বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিসহ উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে। ফলে গ্রাহকদের আস্থা ও সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে।

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাফল্য এবং লক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি ইনোভেশন টিমের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি
বিদ্যুৎ বিভাগ	১০০%
বিউবো	৯৫%
বিআরইবি	১০০%
শ্রেডা	৯৩%
ডিপিডিসি	৯৮%
ডেসকো	৭০%
ওজোপাডিকো	৯৫%
পিজিসিবি	১০০%
ইজিসিবি	১০০%
আরপিসিএল	১০০%
এপিএসসিএল	১০০%
নওপাজেকো	৯৫%
সিপিজিসিবিএল	৮২.৫%

বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি তাদের ইনোভেশন টিমের সভা প্রতি মাসে আয়োজন করে থাকে। এছাড়া বিদ্যুৎ খাতের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ নিয়মিত বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক দিনের ওরিয়েন্টেশন/ কর্মশালা/সেমিনার, ২ এবং ৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে এবং উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিভিন্নভাবে প্রণোদনা প্রদান করেছে। স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে মোট ৩৭ জন উদ্ভাবককে ক্রেস্ট/ডিও লেটার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া গত অর্থ-বছরে উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত ২২ জন কর্মকর্তাকে বিদেশ শিক্ষা সফরে পাঠানো হয়েছে। এ বছর কমপক্ষে ৩০ জন কর্মকর্তাকে বিদেশ শিক্ষা সফরে প্রেরণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ইনোভেশন শোকেসিং/সার্কেল আয়োজন

বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের উৎকর্ষ সাধন, ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, উদ্ভাবকগণের অভিজ্ঞতা বিনিময়, স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান এবং রেলিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গত ০৯ মে ২০১৮ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সমন্বয়ে ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই এর সহযোগিতায় বিদ্যুৎ ভবনের বিজয় হলে অনুষ্ঠিত উক্ত ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নসরুল হামিদ, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও

খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং এম জিয়াউল আলম, সচিব (সংস্কার) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ডঃ আহমদ কায়কাউস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের প্রধানগণ, এটুআই এর প্রতিনিধিসহ শোকেসিং এ প্রদর্শিত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



বিদ্যুৎ ভবনের মুক্তি হলে ৯ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠান

উক্ত ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ খাতের নিম্নোক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ শোকেসিং করা হয়।

বিষয়সমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
অনলাইন মিটিং রিপোর্টিং সিস্টেম	বিদ্যুৎ বিভাগ/পাওয়ার সেল
প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম	বিদ্যুৎ বিভাগ/পাওয়ার সেল
“কুশলী” ই-লার্নিং সিস্টেম সফটওয়্যার	সিবিআইএসপি প্রকল্প, বিদ্যুৎ বিভাগ
অনলাইনে বিদ্যুৎ সংযোগে নতুন FEATURE সংযোজন	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
Spot metering	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
অনলাইন গ্রাহক সংযোগ সফটওয়্যার	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
Kiosk-বেজড ওয়ান স্টপ কাস্টমার সার্ভিস সিস্টেম	ডিপিডিসি
মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে POS-বেজড প্রি-পেইড মিটার ভেডিং ব্যবস্থাপনা	ডিপিডিসি
পূর্ব নির্ধারিত বিদ্যুৎ বন্ধের তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে গ্রাহককে অবহিত করা	ডেসকো
Online Outage Approval System	পিজিসিবি
ট্রাবল রিপোর্টিং সিস্টেম সহজীকরণ	এপিএসসিএল
চাহিবা মাত্র তথ্য প্রদান	এপিএসসিএল
Scale formation reduction in GBC cooling towers by using filter water instead of raw water	নওপাজেকো
সহজেই আইসিটি সেবা	আরপিসিএল
টাইম বেজড অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি	ওজোপাডিকো

ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎখাতের প্রদর্শিত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ প্রশংসিত হয় এবং ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) এর “মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে POS-বেজড প্রি-পেইড মিটার ভেডিং ব্যবস্থাপনা” ১ম স্থান, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এর “টাইম বেজড অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি” ২য় স্থান এবং ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) এর “পূর্ব নির্ধারিত বিদ্যুৎ বন্ধের তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে গ্রাহককে অবহিত করা” ৩য় স্থান অর্জন পুরস্কার লাভ করে। আগামী মে ২০১৯ সালের মধ্যে পরবর্তী ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন করা হবে।



ইনোভেশন শোকেসিং এ স্টল পরিদর্শন

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ করেছে। এ সাফল্যের পিছনে বিদ্যুৎখাতের অবদান অনস্বীকার্য। বিদ্যুৎখাতে নানবিধ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন, শুদ্ধাচার ও উত্তম চর্চার অনুশীলন ও সমন্বিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার অতীষ্ঠ লক্ষ্যে অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হবে।

১২.২ শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” বাস্তবায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবনী উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ইতোমধ্যে রূপকল্প ২০২১ ‘২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য সশ্রয়ীমূল্যে মানসম্মত বিদ্যুৎ’ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাতের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যুৎখাতের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাসহ বিভিন্ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যেই দেশের ৯০ শতাংশ জনগোষ্ঠি বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। অবশিষ্ট ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠি আগামী ২০২১ সালের মধ্যেই বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে জাতীয় ছিডের আওতায় প্রায় ৯০ শতাংশ জনগোষ্ঠি বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে। অবশিষ্ট ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠি বিশেষ করে দ্বীপাঞ্চল ও চরাঞ্চলের জনগণ সৌর বিদ্যুতের আওতায় আসবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। “সবার জন্য বিদ্যুৎ” এই শ্লোগানটি ব্র্যান্ডিং এর মাধ্যমে জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে।

১. 'পল্লী বিদ্যুতের ২ কোটি গ্রাহক' সংযোগ উপলক্ষে বর্নাচ্য আয়োজন- (ক) খসড়া পোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে (খ) ৯টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। কার্যক্রম চলমান।
২. স্টিকার তৈরি ও বিতরণ- ১৫ লক্ষ ক্লিয়ার স্টিকার, ১৫ লক্ষ ভিনাইল স্টিকার তৈরি করে প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসক বরাবরে বিতরণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
৩. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থায়ী বিলবোর্ড ও 'ডিজিটাল বিলবোর্ড' স্থাপন- স্থায়ী বিলবোর্ড স্থাপনের লক্ষ্যে ডিজাইন চূড়ান্ত করে ২৪৫ টি উপজেলায় বাজেট ছাড় করা হয়েছে। বিলবোর্ড স্থাপনের নমুনা পাওয়া গিয়েছে।
৪. "শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" শ্লোগানের একটি লোগো তৈরি- "শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" শ্লোগানের একটি লোগো তৈরি করা হয়েছে। কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।
৫. বিদ্যুৎ খুঁটির উপর বা সড়ক দ্বীপের দৃশ্যমান স্থানে ফেস্টুন লাগানো- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৫০০টি LED স্ক্রিনে ব্র্যান্ডিং বিষয়ক প্রচারণা প্রদর্শিত হচ্ছে।
৬. ভিডিও ক্লিপ/অ্যানিমেশন তৈরি ও প্রচার- ভিডিও ক্লিপ/অ্যানিমেশন তৈরি ও প্রচার কার্যক্রম চলমান আছে।
৭. ফেসবুক/ওয়েবসাইট/ইউটিউব এ বিদ্যুৎ বিভাগের ডকুমেন্টারি প্রচার- প্রচারকার্যক্রম চলমান আছে।
৮. স্কাউট ক্যাম্পের মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং এর প্রচারণা- স্কাউট ক্যাম্পের মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং এর প্রচারণার অংশ হিসেবে স্কাউটের ৩টি চলমান কার্যক্রমের মধ্যে অষ্টাদশ আঞ্চলিক রোভারমুট এবং জাতীয় প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। ৬ষ্ঠ জাতীয় কমডেকা কার্যক্রমটি সময় স্বল্পতার কারণে সম্পন্ন হয়নি।
৯. টেলিভিশন ও রেডিওতে (এফএমসহ) ব্র্যান্ডিং এর উপর টক শো/ডকুমেন্টারি প্রচার- টক শো/ডকুমেন্টারি প্রচার করা হয়েছে।
১০. ডকুমেন্টেশন ও পুস্তিকা প্রকাশ- সকল তথ্য উপস্থাপন না হওয়ায় ডকুমেন্টেশন ও পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়নি।
১১. কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ডিও লেটার প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ- ডিও লেটার প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ করা হয়েছে।
১২. ৮টি বিভাগীয় শহরে ১টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী শিক্ষার্থীকে 'বিদ্যুৎ অ্যাডভান্সেড' হিসেবে ঘোষণা, ক্যালেন্ডার/রুটিন কার্ড তৈরি- ৮টি বিভাগীয় শহরে ১০০০ টি ক্যালেন্ডার ও রুটিন বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী 'বিদ্যুৎ অ্যাডভান্সেড' হিসেবে নির্বাচিত মোট ০৮ জন শিক্ষার্থীকে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।
১৩. ব্যক্তিগত অবদানের জন্য সরকারি/বেসরকারি ব্যক্তি পর্যায়ে, সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, ইউএনও, ইউপি চেয়ারম্যানগণকে জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পুরস্কার/স্বীকৃতি প্রদান- ০৩টি বিভাগ হতে প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে, বাকিগুলো পাওয়া যায়নি। আগামী অর্থ-বছরে উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে পুরস্কার/স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।
১৪. এসএমএস প্রদান- ১০টি এসএমএস ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।
১৫. জাতীয় পর্যায়ে 'বিদ্যুৎ খাতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ উৎসাহিতকরণ প্রতিযোগিতা' চালুকরণ- ২১০টি আইডিয়া পাওয়া গিয়েছে। আগামী অর্থ-বছরে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হবে।
১৬. বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগের পর্যালোচনা ও শোকেসিং- সেমিনার, কনফারেন্স ও শোকেসিং (প্রচার বিজ্ঞাপন) সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
১৭. বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল দপ্তরে সেগরযুক্ত বৈদ্যুতিক বাতি সংযুক্তকরণ ও বিদ্যুৎ বিভাগকে 'স্মার্ট অফিস' রূপান্তরকরণ- আংশিক অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে।
১৮. ইনোভেশন খাতে যাবতীয় অর্থ ছাড় সংক্রান্ত কার্যাবলী ও বিভাগ, জেলা এবং উপজেলাতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণ- উপ-কমিটি কর্তৃক মোট ৪,৬১,০২,০০০/- (চার কোটি একষট্টি লক্ষ দুই হাজার) টাকা ছাড় করা হয়েছে।



পঞ্চম সেক্টর লিডার্স ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান

১২.২ সেক্টর লিডার্স ওয়ার্কশপ আয়োজন

বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগসহ এ দুই সেক্টরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/ প্রকৌশলীগণের অংশগ্রহণে উভয় খাতের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ ও আন্তঃবিভাগ সমন্বয় জোরদার করার লক্ষ্যে বিগত ২৭-২৮ মার্চ ২০১০ তারিখে ঢাকাস্থ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সভাকক্ষে প্রথম, ০৩-০৪ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে কুমিল্লার বার্ডে দ্বিতীয়, ১১ মে ২০১১ তারিখে ঢাকাস্থ বিদ্যুৎ ভবনের “বিজয়” হলে তৃতীয় ওয়ার্কশপ এবং চতুর্থ সেক্টর লিডার্স ওয়ার্কশপ ২০-২১ মার্চ ২০১৫ তারিখে “বিজয়” হলে আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ পঞ্চম সেক্টর লিডার্স ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় ২৪-২৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ১নং আব্দুল গণি রোডস্থ বিদ্যুৎ ভবনের “বিজয়” হলে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমন্বয় সুদৃঢ় হয়েছে এবং নির্মাণাধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে জ্বালানি সরবরাহ ত্বরান্বিত করাসহ ভবিষ্যৎ জ্বালানি প্রাপ্যতার বিষয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতার পথ উন্মোচিত হয়েছে। আন্তঃসংস্থা সমন্বয় জোরদার হওয়ায় পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়েছে।

১২.৩ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ পালন

“অনির্বাণ আগামী” এই শ্লোগান সামনে রেখে প্রতি বছরের ন্যায় এবারো দেশব্যাপী ৬-৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ উদযাপন করা হবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সরকারের কার্যক্রম, অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জনগণের কাছে তুলে ধরাই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। কাজের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদান, দেশব্যাপী স্কুল/কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা আয়োজন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের গঠনমূলক সমালোচনা ও সেবা প্রতিবেদন তৈরীর জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীদেরকে পুরস্কার প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ভাবনী গবেষণামূলক কাজে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারিখাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উৎসাহ প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সেবা গ্রাহকদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।



বিদ্যুৎখাত

- (১) সেরা বিদ্যুৎ কর্মী (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) পুরস্কার
- (২) সেরা প্রকল্প পরিচালক পুরস্কার
- (৩) সেরা বিদ্যুৎ ইউনিট পুরস্কার
- (৪) বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা পত্রিকা রিপোর্টিং পুরস্কার
- (৫) বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা ইলেকট্রনিক রিপোর্টিং পুরস্কার
- (৬) সেরা বিদ্যুৎ গ্রাহক (আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প) পুরস্কার
- (৭) স্কুল ও কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা পুরস্কার
- (৮) আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র/ছাত্রীদের সেরা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ে উদ্ভাবনী পুরস্কার
- (৯) সেরা বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী (আইপিপি) পুরস্কার

জ্বালানিখাত

- (১) সেরা জ্বালানি কর্মী (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) পুরস্কার
- (২) সেরা প্রকল্প পরিচালক পুরস্কার
- (৩) সেরা সরকারি প্রতিষ্ঠান (পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানি) পুরস্কার
- (৪) সেরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানি) পুরস্কার
- (৫) সেরা গ্রাহক (বাণিজ্যিক ও শিল্প) পুরস্কার
- (৬) সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন পুরস্কার

১.২ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি

(ক) কেন্দ্রীয় পর্যায়ে

১. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহের উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ	৬ সেপ্টেম্বর
২. ক্রোড়পত্র/সুভেনির/পোস্টার/ব্রোসিয়ার ইত্যাদি প্রকাশ	৬ সেপ্টেম্বর
৩. “নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণ” শীর্ষক বিষয়ের উপর বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা	
ক) উপজেলা পর্যায়ে	২৭ জুন
খ) জেলা পর্যায়ে	১২ জুলাই
গ) বিভাগ ও মহানগরী পর্যায়ে	২৫ জুলাই
ঘ) কেন্দ্রীয় পর্যায়ে	২৭ জুলাই
৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ে সেমিনার আয়োজন	৬-৮ সেপ্টেম্বর
৫. বিদ্যুৎ মেলার আয়োজন ও গ্রাহক সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম	৬-৮ সেপ্টেম্বর

(খ) আঞ্চলিক পর্যায়ে

১. র্যালী, গ্রাহক সমাবেশ, আগত অতিথিদের সাথে মত বিনিময় ও আলোচনা	৬ সেপ্টেম্বর
২. নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাক্ষরী যন্ত্রপাতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মেলার আয়োজন	৬-৮ সেপ্টেম্বর
৩. “এক স্থানে সেবা প্রদান কেন্দ্র” স্থাপন এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাক্ষরী ব্যানার, পোস্টার ও সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন	৬-৮ সেপ্টেম্বর
৪. বকেয়া আদায়ে গ্রাহকদের উদ্বুদ্ধকরণ	৬-৮ সেপ্টেম্বর
৫. অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণে বিশেষ অভিযান পরিচালনা	৬-৮ সেপ্টেম্বর
৬. স্ব স্ব সংস্থা কর্তৃক নিজস্ব কর্মকাণ্ডের উপর ভিডিও চিত্র/পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শন	৬-৮ সেপ্টেম্বর
৭. নিরাপত্তা কর্মীদের নিরাপত্তামূলক মহড়া ও প্রতিযোগিতার আয়োজন	৬-৮ সেপ্টেম্বর



ইনোভেশন সোকেসিং এ সনদ বিতরণ করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

১২.৪ মার্চ পরিদর্শন

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কার্যক্রম তদারকি এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং এর আওতাধীন সকল সংস্থা প্রধান মার্চ পর্যায়ের বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ এবং সঞ্চালন ইউনিটসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকেন। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অফিস ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, প্ল্যান্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা, মালামাল ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সিস্টেম লস হ্রাসে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও দক্ষ ব্যবহারে সংস্থাসমূহ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা নেয়া হয়। পরিদর্শন ব্যতিরেকে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়, যা নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কাজের তৎপরতা, দক্ষতা, মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে মার্চ পরিদর্শন একটি কার্যকরী পদক্ষেপ।

১২.৫ সুপারিশসমূহ

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে সাজেশন প্রদান চালু রয়েছে। বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিশেষ করে ভবিষ্যৎ নীতিমালা প্রণয়নে সাজেশন/সুপারিশমালা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিভাগের সকল কর্মকর্তা Power Sector Development এর ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মতামত এবং সুপারিশমালা সচিব মহোদয়ের নিকট প্রদান করে থাকে। এছাড়া মাসিক অভ্যন্তরীণ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিদের সাথে অনুষ্ঠিতব্য সমন্বয় সভায় সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। কর্মকর্তাদের পরামর্শের আলোকে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপিত পরামর্শ গ্রহণের ফলে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমে যথেষ্ট গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

১২.৬ গণশুনানী

বর্তমানে উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতের সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ গণশুনানী ও প্রান্তিক অফিসসমূহ পরিদর্শন করেন। প্রতিমাসে বিদ্যুৎখাতের সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় এ বিষয়ে কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। পরিদর্শনের সময় গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ বিষয়ক সমস্যা যেমন- নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে বিলম্ব, ওভার বিলিং, বকেয়া, লোড-ভোল্টেজ, বিদ্যুৎ চুরি, মিটার পরিবর্তন ইত্যাদি সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিদ্যুৎখাতের সকল সংস্থা প্রধান সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিস ও প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করে। নিয়মিত গণশুনানীর ফলে গ্রাহকদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের ফলে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পায় এবং সুশাসন নিশ্চিত হয়। উল্লেখ্য ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে প্রায় মোট ১৭ হাজার গণশুনানী পরিচালনা করা হয়েছে।

১২.৭ মাসিক সমন্বয় সভা

বিদ্যুৎখাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যত নীতিমালা প্রণয়নে সাজেশন/সুপারিশমালা কার্যকর করতে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর অধীনস্থ সংস্থা/কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মতামত এবং গৃহীত পরিকল্পনা/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিমাসে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলমান ও ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন/পরিকল্পনাধীন বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১২.৮ শাখাভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

দাপ্তরিক কার্যক্রমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক শাখাভিত্তিক বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে মূল্যায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি পঞ্জিকা বছরের শুরুতে জানুয়ারি-ডিসেম্বর মেয়াদে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা মাসিক সমন্বয় সভায় পর্যালোচনা ও তদারকি করা হয়। এতে বিদ্যুৎ বিভাগের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, দাপ্তরিক কাজে শৃঙ্খলা এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ বিভাগের পেভিং কাজের তালিকা শূন্যের কোঠায় আনা সম্ভব হয়েছে।



৯ মে ২০১৮ তারিখে 'ইনোভেশন সোকেসিং' এর স্টল পরিদর্শন

ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

১৩.০ ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

১৩.১ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, যা যথাসময়ে যোগান দেয়া সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

১৩.২ জ্বালানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং এগুলোর প্রতিস্থাপনের বিষয়ে সমন্বয়যোগী সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৩.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় কয়লাভিত্তিক বেজ লোড বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক কয়লার উৎস সন্ধান করা এবং স্বল্প ব্যয়ে তা পরিবহনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৩.৪ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন বিদ্যুৎখাতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারি পর্যায়ে বর্তমানে প্রায় ২৫ হাজার কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়েও বিপুল সংখ্যক কর্মচারী রয়েছে। এখাতে ব্যাপক সংখ্যক কারিগরি কর্মকর্তার নিয়োগ, পাশাপাশি এ সকল কর্মকর্তাকে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নয়ন করতে হলে, একটি ব্যাপক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।



পরিশিষ্ট-ক

জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত
চালুকৃত বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পসমূহ



জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
০১.	হবিগঞ্জ এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১০ জানুয়ারি ২০০৯
০২.	শাহজিবাজার রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদী)	৮৬	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
০৩.	ফেনী এসআইপিপি	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
০৪.	উল্লাপাড়া এসআইপিপি (সামিট)	১১	গ্যাস	বেসরকারি(আরইবি)	২ মার্চ ২০০৯
০৫.	কুমারগাঁও রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদী) স্পন্সর : দেশ এনার্জি	১০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ মার্চ ২০০৯
০৬.	মহিপাল, ফেনী এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি(আরইবি)	২২ এপ্রিল ২০০৯
০৭.	মাওনা, গাজীপুর এসআইপিপি (সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি(আরইবি)	১২ মে ২০০৯
০৮.	বাড়বকুন্ড এসআইপিপি স্পন্সর : রিজেন্ট	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৩ মে ২০০৯
০৯.	রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এসআইপিপি(সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি(আরইবি)	৯ জুন ২০০৯
১০.	জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা এসআইপিপি স্পন্সর : সামিট	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৫ জুন ২০০৯
১১.	ভোলা রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : ভেনচার	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১২ জুলাই ২০০৯
১২.	ফেঞ্চুগঞ্জ রেন্টাল (১৫ বৎসর মেয়াদী) স্পন্সর : বরকতুল্লাহ	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ অক্টোবর ২০০৯
১৩.	আশুগঞ্জ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : খ্রিশিসান এনার্জি	৫৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৭ এপ্রিল ২০১০
১৪.	শিকলবাহা রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : এনার্জিস এনার্জি	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৬ মে ২০১০
১৫.	ঠাকুরগাঁও রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : আরজেড পাওয়ার	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২ আগস্ট ২০১০
১৬.	খুলনা কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : এগ্রিকো	৫৫	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১০
১৭.	ঘোড়াশাল কুইক রেন্টাল স্পন্সর : এগ্রিকো	১৪৫	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১০ ২৮ আগস্ট ২০১০
			গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২
১৮.	শিকলবাহা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং বিঃ কেন্দ্র	১৫০	গ্যাস	বিউবো	১৮ আগস্ট ২০১০
১৯.	সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০মেঃওঃ (২য় ইউঃ) বিঃকেঃ	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	১৪ অক্টোবর ২০১০
২০.	পাগলা কুইক রেন্টাল স্পন্সর : ডিপিএ	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ নভেম্বর ২০১০
২১.	ভেড়ামারা রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : কোয়ান্টাম পাওয়ার	১১০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ ডিসেম্বর ২০১০
২২.	সিদ্ধিরগঞ্জ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : দেশ এনার্জি	১০০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১
২৩.	বি-বাড়ীয়া কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : এগ্রিকো	৭০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৬ মার্চ ২০১১
২৪.	মদনগঞ্জ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : সামিট	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১০ এপ্রিল ২০১১

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
২৫.	আশুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ পিপি	৫৩	গ্যাস	এপিএসসিএল	৩০ এপ্রিল ২০১১
২৬.	মেঘনাঘাট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : আইইএল	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৮ মে ২০১১
২৭.	ঘোড়াশাল কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : ম্যান্ন পাওয়ার	৭৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মে ২০১১
২৮.	নোয়াপাড়া কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : খানজাহান আলী	৪০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে ২০১১
২৯.	আশুগঞ্জ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : এগ্রিকো	৮০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ মে ২০১১
৩০.	খুলনা কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : কেপিসিএল-২	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ জুন ২০১১
৩১.	আশুগঞ্জ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : ইউনাইটেড পাওয়ার	৫৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২২ জুন ২০১১
৩২.	সিদ্ধিরগঞ্জ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : ডাচ বাংলা	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২১ জুলাই ২০১১
৩৩.	নোয়াপাড়া, যশোর রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : কোয়ান্টাম পাওয়ার	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ আগস্ট ২০১১
৩৪.	বাঘাবাড়ী ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	২৯ আগস্ট ২০১১
৩৫.	ফেঞ্চুগঞ্জ ৯০ মেঃওঃ সিসিপিপি	১০৪	গ্যাস	বিউবো	২৬ অক্টোবর ২০১১
৩৬.	বেড়া ৭০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট	৭১	এইচএফও	বিউবো	২৮ অক্টোবর ২০১১
৩৭.	দাউদকান্দি ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	২৯ অক্টোবর ২০১১
৩৮.	ফরিদপুর ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫৪	এইচএফও	বিউবো	নভেম্বর ২০১১
৩৯.	গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেঃ	১০৯	এইচএফও	বিউবো	১৬ নভেম্বর ২০১১
৪০.	বগুড়া রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : এনার্জি প্রীমা	২০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ নভেম্বর ২০১১
৪১.	সিদ্ধিরগঞ্জ ২X১২০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	ডিসেম্বর ২০১১
৪২.	হাটহাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৯৮	এইচএফও	বিউবো	২৩ ডিসেম্বর ২০১১
৪৩.	সাংগু, দোহাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (গুয়াংডং পাওয়ার ইঞ্জিঃ কোঃ)	১০২	এইচএফও	বিউবো	৩১ ডিসেম্বর ২০১১
৪৪.	আমনুরা কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: সিনহা পাওয়ার	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ জানুয়ারি ২০১২
৪৫.	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : এনার্জি প্রীমা	৪৪	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২
৪৬.	জুলুড়া কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: আর্কু ইনফ্রা. সার্ভিস লি:	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ মার্চ ২০১২
৪৭.	কেরাণীগঞ্জ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : পাওয়ার প্যাক	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মার্চ ২০১২
৪৮.	সিলেট ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪২	গ্যাস	বিউবো	২৮ মার্চ ২০১২
৪৯.	কাটাখালী কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: নর্দান পাওয়ার	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ মে ২০১২

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
৫০.	গাজীপুর (আরপিসিএল)	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	৭ জুলাই ২০১২
৫১.	চাঁদপুর ১৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (চেংডা ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ, চায়না)	১৬৩	গ্যাস	বিউবো	জুলাই ২০১২
৫২.	সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ জিটি (চায়না মেশিনারিজ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট করপোরেশন)	১৫০	গ্যাস/ ডিজেল	এনডব্লিউপিজিসিএল	ডিসেম্বর ২০১২
৫৩.	সামতাহার, নওগাঁ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	এইচএফও	বিউবো	ডিসেম্বর ২০১২
৫৪.	কাটাখালী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডংফেং, চায়না)	৫০	এইচএফও	বিউবো	ডিসেম্বর ২০১২
৫৫.	রাউজান, চট্টগ্রাম (কনকর্ড ও প্রগতি কনসোর্টিয়াম লিমিটেড)	২৫	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	৩ মে ২০১৩
৫৬.	হরিপুর ৩৬০ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল	৪১২	গ্যাস	ইজিসিবি	ডিসেম্বর ২০১৩
৫৭.	খুলনা ১৫০ মেঃওঃ জিটি	১৫০	গ্যাস/ডিজেল	এনডব্লিউপিজিসিএল	২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩
৫৮.	আশুগঞ্জ ৫১ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : মিডল্যান্ড পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৬ ডিসেম্বর ২০১৩
৫৯.	শাজাহান উল্লাহ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	২৫	গ্যাস	বেসরকারি(আরইবি)	ডিসেম্বর ২০১৩
৬০.	নাটোর, রাজশাহী ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : রাজ-লংকা পাওয়ার লিঃ	৫২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ জানুয়ারি ২০১৪
৬১.	বারাকা-পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : বরকত উল্লাহ ডায়নামিক	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩ মে ২০১৪
৬২.	মেঘনাঘাট-২ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) স্পন্সর : সামিট পাওয়ার	২০৩	গ্যাস/ ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে ২০১৪
৬৩.	গগনগর ১০২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : ডিজিটাল পাওয়ার এন্ড এসোসিয়েটস	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩ জুন ২০১৪
৬৪.	আপথ্রোডেশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র টু ২২৫ মেঃ ওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৬৮	গ্যাস/ ডিজেল	এনডব্লিউপিজিসিএল	১৪ জুলাই ২০১৪
৬৫.	ঘোড়াশাল ১০৮ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর:রিজেন্ট এনার্জি এন্ড পাওয়ার লিঃ	১০৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ জুলাই ২০১৪
৬৬.	জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা ৫২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর:লাকধানবি বাংলা পাওয়ার লিঃ	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৮ ডিসেম্বর ২০১৪
৬৭.	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১০৮ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর : ECPV Chittagong Ltd.	১০৮	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৪ জানুয়ারি ২০১৫
৬৮.	কাঠপাট্টা, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: সিনহা পিপলস এনার্জি লিঃ	৫১	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
৬৯.	আশুগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	১৪২	গ্যাস	এপিএসসিএল	২৭ এপ্রিল ২০১৫
৭০.	আশুগঞ্জ ১৯৫ মেঃওঃ মডুলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: ইউনাইটেড পাওয়ার	১৯৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৮ মে ২০১৫
*	মেঘনাঘাট-২ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) স্পন্সর:সামিট পাওয়ার	১০২	গ্যাস/ ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১ জুন ২০১৫

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
৭১.	বিবিয়ানা-২ ৩৪১ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) স্পন্সর:সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম	২২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৬ জুন ২০১৫
৭২.	কড্ডা, গাজীপুর ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪৯	গ্যাস/এইচএফও	BPDB-RPCL JV	১৬ আগস্ট ২০১৫
৭৩.	ভোলা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি	১৯৪	গ্যাস	বিউবো	২ সেপ্টেম্বর ২০১৫
*	আশুগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	৭৫	গ্যাস	এপিএসসিএল	১০ ডিসেম্বর ২০১৫
*	বিবিয়ানা-২ ৩৪১ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) স্পন্সর:সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম	১১৯	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ ডিসেম্বর ২০১৫
৭৪.	মদনগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর:সামিট পাওয়ার	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
৭৫.	বরিশাল ১১০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর:সামিট পাওয়ার	১১০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৫ এপ্রিল ২০১৬
৭৬.	নবাবগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট স্পন্সর: ঢাকা সাউদার্ন পাওয়ার লিঃ	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ জুন ২০১৬
৭৭.	আপহ্রেডেশন অব খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেঃ ওঃ কয়লাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৭২	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	২৮ জুন ২০১৬
৭৮.	আশুগঞ্জ সিসিপিপি (দক্ষিণ)	৩৬০	গ্যাস	এপিএসসিএল	২২ জুলাই ২০১৬
৭৯.	মানিকগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট স্পন্সর: ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লিঃ	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ আগস্ট ২০১৬
৮০.	শাহাজীবাজার ৩৩০ মেঃ ওঃ সিসিপিপি	৩৩০	গ্যাস	বিউবো	জিটিঃ ২০ আগস্ট ১৬ এসটিঃ ২০ ডিসেম্বর ১৬
৮১.	জামালপুর ৯৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা	৯৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ নভেম্বর ২০১৬
৮২.	বসিলা, কেরাণীগঞ্জ ১০৮ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর:সিএলসি পাওয়ার ও এসোসিয়েট লিঃ	১০৮	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৮৩.	ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	২৭৮	গ্যাস/এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	৯ মে ২০১৭
৮৪.	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (উত্তর)	৩৬০	গ্যাস	এপিএসসিএল	১১ জুন ২০১৭
৮৫.	কুশিয়ারা ১৬৩ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) স্পন্সর:কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	১০৯	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৫ জুলাই ২০১৭
৮৬.	সরিষাবাড়ি ৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	৩ আগস্ট ২০১৭
৮৭.	চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৪	এইচএফও	বিউবো	১২ আগস্ট ২০১৭
৮৮.	শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল) ইপিসি : Larson & Tubro (L&T)	২২৫	গ্যাস/ এইচএসডি	বিউবো	৮ নভেম্বর ২০১৭
*	ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	১৩২	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	১ জানুয়ারি ২০১৮
৮৯.	বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট)	২৭৪	কয়লা	বিউবো	১ জানুয়ারি ২০১৮
৯০.	কমলাঘাট, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর:Banco Energy	৫৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ জানুয়ারি ২০১৮

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
৯১.	ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি	৩৬৫	গ্যাস	বিউবো	৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৯২.	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি (২য় ইউনিট)	২২০	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৯৩.	নোয়াপাড়া, যশোর ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্রেক) স্পন্সর:বাংলাট্রেক	১০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ এপ্রিল ২০১৮
*	কুশিয়ারা ১৬৩ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি) স্পন্সর:কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	৫৪	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ এপ্রিল ২০১৮
৯৪.	দাউদকান্দি ২০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্রেক) স্পন্সর:বাংলাট্রেক	২০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ এপ্রিল ২০১৮
৯৫.	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	২১৭	গ্যাস	ইজিসিবি	৩০ এপ্রিল ২০১৮
৯৬.	কড্ডা, গাজীপুর ৩০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-২) (ফাস্ট-ট্রেক) স্পন্সর:সামিট পাওয়ার	৩০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১০ মে ২০১৮
৯৭.	ব্রাহ্মনগাঁও, কেরানীগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্রেক) স্পন্সর:এথিকো	১০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ মে ২০১৮
৯৮.	ময়মনসিংহ ২০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্রেক) স্পন্সর:ইউনাইটেড পাওয়ার	২০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ জুন ২০১৮
৯৯.	আওরাহাটি, কেরানীগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্রেক) স্পন্সর:এথিকো	১০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ জুন ২০১৮
মোট		১১,১৩৫			



পরিশিষ্ট-খ

সরকারি ও বেসরকারি খাতে টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন
৫,৭৩৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৩ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের
বাস্তবায়ন অগ্রগতি



সরকারি ও বেসরকারি খাতে টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন ৫,৭৩৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার
২৩ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানির ধরণ	চালুর তারিখ	বর্তমান অবস্থা
সরকারি খাত						
১	আশুগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	এপিএসসিএল	এইচএফও	জুন ২০১৯	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে
২	হরিপুর ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	ইজিসিবি	এইচএফও	জুন ২০১৯	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে
৩	সৈয়দপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	বিপিডিবি	ডিজেল	জুন ২০২০	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে
৪	শ্রীপুর, গাজীপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	বি-আর পাওয়ারজেন	এইচএফও	জুন ২০২০	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে
৫	আপথ্রোডেশন অব বাঘাবাড়ি ১০০ পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ১৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি	৫০	বিপিডিবি	গ্যাস	জুন ২০২১	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে
৬	আপথ্রোডেশন অব শাহজিবাজার ৭০ পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ১০৫ মেঃওঃ সিসিপিপি	৩৫	বিপিডিবি	গ্যাস	জুন ২০২১	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে
৭	ঘোড়াশাল ইউনিট-৬ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি)	২০৬	বিপিডিবি	গ্যাস	জুন ২০২২	
৮	ময়মনসিংহ ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল)	৩৬০	আরপিসিএল	গ্যাস/ডিজেল	ডিসেম্বর ২০২১	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে
মোট (সরকারি খাত)		১১৫১				
বেসরকারি খাত						
১	শিকলবাহা ১০৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (বারাকা পতেঙ্গা- রয়েল হোম'স)	১০৫	আইপিপি	এইচএফও	ডিসেম্বর ২০১৮	২৮/০২/২০১৮ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে
২	বাঘাবাড়ি ২০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (প্যারামাউন্ট বিট্রাক)	২০০	আইপিপি	এইচএসডি	সেপ্টেম্বর ২০১৮	২৭/০২/২০১৮ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে
৩	মানিকগঞ্জ ১৬২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: Consortium of Changzhou Hutang Coal Power Co. Ltd., China and Icon Enterprise Ltd., Bangladesh and Chase Power Ltd., Bangladesh	১৬২	আইপিপি	এইচএফও	জানুয়ারি ২০১৯	০২/০৪/২০১৮ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানির ধরণ	চালুর তারিখ	বর্তমান অবস্থা
৪	সেকগাছা, তেতুলিয়া, পঞ্চগড় ৩০ মেঃওঃ সৌর পার্ক (বেল্লিমকো লিঃ)	৩০	আইপিপি	সৌর	জুন ২০১৯	১৫/০১/২০১৭ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে
৫	সেকগাছা, তেতুলিয়া, পঞ্চগড় ৫০ মেঃওঃ সৌর পার্ক (সিঙ্গাপুর হোল্ডিংস)	৫০	আইপিপি	সৌর	জুন ২০১৯	২০/০৮/২০১৭ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে ০৫-০৪-২০১৭
৬	তিস্তা ব্যারেজের নিকট ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সোলার টেক)	১০০	আইপিপি	সৌর	অক্টোবর ২০১৯	তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে ১২-০৪-২০১৭
৭	বড়দুর্গাপুর, মংলা, বাঘেরহাট ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনারগন)	১০০	আইপিপি	সৌর	অক্টোবর ২০১৯	তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে ৩১-১২-২০১৭
৮	পাবনা ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সার্পোজি পালনজি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লিঃ, ইন্ডিয়া)	১০০	আইপিপি	সৌর	জুন ২০২০	তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে
৯	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনআরবি)	৫০	আইপিপি	গ্যাস	জুন ২০২০	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত
১০	মেঘনাঘাট ৭৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (রিলায়েন্স পাওয়ার লিঃ)	৭১৮	আইপিপি	গ্যাস	জুন ২০২১	২৬-০৭-২০১৭ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে
১১	মেঘনাঘাট ৫৮৩ মেঃওঃ সিসিপিপি (সামিট কর্পোরেশন লিঃ)	৫৮৩	আইপিপি	গ্যাস	জুন ২০২১	২৭-১১-২০১৭ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে
১২	মেঘনাঘাট, নারায়ণগঞ্জ ৫৮৪ মেঃওঃ সিসিপিপি (ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্ট)	৫৮৪	আইপিপি	গ্যাস/ এলএনজি	ডিসেম্বর ২০২১	২৫/০৬/২০১৮ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে
১৩	ঢাকা ২৮২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ)	২৮২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২২	৩১/১০/২০১৩ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে
১৪	চট্টগ্রাম ২৮২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ)	২৮২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২২	৩১/১০/২০১৩ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে
১৫	মিরসরাই ১৩২০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প (হাংবু, চায়না)	১২৪০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২৩	২৭/০৩/২০১৮ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে

মোট (বেসরকারি খাত) ৪৫৮৬

সর্বমোট (সরকারি ও বেসরকারি খাত) ৫৭৩৭



'Energy Scenario and Prospect of Petroleum & Mining Engineering in Bangladesh' শীর্ষক কর্মশালা



'Regulatory Issues Related to LNG & GAS to Power' শীর্ষক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান

পরিশিষ্ট-গ

সরকারি ও বেসরকারি খাতে নির্মাণাধীন ১৪,১৩৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার
৫৬ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি



সরকারি ও বেসরকারি খাতে নির্মাণাধীন ১৪,১৩৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার
৫৬ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সরকারি খাত : ৬,৬৪৭ মেগাওয়াট

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) সংস্থাঃ NWPGL ইপিসিঃ CMC, China	১২ জুলাই ২০১৫	২২০	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ জুলাই /১৮ এসটিঃ ডিসেঃ /১৮	অগ্রগতিঃ ৮৩%
২	বিবিয়ানা ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ মারুবিনি কর্পোরেশন	২৬ ডিসেম্বর ২০১২	৪০০	গ্যাস		জিটিঃ নভেম্বর/১৮ এসটিঃ/জুন/১৯	অগ্রগতিঃ ৭৮ %
৩	গাজীপুর ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ আরপিসিএল ইপিসিঃ HEI, China	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭	১০০	এইচএফও		ডিসেম্বর ২০১৮	অগ্রগতিঃ ৩০%
৪	কাণ্ডাই সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ জেডটিই , চায়না	০৯ জুলাই ২০১৭	৭	সৌর		ডিসেম্বর ২০১৮	অগ্রগতিঃ ৭৬ %
৫	মধুমতি, বাগেরহাট ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ NWPGL ইপিসিঃ	৩০ নভেম্বর ২০১৭	১০০	এইচএফও		ডিসেম্বর ২০১৮	অগ্রগতিঃ ২৭%
*	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) সংস্থাঃ ইজিসিবি ইপিসিঃ স্যামসাং সি এন্ড টি	২৮ মে ২০১২	১১৮	গ্যাস	এসটিঃ মার্চ/১৫	এসটিঃ অগাস্ট /১৯	অগ্রগতিঃ ৬৫%
৬	ঘোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ CEEG, GPEC, China	০৬ জুন ২০১৬	২০০	গ্যাস		মে ২০১৯	অগ্রগতিঃ ৬১ %
৭	আপমডেশন অব সিলেট ১৫০ মেঃ ওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ SEGCL, China	২৬ নভেম্বর ২০১৭	৮৭	গ্যাস		জুন ২০১৯	অগ্রগতিঃ ২০ %

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
৮	শাহজিবাজার ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ Harbin International Electric Company, China	২১ ডিসেম্বর ২০১৭	১০০	গ্যাস		জুন ২০১৯	অগ্রগতিঃ ১১ %
৯	ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ Alstom Switzerland Ltd & CMC, China	১২ জানুয়ারি ২০১৪	২০৬	গ্যাস		এসটিঃ অগাস্ট /১৯	অগ্রগতিঃ ৬৪ %
১০	মিরসরাই ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ বি-আর পাওয়ার জেন ইপিসিঃ সিনো হাইড্রো, চায়না	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১৫০	এইচএফও/ গ্যাস		জুন ২০১৯	অগ্রগতিঃ ৫%
১১	পায়রা, পটুয়াখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ BCPCL (JV of NWPGL & CMC, China) ইপিসিঃ NEPC & CECC	২৯ মার্চ ২০১৬	১৩২০	আমদানিকৃত কয়লা		ডিসেম্বর ২০১৯	অগ্রগতিঃ ৪৩ %
১২	বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ SAMSUNG C & T Cor.	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪	৩৮৩	গ্যাস		জিটিঃ জানু /২০ এসটিঃ ডিসেঃ /২০	অগ্রগতিঃ ২১%
১৩	খুলনা ৩৩০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ HE-ETERN JV, China	১৭ নভেম্বর ২০১৬	৩৩৬	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ জুন/২০ এসটিঃ ডিসেঃ /২০	অগ্রগতিঃ Financial Closing এর কার্যক্রম চলছে
১৪	আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব) সংস্থাঃ APSCL ইপিসিঃ CNTEC	২০ মার্চ ২০১৮	৪০০	গ্যাস		জানুয়ারি ২০২১	অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১৫	বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ ১৩২০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ BIFPCL (JV of BPDB & NTPC, India) ইপিসিঃ BHEL, INDIA	১২ জুলাই ২০১৬	১৩২০	আমদানিকৃত কয়লা		সেপ্টেম্বর ২০২১	অগ্রগতিঃ ৯ %
১৬	মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ সিপিজিসিবিএল ইপিসিঃ Sumitomo, Japan	২৭ জুলাই ২০১৭	১২০০	আমদানিকৃত কয়লা		জুন ২০২৪	অগ্রগতিঃ ১৮%
সর্বমোট (সরকারি খাত)			৬৬৪৭				

* ইতোমধ্যে চালু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে দেখানো হয়েছে।

বেসরকারি খাতঃ ৭,৪৮৭ মেগাওয়াট

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১	পানগাঁও,কেরাণীগঞ্জ ৩০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্রেক) স্পন্সর: এপিআর	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	৩০০	ডিজেল	ফেব্রুয়ারি ২০১৮	জুলাই ২০১৮	অগ্রগতিঃ ৯৮%
২	কড্ডা ১৪৯ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: Summit Power & Alliance Holding Ltd.	১২ এপ্রিল ২০১৭	১৪৯	এইচএফও/ গ্যাস	১২ জুলাই ২০১৮	জুলাই ২০১৮	অগ্রগতিঃ ৯০%
৩	টেকনাফ, কক্সবাজার ২০ মেঃওঃ সৌর পার্ক স্পন্সর: টেকনাফ সোলারটেক এনার্জি লিঃ	০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	২০	সৌর	১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	জুলাই ২০১৮	অগ্রগতিঃ ৯০%
৪	আশুগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্রেক) স্পন্সর: মিডল্যান্ড ইন্সট পাওয়ার	১১ ডিসেম্বর ২০১৭	১৫০	এইচএফও		অগাস্ট ২০১৮	অগ্রগতিঃ ৭৯%
৫	রূপসা, খুলনা ১০৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্রেক) স্পন্সর: ওরিয়ন রূপসা পাওয়ার	১১ ডিসেম্বর ২০১৭	১০৫	এইচএফও	মে ২০১৮	অগাস্ট ২০১৮	অগ্রগতিঃ ৭০%

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থ-বছর ২০১৭-১৮



ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
৬	চাঁদপুর ২০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্রেক) স্পন্সর:দেশ এনার্জি চাঁদপুর পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	০৪ জানুয়ারি ২০১৮	২০০	এইচএফও	মে ২০১৮	অগাস্ট ২০১৮	অগ্রগতিঃ ৭০%
৭	জুলদা, চট্টগ্রাম ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-৩) (ফাস্ট-ট্রেক) স্পন্সর:এর্কু ইনফ্রাস্ট্রাকচার	০২ নভেম্বর ২০১৭	১০০	এইচএফও	মে ২০১৮	সেপ্টেম্বর ২০১৮	অগ্রগতিঃ ৬৫%
৮	বগুড়া ১১৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-২) (ফাস্ট-ট্রেক) স্পন্সর:কনফিডেন্স পাওয়ার	২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১১৩	এইচএফও	মে ২০১৮	সেপ্টেম্বর ২০১৮	অগ্রগতিঃ ৬৫%
৯	সিরাজগঞ্জ ৪০০±১০ মেঃওঃ সিসিপিপি স্পন্সর: Symcorp,Singapore	০৮ আগস্ট ২০১৬	৪১৪	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ জানু/১৯ এসটিঃ মে/১৯	অগ্রগতিঃ ৭৬%
১০	রংপুর ১১৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর:কনফিডেন্স পাওয়ার	১১ ডিসেম্বর ২০১৭	১১৩	এইচএফও		জুন ২০১৯	অগ্রগতিঃ ২৫%
১১	জুলদা, চট্টগ্রাম ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইউনিট-২ স্পন্সর:এর্কন ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিস লিঃ	২৩ জানুয়ারি ২০১৭	১০০	এইচএফও		ফেব্রুয়ারি ২০১৯	অগ্রগতিঃ ৭%
১২	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: প্রিশিসান এনার্জি	৩১ জুলাই ২০১৭	১১৬	এইচএফও		মার্চ ২০১৯	অগ্রগতিঃ ৩০%
১৩	টাঙ্গাইল ২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডুয়েল ফুয়েল) স্পন্সর: টাঙ্গাইল পল্লী পাওয়ার জেনারেশন লিঃ	২৭ ডিসেম্বর ২০১৭	২২	এইচএফও/ গ্যাস		মার্চ ২০১৯	অগ্রগতিঃ ২%
১৪	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ লিঃ	১৩ নভেম্বর ২০১৬	৩০০	এইচএফও		এপ্রিল ২০১৯	অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
১৫	পটিয়া, চট্টগ্রাম(সাতক্ষীরা) ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: জোড়িয়াক পাওয়ার	১৯ মার্চ ২০১৮	৫৪	এইচএফও	জুন ২০১৯	এপ্রিল ২০১৯	অগ্রগতিঃ ৪০%

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১৬	বগুড়া ১১৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-৩) স্পন্সর: কনফিডেন্স পাওয়ার	১১ ডিসেম্বর ২০১৭	১১৩	এইচএফও		জুন ২০১৯	অগ্রগতিঃ ৩০%
১৭	চৌমুহনী, নোয়াখালি ১১৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: এইচ এফ পাওয়ার	১১ ডিসেম্বর ২০১৭	১১৩	এইচএফও		জুন ২০১৯	অগ্রগতিঃ ১০%
১৮	ভৈরব ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: Atiken Spence Plc. & Alliance Holdings Ltd.	১২ অক্টোবর ২০১৭	৫৪	এইচএফও	১১ অক্টোবর ২০১৮	জুন ২০১৯	অগ্রগতিঃ ৪৫%
১৯	মেঘনাঘাট ১০৪ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: ওরিয়ন পাওয়ার সোনারগাঁও লিঃ	১৬ জানুয়ারি ২০১৮	১০৪	এইচএফও		জুলাই ২০১৯	অগ্রগতিঃ ৩%
২০	শিকলবাহা, চট্টগ্রাম ১১০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: কর্ণফুলি পাওয়ার	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১১০	এইচএফও		আগস্ট ২০১৯	অগ্রগতিঃ ভূমি উন্নয়ন কাজ চলিতেছে
২১	চাঁদপুর ১১৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: ডুরিন পাওয়ার	১৭ জানুয়ারি ২০১৮	১১৫	এইচএফও		জুলাই ২০১৯	অগ্রগতিঃ ১৫%
২২	কেরাণীগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট (খুলনা) স্পন্সর: পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা	২৫ আগস্ট ২০১১	১০০	এইচএফও	২১ নভেম্বর ২০১২	জুলাই ২০১৯	অগ্রগতিঃ ৩% *স্থান পরিবর্তন প্রক্রিয়াধীন
২৩	জামালপুর ১১৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: ইউনাইটেড পাওয়ার	২১ জানুয়ারি ২০১৮	১১৫	এইচএফও		আগস্ট ২০১৯	অগ্রগতিঃ ২৫%
২৪	ফেণী ১১৪ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: লাকধানাভি	১৯ মার্চ ২০১৮	১১৪	এইচএফও		আগস্ট ২০১৯	অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
২৫	ঠাকুরগাঁও ১১৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন)	০৩ মে ২০১৮	১১৫	এইচএফও		আগস্ট ২০১৯	অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
২৬	কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: কাঞ্চন পূর্বাচল পাওয়ার লিঃ	১৪ মে ২০১৮	৫৫	এইচএফও		আগস্ট ২০১৯	অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
২৭	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট ৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: GHEL,BD & CETC,China)	২৯ জানুয়ারি ২০১৮	৫	সৌর		ডিসেম্বর ২০১৯	অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
২৮	সুতাখালি, ময়মনসিংহ ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: HDFC SinPower Ltd.	১৯ অক্টোবর ২০১৬	৫০	সৌর		ডিসেম্বর ২০১৯	অগ্রগতিঃ ১০%
২৯	গঙ্গাছড়া, রংপুর ৩০ মেঃওঃ সৌর পার্ক স্পন্সর: ইনট্রাকো সোলার লিঃ	২৭ আগস্ট ২০১৭	৩০	সৌর		ডিসেম্বর ২০১৯	অগ্রগতিঃ ২৫%
৩০	লতাশাল, গাইবান্ধা ২০০ মেঃওঃ সৌর পার্ক স্পন্সর: তিস্তা সোলার লিঃ	২৬ অক্টোবর ২০১৭	২০০	সৌর		ডিসেম্বর ২০১৯	অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
৩১	মাঝিপাড়া, তেতুলিয়া ৮ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: প্যারাগন	১৩ মে ২০১৮	৮	সৌর		ডিসেম্বর ২০১৯	অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
৩২	ভোলা ২২০ মেঃওঃ সিসিপিপি স্পন্সর: সার্পোজি পালনজি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লিঃ, ইন্ডিয়া	২৮ আগস্ট ২০১৭	২২০	গ্যাস/ ডিজেল		ডিসেম্বর ২০১৯	অগ্রগতিঃ ১৩%
৩৩	টেকনাফ ২০০ মেঃওঃ সৌর পার্ক স্পন্সর: সাউদার্ন সোলার পাওয়ার লিঃ	০৯ জানুয়ারি ২০১৭	২০০	সৌর		ডিসেম্বর ২০১৯	অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
৩৪	কক্সবাজার ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: ইউএস-ডিকে গ্রীন এনার্জি (বিডি) লিঃ	১৫ মে ২০১৮	৬০	বায়ু	২৪ মার্চ ২০১৫	ডিসেম্বর ২০১৯	অগ্রগতিঃ ২২%
৩৫	ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ ৩২ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: EDISUN- Powerpoint & Haor Bangla-Korea Green Energy Ltd.	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৩২	সৌর		ডিসেম্বর ২০১৯	অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
৩৭	বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: বরিশাল ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি	১২ এপ্রিল ২০১৮	৩০৭	আমদানিকৃত কয়লা		ডিসেম্বর ২০২১	অগ্রগতি: প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
৩৮	মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্পন্সর: ওরিয়ন ঢাকা পাওয়ার লিঃ (ঢাকা-১)	২৭ জুন ২০১২	৫২২	আমদানিকৃত কয়লা	জুলাই ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২২	অগ্রগতি: ৩% *Financial Closing হয় নাই *EIA অনুমোদিত
৩৯	ঢাকা ৬৩৫ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প স্পন্সর: ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২ (ঢাকা-২)	২১ এপ্রিল ২০১৬	৬৩৫	আমদানিকৃত কয়লা	জানুয়ারি ২০২০	ডিসেম্বর ২০২২	অগ্রগতি: ২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে GE, USA এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে
৪০	খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্পন্সর: ওরিয়ন খুলনা পাওয়ার লিঃ	২৭ জুন ২০১২	৬৩০	আমদানিকৃত কয়লা	মার্চ ২০১৬	জুন ২০২৩	অগ্রগতি: ৩%
সর্বমোট (বেসরকারি খাত)			৭৪৮৭				
সর্বমোট (সরকারি ও বেসরকারি খাত)			১৪,১৩৪				



পরিশিষ্ট-ঘ

সরকারি ও বেসরকারি খাতে পরিকল্পনাধীন
বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ



সরকারি ও বেসরকারি খাতে পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানির ধরণ	চালুর তারিখ	বর্তমান অবস্থা
সরকারি খাত						
১.	রাঙ্গুনিয়া ৬০ মেঃওঃ সৌর পার্ক	৬০	বিপিডিবি	সৌর	ডিসেম্বর ২০২০	ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে
২.	সোনাগাজী, ফেণী ১০০ মেঃওঃ সৌর পার্ক	১০০	বিপিডিবি	সৌর	ডিসেম্বর ২০২০	ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে
৩.	গঙ্গাছড়া, রংপুর ৫৫ মেঃওঃ সৌর পার্ক	৫৫	বিপিডিবি	সৌর	ডিসেম্বর ২০২০	ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে
৪.	সাতক্ষীরা ২৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২৫	বিপিডিবি	এইচএফও	ডিসেম্বর ২০২০	প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
৫.	পায়রা ১২০০x৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩৬০০	এনডব্লিউপি জিসিএল	এলএনজি	জুন ২০২০ জুন ২০২১ জুন ২০২২	Siemens এবং NWPGCL এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে
৬.	খুলনা ৮০০ মেঃওঃ সিসিপিপি	৮০০	এনডব্লিউপি জিসিএল	এলএনজি	জুন ২০২২	প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
৭.	বরিশাল ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি	২২৫	বিপিডিবি	গ্যাস/ডিজেল	ডিসেম্বর ২০২১	প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
৮.	রাউজান, চট্টগ্রাম ৫৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি	৫৫০	বিপিডিবি	এলএনজি	ডিসেম্বর ২০২১	ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলিতেছে
৯.	সিদ্ধিরগঞ্জ ৫৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি	৫৫০	বিপিডিবি	এলএনজি	ডিসেম্বর ২০২১	প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
১০.	ভেড়ামারা ৫৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি	৫৫০	বিপিডিবি	গ্যাস/ডিজেল	জুন ২০২২	প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
১১.	পায়রা, পটুয়াখালি ১২০০- ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	১৩২০	এনডব্লিউপি জিসিএল	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২৩	Feasibility Study চলমান আছে
১২.	মহেশখালি ১২০০x৩ মেগাওয়াট এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩৬০০	বিপিডিবি	এলএনজি	জুন ২০২৪ জুন ২০২৫ জুন ২০২৬	বিভিন্ন Sponsor এবং BPDB এর মধ্যে আলোচনা চলছে
১৩.	কোহেলীয়া ৭০০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of CPGCBL & Sembcorp, Singapore)	৭০০	যৌথ উদ্যোগ (সিঙ্গাপুর)	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৫	Feasibility Study ও EIA সম্পন্ন হয়েছে
১৪.	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	১২০০	বিপিডিবি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৫	পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে
১৫.	পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩২০	এপিএসসিএল	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৫	ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানির ধরণ	চালুর তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১৬.	পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of RPCL & Norinco, China)	১৩২০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৫	প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি, ইআইএ ও এসআইএ স্ট্যাডি সম্পন্ন হয়েছে
১৭.	পেকুরা ১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of EGCB & Mitsui, Japan)	১৩২০	যৌথ উদ্যোগ (জাপান)	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৫	১৭ জুন ২০১৬ তারিখে EGCB এবং Mitsui , Japan এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে
১৮.	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & TNB-PTB, Malaysia)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (মালেশিয়া)	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৬	২০ জুলাই ২০১৬ তারিখে BPDB এবং TNB-PTB এর মধ্যে JVA স্বাক্ষর হয়েছে
১৯.	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & SEPCO, China)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৬	২৭ জুন ২০১৬ তারিখে BPDB এবং SEPCO এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে JVA স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন
২০.	মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of CPGCBL & Sumitomo, Japan)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (জাপান)	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৬	০৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে CPGCBL এবং Sumitomo এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে
২১.	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & CHDHK, China)	১৩২০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২৬	৬ মে ২০১৮ তারিখে BPDB এবং CHDHK এর মধ্যে JVA স্বাক্ষর করা হয়েছে
২২.	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & KEPCO, South Korea)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (দক্ষিণ কোরিয়া)	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৭	১৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখে BPDB এবং KEPCO এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে
মোট (সরকারি খাত)		২৩৪১৫				



বড়পুকুড়িয়া ৩য় ইউনিট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



নোয়াপাড়া ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

পরিশিষ্ট-৩

বিদ্যুৎ বিভাগের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত বিদ্যুৎ বিভাগের
প্রকল্পসমূহের জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি



২০১৭-২০১৮ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি) তে অন্তর্ভুক্ত
বিদ্যুৎ সেক্টরের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুন, ২০১৮) বিবরণ:

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				জুন-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		ম স্ত ব্য	
			প্রকল্প ব্যয় মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)		
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য			
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ			
			জৌত অগ্রগতি (%)		জৌত অগ্রগতি (%)		জৌত অগ্রগতি (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		
বিদ্যুৎ বিভাগ (নিজস্ব)										
১	১০১২০২	টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স ফর উইন্ড রিসোর্সেস ম্যাপিং, (০১/১১/২০১২ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), অনুমোদিত, [মোহাম্মদ বজলুর রহমান (যুগ্ম সচিব)]	২২৪৪.৬৯	১৩৩.১৭	৯৬.৫০ %	১.০০	২,২৩২.৬৬			
			৩২৬.৬৯	৬০.১৭	৯২.৫৭ %		২৫৮.৬৬			
			১৯১৮.০০	৭৩.০০	১০০.০০ %		১,৯৭৪.০০			
			০.০০	---	---	---	---			
			---	১০০.০০ %		১০০.০০ %				
২	১০১৩০১	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এ্যান্ড প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট ফর পাওয়ার সেক্টর এজেন্সিজ, (০১/০৭/২০১৩ হইতে ৩১/১২/২০১৮), ইআইবি, অনুমোদিত, [মোঃ মাহবুব-উল-আলম (অতিরিক্ত সচিব)]	৭২০০.০০	২,৮৬৮.৮৫	৯৮.৪২ %	১.০০	৪,৭৭৬.৩৮			
			৪০০.০০	৬৮.৮৫	৫৯.৮৭ %		১৭৯.৩৮			
			৬৮০০.০০	২,৮০০.০০	১০০.০০ %		৪,৫৯৭.০০			
			০.০০	০.০০	---	---	---			
			---	১০০.০০ %		১০০.০০ %				
৩	১০১৮০১	টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর ডেভেলপমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, (০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [রহমত উল্লাহ মোঃ দস্তগীর এনডিসি (অতিরিক্ত সচিব)]	১৪০৪২.০০	৯.৭৯	৯৭.৯৩ %	১.০০	৯.৭৯			
			২০০৫.০০	৯.৭৯	৯৭.৯৩ %		৯.৭৯			
			১২০৩৭.০০	০	০.০০ %		০.০০			
			০.০০	০	---	---	০.০০			
			---	১০০.০০ %		১০০.০০ %				
বিদ্যুৎ বিভাগ (নিজস্ব)-এর সর্বমোট:			---	৩০১১.৮১	---	---				
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড										
৪	১১০৯১০	গ্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রকল্প ফর ডিস্ট্রিবিউশন সাউদার্ন জোন, চট্টগ্রাম (ফেইজ-১), (০১/০১/২০০৯ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), সং অনুঃ, [মোঃ কামাল উদ্দিন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৩৭৩৫.৮১	২৭৪৪.৫	৯৯.৮০ %	১.০০	১১,৫০১.৯৭			
			১৩১৫২.৮২	২৭৪৪.৫	৯৯.৮০ %		১১৪৫৮.৯৬			
			০.০০	০	০.০০ %		০.০০			
			৫৮২.৯৯	০	---	---	৪৩.০১			
			---	১০০.০০ %		১০০.০০ %				

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				জুন-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
			মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			তৌত অগ্রগতি (%)		তৌত অগ্রগতি (%)	তৌত অগ্রগতি (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৫	১১১২১৬	“ইনস্টলেশন অব ৭.৪ মেঃওঃ (পূর্বের ৫ মেঃওঃ) সোলার ফটো ভোলটেইক (পিভি) গ্রিড-কানেক্টেড পাওয়ার জেনারেশন প্রকল্প এটি কাগজই (১ম সংশোধিত) (০১/০৩/২০১২ হইতে ৩১/১২/২০১৮), এডিবি, অনুমোদিত, [Md. Faruque Ahmed (XEN)]	১১০৩৯.৯০	৫২৭৫.	১০০.০০ %	১০০.০০%	৫৮৯৩.৬১		
			১৬৯৩.৮৩	২১০.	১০০.০০ %		২২০.০০		
			৮৫৫০.৪৬	৫০৬৫.	১০০.০০ %		৫৬৪৭.৯১		
			৭৯৫.৬১	০	---	---	২৫.৭০		
			১০০.০০ %		১০০.০০ %				
৬	১১১২১৮	সোলার স্ট্রীট লাইটিং প্রোগ্রাম ইন সিটি করপোরেশনস, (০১/০১/২০১২ হইতে ৩১/১২/২০১৮), এডিবি, অনুমোদিত, নূরুন নাহার বেগম (প্রকল্প সমন্বয়কারী) (অতিঃ প্রধান প্রকৌঃ)]	২৫১৬৬.৭১	১০৪১৯.৩৮	১০৪.১৯ %	১০০.০০%	১২৯৬৪.১		
			১১৮৮৬.৫৮	৫০০০.	১০০.০০ %		৬১৩৯.২৩		
			১৩২৮০.১৩	৫৪১৯.৩৮	১০৮.৩৯ %		৬৮২৪.৮৭		
			০.০০	০	---	---	০		
			১০০.০০ %		১০০.০০ %				
৭	১১১২১৯	শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল কন্ডাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্রকল্প নির্মাণ, (০১/১১/২০১২ হইতে ৩১/১২/২০১৮), অনুমোদিত, [মোতাহের হোসেন (প্রকল্প পরিচালক) (অতিঃপ্রঃ)]	২০০৮১৮.০৭	৪৩৩১৫.১	১০৩.৩৮ %	১০০.০০%	১৫৮৪২৪.৯২		
			৫৮০৮৩.১২	২৮০০০.	১০০.০০ %		৪৬৩৫০.৬৮		
			১২৪২৯৮.৪৬	১৫৩১৫.১	১১০.১৮ %		১১১৯১৯.৪৪		
			১৮৪৩৬.৪৯	৭০০৩.৫২	---	---	৭১৫৮.৩২		
			১০০.০০ %		১০০.০০ %				
৮	১১১৩০২	কনভারশন অব শাহাজীবাজার ২*৩৫ মেঃওঃ পাওয়ার প্রকল্প টু ১০৫ মেঃওঃ কন্ডাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্রকল্প, (০১/০১/২০১৩ হইতে ৩১/১২/২০১৬), ইআইবি, অনুমোদিত, [Md. Altaf Hossain (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৪২০০.৪৭	০	০.০০ %	১০০.০০%	১		
			১৭৭৯.৩১	০	০.০০ %		১		
			৩০৭৪১.৭৮	০	০.০০ %		০		
			১৬৭৯.৩৮	০	---	---	০		
			১০০.০০ %		১০০.০০ %				

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অর্থগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				শুরু-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অর্থগতি		ম স্ত ব্য
			মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অর্থগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অর্থগতি শতকরা (%)	
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			ভৌত অর্থগতি (%)		ভৌত অর্থগতি (%)	ভৌত অর্থগতি (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৯	১১১৩০৪	কনভারশন অব বাঘাবাড়ি ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ১৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, (০১/০১/২০১৩ হইতে ৩১/১২/২০১৬), ইআইবি, অনুমোদিত, [শেখ মঈন উদ্দীন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৫১৩৭৭.৬৯	০	০.০০ %	১০০.০০%	৪৭৭.১৫		
			৫১৫৮.৩৬	০	০.০০ %		৪৫৯.৮		
			৪৩৪১৫.০০	০	০.০০ %		০		
			২৮০৪.৩৩	০	---	---	১৭.৩৫		
			---	১০০.০০ %	১০০.০০ %				
১০	১১১৩০৫	কনস্ট্রাকশন অব বিবিয়ান-III ৪০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প I, (০১/০৭/২০১৩ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), ইসিএ, অনুমোদিত, [প্রকৌঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক প্রঃপ্রঃ)]	৩৩৫৮০৮.১৯	৮৫৩৯০.৭৫	১১৪.৪৬ %	১০০.০০%	১৯৭১৭৪.৩৭		
			৮৫৫৬৫.১৮	৪৬০০.	১০০.০০ %		৫২৬১৩.১৬		
			২৩৬১৩৭.৭৮	৮০৭৯০.৭৫	১১৫.৪২ %		১৪৪২৯০.৭৫		
			১৪১০৫.২৩	০	---	---	২৭০.৪৬		
			---	১০০.০০ %	১০০.০০ %				
১১	১১১৩০৬	এক্সটেনশন অব বড়পুকুরিয়া কোল ফায়ারড থার্মাল পাওয়ার স্টেশন বাই ২৭৫ মেঃওঃ (থার্ড ইউনিট), (০১/১২/২০১৩ হইতে ৩১/১২/২০১৮), অনুমোদিত, [মোঃ আব্দুল হাকিম সরকার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী)]	২৬৬৩২৫.৭৪	৬০৬৭৯.৪	১০২.৮৫ %	১০০.০০%	২৪২৬৪৬.৮৭		
			৬৯২৭৯.৯১	২৫০০০.	১০০.০০ %		৫৬০৩১.৬		
			১৮০০৯৯.২৬	৩৫৬৭৯.৪	১০৪.৯৪ %		১৮১৯২৭.২১		
			১৬৯৪৬.৫৭	৩৮১১.৯৪	---	---	৮৫০০		
			---	১০০.০০ %	১০০.০০ %				
১২	১১১৩০৮	কনস্ট্রাকশন অফ খুলনা কোল বেইজড পাওয়ার প্ল্যান্ট কানেকটিং রোড, (০১/০১/২০১৪ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), সং অনুঃ, [ABM Anwarul Azim(প্রকল্পপরিচালক)]	২৩৯৬৭.২৭	১৮০০.	১০০.০০ %	১০০.০০%	১৩৯০৭.৬৫		
			২৩৮৪৬.০৪	১৮০০.	১০০.০০ %		১৩৬৯৭.০৩		
			০.০০	০	০.০০ %		০%		
			১২১.২৩	০		---	২১০.৬২		
			---	১০০.০০ %	১০০.০০ %				

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থ-বছর ২০১৭-১৮



ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				জুন-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
			মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			তৌত অগ্রগতি (%)		তৌত অগ্রগতি (%)	তৌত অগ্রগতি (%)			
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	
১৩	১১১৩০৯	প্রিগেইড মিটারিং ফর ডিস্ট্রিবিউশন কুমিল্লা এন্ড ময়মনসিংহ, (০১/০৭/২০১৩ হইতে ৩১/১২/২০১৯), কেএফডব্লিউ, অনুমোদিত, [কে এম নাজিম উদ্দীন (প্রকল্প পরিচালক) (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৩২৪৯.২২	৩৬৪.	১০০.০০ %	১০০.০০ %	৮০৫.৫		
			১৮২৫.৭৪	২৪৫.	১০০.০০ %		৫০৭.৮৬		
			১০৪০৪.৮৫	১১৯.	০.০০ %		২৯৭.৬৪		
			১০১৮.৬৩	০	---	---	০		
			১০০.০০ %		১০০.০০ %				
১৪	১১১৪০১	কনস্ট্রাকশন অব ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০১/২০১৪ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), ইসিএ, অনুমোদিত, [মোঃ তোফাজ্জল হোসেন (অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী)]	২৫১১৯৭.০২	৬৮৫০০.	১০০.০০ %	১০০.০০ %	২৩৪১২৮.৮২		
			৭৪৫০৫.০০	২৮৫০০.	১০০.০০ %		৫৪৫৮৫.০০		
			১৬৫৩১৯.১২	৪০০০০.	০.০০ %		১৭৮৯৭১.৯৭		
			১১৩৭২.৯০	০	---	---	৫৭১.৮৫		
			১০২.৬৩ %		১০০.০০ %				
১৫	১১১৪০২	চিটাগাং জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, বিউবো, চট্টগ্রাম I, (০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), অনুমোদিত, [জনাব মোঃ আবদুল মোতালিব (প্রধান প্রকৌশলী)]	১০৯৯৬৯.৮৮	১৬০০০.	১০০.০০ %	১০০.০০ %	৬১৭৭৩.০০		
			১০৬৩৬১.৭৪	১৬০০০.	১০০.০০ %		৬১৭৭৩.০০		
			০.০০	০.০০	০.০০ %				
			৩৬০৮.১৪	০.০০	---	---			
			১০৬.২৫ %		১০০.০০ %				
১৬	১১১৫০১	ঘোড়াশাল-৩ রি-পাওয়ারিং প্রজেক্ট, (০১/০১/২০১৫ হইতে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, [সৈয়দ আব্দুল হাকিম শাহ (প্রকল্প পরিচালক) (প্রধান প্রকৌঃ)]	২৫১৯৩৪.৭৮	৭৫০২৫.৯৮	১০০.০৩ %	১০০.০০ %	১৩২৩৬৪.১৩		
			৪৯৯৭৯.৭৯	০	০.০০ %		৫০০০.০০		
			২০১৯৫৪.৯৯	৭৫০২৫.৯৮	১০০.০৩ %		১২৭৩৫৯.১৩		
			০.০০	০		---	৫.০০		
			১০৬.২৫ %		১০০.০০ %				
১৭	১১১৫০২	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী জোন, (০১/০৭/২০১৫ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), অনুমোদিত, [প্রকৌঃ এম এ আজিজ (প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত))]	৯১৪৯৮.৮৭	১৩০০০.	১০০.০০ %	১০০.০০ %	৪১৬১৮.০০		
			৮৮০০৪.৯৭	১৩০০০.	১০০.০০ %		৪১৬১৮.০০		
			০.০০	০	০.০০ %		০.০০		
			৩৪৯৩.৯০	০	---	---	০.০০		
			১০০.০০ %		১০০.০০ %				

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অর্থগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				জুলাই-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অর্থগতি		ম স্ত ব্য
			প্রকল্প ব্যয়	আর্থিক অর্থগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অর্থগতি শতকরা (%)		
			মোট টাকা	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		
			প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ		
			ভৌত অর্থগতি (%)		ভৌত অর্থগতি (%)	ভৌত অর্থগতি (%)			
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	
১৮	১১১৫০৫	রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প এলাকায় দ্বিতীয় ব্লকের ভূমি উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প, (১৬/১১/২০১৫ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), অনুমোদিত, [এবিএম আনোয়ারুল আজিম (প্রকল্প পরিচালক) (অতি: প্রধান প্রকৌশলী)]	৪৬২৫৭.০০ ৪৬২৫৭.০০ ০.০০ ০.০০ ---	৫২০০. ৫২০০. ০.০০ ০.০০ ১০০.০০ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % ০.০০ % ---	১০০.০০ % ---	৪১৬৯২.০০ ৪১৬৯২.০০		
১৯	১১১৬০১	ঘোড়াশাল ৪র্থ ইউনিট রি-পাওয়ারিং প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [টি.আই.এম নূরুন্নাবি (প্রকল্প পরিচালক) (অঃ প্রঃ প্রঃ)]	২০২৯২৩.৯৭ ২২২৪৮.২১ ১৬৮৬৬৩.৭৭ ১২০১১.৯৯ ---	৪৬৭৪২.৯২ ৫৩০০. ৪১৪৪২.৯২ ০.০০ ১০০.০২ %	১০৩.১৯ % ১০০.০০ % ১০৩.৬১ % ---	১০০.০০ % ---	৯৯৯১৭.০৬ ৯৯০০.০০ ৯০০১৭.০৬		
২০	১১১৬০২	পাওয়ার সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, রংপুর জোন, (০১/০১/২০১৬ হইতে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, [ধৃজ্জী প্রসাদ সেন]	১৩৩৪২৮.৭৩ ১২৭৪৫৭.৬৮ ০.০০ ৫৯৭১.০৫ ---	১৮০০০. ১৮০০০. ০.০০ ০.০০ ১০৬.২৫ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % ০.০০ % ---	১০০.০০ % ---	৪৩৯৮৪.৮০ ৪৩৯৮৪.৮০		
২১	১১১৬০৩	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট বিভাগ, (০১/০৪/২০১৬ হইতে ৩১/০৩/২০১৯), অনুমোদিত, [এম এম সিদ্দিক (প্রকল্প পরিচালক)]	১৮৯০৮৪.৯০ ১৭৩৮৬১.০২ ০.০০ ১৫২২৩.৮৮ ---	১৮০০০. ১৮০০০. ০.০০ ০.০০ ১০০.০০ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % ০.০০ % ---	১০০.০০ % ---	২০৫০০.০০ ২০৫০০.০০		
২২	১১১৭০১	খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল কখাইভ সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [জ্যোতির্ময় হালদার (প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ))]	৩২৫৩৭৬.১৭ ৮৯০৬১.৮৯ ২০১৩৯৫.৭৮ ৩৪৯১৮.৫০ ---	৬৯.৩২ ৬৯.৩২ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০ %	১০০.৮৬ % ১০০.৮৬ % ০.০০ % ---	১০০.০০ % ---	১১৯.৩২ ১১৯.৩২		

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থ-বছর ২০১৭-১৮



ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				জুন-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
			প্রকল্প ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক অগ্রগতি	মোট	আর্থিক অগ্রগতি	
			মোট	মোট	শতকরা (%)	শতকরা (%)	মোট	শতকরা (%)	
			টাকা	টাকা			টাকা		
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			তৌত অগ্রগতি (%)		তৌত অগ্রগতি (%)	তৌত অগ্রগতি (%)			
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২৩	১১১৭০২	তিন পার্বত্য জেলায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০৪/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ মতিউর রহমান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৫৬৫৬৭.৭০ ৫৩৮১২.৮৭ ০.০০ ২৭৫৪.৮৩ ---	১১০০০. ১১০০০. ০.০০ ০.০০ ১০০.২৮%	১০০.৪৬ % ১০০.৪৬ % ০.০০ % --- ১০০.০০ %	১০০.০০ % --- ---	১১০০০.০০ ১১০০০.০০ ---		
২৪	১১১৭০৩	মহেশখালী পাওয়ার হাব এর ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৮), অনুমোদিত, [মোঃ আরিফুর রহমান ভূঞা (প্রধান প্রকৌশলী)]	১৩২৪৬৫.৯৮ ৭৪২৫৬.১৯ ০.০০ ৫৮২০৯.৭৯ ---	৬৬২৪৫. ৬৬২৪৫. ০ ৫৭৪০৫.৩২ ১০০.০০%	১০০.০০ % ১০০.০০ % ০.০০ % --- ১০০.০০ %	১০০.০০ % ---	৬৬২৪৫.০০ ৬৬২৪৫.০০ ০.০০ ৫৭৪০৫.৩২		
২৫	১১১৮০১	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, ময়মনসিংহ জোন, (০১/০১/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ শাহাদাত হোসেন খান ইউসুফজাই (প্রকল্প পরিচালক [অতি: প্রধান প্রকৌশলী])]	১৫৭৫৪৬.০০ ১৫২৪৫৮.০০ ০.০০ ৫০৮৮.০০ ---	১৮৪৪. ১৮৪৪. ০.০০ ০.০০ ১০০.০০%	১০০.০০ % ১০০.০০ % ০.০০ % --- ১০০.০০ %	১০০.০০ % ---	১৮৪৪.০০ ১৮৪৪.০০ ---		
২৬	১১১৮০২	কেরাণীগঞ্জ বিউবোর নিজস্ব জমির ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা দেয়াল নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৮), অনুমোদিত, [মোঃ মঞ্জুরুল আলম (নির্বাহী প্রকৌশলী)]	৭৮১৮.৭৫ ৭৫৯২.৪৬ ০.০০ ২২৬.২৯ ---	৩৪৯৯.৯৮ ৩৪৯৯.৯৮ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০%	১০০.০০ % ১০০.০০ % ০.০০ % --- ১০০.০০ %	১০০.০০ % ---	৩৪৯৯.৯৮ ৩৪৯৯.৯৮ ---		
২৭	১১১৮০৩	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, কুমিল্লা জোন, (০১/০১/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ হারুন উর রশীদ (অতি: প্রধান প্রকৌশলী)]	১৫২১৭৬.০০ ১৪৫৫৯৪.৭৪ ০.০০ ৬৫৮১.২৬ ---	১৪২. ১৪২. ০.০০ ০.০০ ১০০.০০%	১০০.০০ % ১০০.০০ % ০.০০ % --- ১০০.০০ %	১০০.০০ % ---	১৪২.০০ ১৪২.০০ ---		
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর সর্বমোট:			---	৫৫৩২৫৭.৩৪	---	---			

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প ব্যয়		জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		১৮-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		ম স্ত ব্য
			মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড									
২৮	১২১৪০২	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম- ৩৩, (০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ আহাদজ্জামান মোল্লা (প্রকল্প পরিচালক)]	১৩৮৫২০.০০	৩২৬৯৯.৯৫	১০০.০০ %	১০০.০০%	১০৮৪৫৪.৮৮		
			১৩৮৫২০.০০	৩২৬৯৯.৯৫	১০০.০০ %		১০৮৪৫৪.৮৮		
			০.০০	০.০০	০.০০ %				
			০.০০	০.০০	---	---			
			---	১০০.০০%		১০০.০০ %			
২৯	১২১৪০৩	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-II, (০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	১৬৮৭৩০.০০	৩৭৯৯৯.৮৫	১০০.০০ %	১০০.০০%	১৩২৮০৬.১৭		
			১৬৮৭৩০.০০	৩৭৯৯৯.৮৫	১০০.০০ %		১৩২৮০৬.১৭		
			০.০০	০.০০	০.০০ %				
			০.০০	০.০০	---	---			
			---	১০০.০০%		১০০.০০ %			
৩০	১২১৪০৪	পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের আপগ্রেডেশন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট ডিভিশন) শীর্ষক প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [মোঃ মোস্তফা কামাল (প্রকল্প পরিচালক)]	৫১৯৮৩৩.৩২	১০৯২৩২.৫১	১২২.০৫ %	১০০.০০%	২৩৫৭৯৩.৩৫		
			১২৯৩৩৩.৩২	২৪৪৯৮.১৬	৯৯.৯৯ %		৪৬০৪১.৪৩		
			৩৭০৫০০.০০	৮৪৭৩৪.৩৫	১৩০.৩৬ %		১৮৯৭৫১.৯২		
			২০০০০.০০	০.০০		---			
			---	১৩০.৯৪ %		১০০.০০ %			
৩১	১২১৪০৫	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম-II, (০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	১৬৪৫৩৭.০০	৩৪৯৯৯.৯৮	১০০.০০ %	১০০.০০%	১২৮৭৯১.৬০		
			১৬৪৫৩৭.০০	৩৪৯৯৯.৯৮	১০০.০০ %		১২৮৭৯১.৬০		
			০.০০	০.০০	০.০০ %				
			০.০০	০.০০	---	---			
			---	১০০.০০ %		১০০.০০ %			
৩২	১২১৫০৭	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ খুলনা বিভাগীয় কার্যক্রম-২, (০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [হিদোল দাশ (প্রকল্প পরিচালক)]	৯৯৫৫০.০০	২০৯৯৯.৯৫	৯৯.২৬ %	১০০.০০%	৮৬৯৪৩.৯১		
			৯৯৫৫০.০০	২০৯৯৯.৯৫	৯৯.২৬ %		৮৬৯৪৩.৯১		
			০.০০	০.০০	০.০০ %				
			০.০০	০.০০	---	---			
			---	১০০.০১%		১০০.০০ %			

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থ-বছর ২০১৭-১৮



ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				ফর-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
			মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			জৌত অগ্রগতি (%)		জৌত অগ্রগতি (%)	জৌত অগ্রগতি (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৩৩	১২১৫০৮	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ বরিশাল বিভাগীয় কার্যক্রম-২, (০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ মহিউদ্দীন (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৭৮৪৭.১১	১৭১২২.৮৩	১০০.০০ %	১০০.০০%	৭১৯৫৯.৮৭		
			৭৭৬০১.৯১	১৭১২২.৮৩	১০০.০০ %		৭১৯৫৯.৮৭		
			০.০০	০.০০	০.০০ %				
			২৪৫.২০	০.০০	---	---			
			---	১০০.০০%	১০০.০০ %				
৩৪	১২১৫০৯	টেকনিক্যাল এসিস্টেন্স প্রজেক্ট ফর ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্থেনিং অব রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন প্রোগ্রাম, (০১/০৭/২০১৫ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৭৯৩.৬৯	৫৭০.৬২	১০০.৯৯ %	১০০.০০%	১৫০৫.২৪		
			১১১৩.৬৯	৬৪.৯৯	৯৯.৯৮ %		১১২.৬৭		
			৪৬৮০.০০	৫০৫.৬৩	১০১.১৩ %		১৩৯২.৫৭		
			০.০০	০.০০	---	---			
			---	১০০.৯১ %	১০০.০০ %				
৩৫	১২১৫১০	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা বিভাগীয় অঞ্চলে প্রি-পেমেন্ট ই-মিটার স্থাপন (পর্যায়-১), (০১/০৭/২০১৫ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), এডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৪৩৬৪৪.৬৯	৬.৪৪	৯২.০০ %	১০০.০০%	৬.৬১		
			১০৩৬৮.৫৭	৬.৪৪	৯২.০০ %		৬.৬১		
			৩২৯৫১.৪৫	০.০০	০.০০ %				
			৩২৪.৬৭	৬.৬৯	---	---			
			---	৯০.০০ %	১০০.০০ %				
৩৬	১২১৬০১	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ, (০১/০১/২০১৬ হইতে ৩১/১২/২০১৮), অনুমোদিত, [একেএম রাশেদুল হক চৌধুরী (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৯১৫৪১.০০	১৭৫৩৯৯.৯৯	১০০.০০ %	১০০.০০%	৩৬৯০৭০.১২		
			৬৯১৫৪১.০০	১৭৫৩৯৯.৯৯	১০০.০০ %		৩৬৯০৭০.১২		
			০.০০	০.০০	০.০০ %				
			০.০০	০.০০	---	---			
			---	১০০.০২ %	১০০.০০ %				
৩৭	১২১৬০২	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৭০,০০০ ওভারলোডেড বিতরণ ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন, (০১/০১/২০১৬ হইতে ৩১/১২/২০১৮), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৯৯৯৩.৬৯	৪২৮০০.	১০০.০০ %	১০০.০০%	৪৫৭০৫.৫০		
			৭৫৫১৯.৬০	৪২৮০০.	১০০.০০ %		৪৫৭০৫.৫০		
			০.০০	০.০০	০.০০ %				
			৪৪৭৪.০৯	০.০০	---	---			
				১০০.০১ %	১০০.০০ %				

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				জুলাই-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		ম স্ত ব্য
			প্রকল্প ব্যয়	মোট মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
			টাকা	টাকা			টাকা		
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)			
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	
৩৮	১২১৬০৩	সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, (০১/০১/২০১৬ হইতে ৩১/১২/২০১৮), অনুমোদিত, [মোঃ নূরুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১৪১৭১০.২০	৪১৪০০.	১০০.০০ %	১০০.০০%	৫৩২২৩.০০		
			১৪০৭১১.২০	৪১৪০০.	১০০.০০ %		৫৩২২৩.০০		
			০.০০	০.০০	০.০০ %				
			৯৯৯.০০	৪৮.৬৫	---	---			
			---	১০০.০৩ %		১০০.০০ %			
৩৯	১২১৬০৪	পল্লী বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), AIB, অননুমোদিত, [মোঃ শফিকুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	১২২৮২৬.৫৪	৯৩৪৪৪.০৩	১০৪.৮২ %	১০০.০০%	৯৪৫৯৮.২৬		
			৪৫৬৮৬.৪৮	২৩৯৯৭.৫৭	৯৯.৩৮ %		২৪৫৯৭.৫২		
			৭৭১৪০.০৬	৬৯৪৪৬.৪৬	১০৬.৮৪ %		৭০০০০.৭৪		
			০.০০	০.০০	---	---			
			---	১০০.০৪ %		১০০.০০ %			
৪০	১২১৬০৫	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), এডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ নাজমুল হক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৩৪০৩৮৩.০৭	৬৮২২৩.৭১	১১৬.২২ %	১০০.০০%	৬৮২২৪.৭১		
			১৩৫৫৫৭.৩৮	৮৭০০.	১০০.০০ %		৮৭০১.০০		
			২০৪৩৯৮.৮৮	৫৯৫২৩.৭১	১১৯.০৫ %		৫৯৫২৩.৭১		
			৪২৬.৮১	৫৮.৪২	---	---			
			---	১১৫.৭৪ %		১০০.০০ %			
৪১	১২১৬০৬	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), এডিবি, অনুমোদিত, [মহিউদ্দিন আহমদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৭৫৩.৮৭	৫৯১১৮.৮৪	১০১.৪০ %	১০০.০০%	৫৯১১৯.৮৪		
			১২০১৭৬.৫৮	৮২৯৯.৬৯	১০০.০০ %		৮৩০০.৬৯		
			১৮৭১৫০.৪৮	৫০৮১৯.১৫	১০১.৬৪ %		৫০৮১৯.১৫		
			৪২৬.৮১	৫৬.৩৭	---	---	৫৬.৩৭		
			---	১০০.১৫ %		১০০.০০ %			
৪২	১২১৭০১	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ), অনুমোদিত, [মোঃ জহিরুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৬৭৭৬৯১.২৬	৫০০০০.	১০১.৪০ %	১০০.০০%	৫০০০০.০০		
			৬৭৬০০০.৮৩	৫০০০০.	১০০.০০ %		৫০০০০.০০		
			০.০০	০	১০১.৬৪ %		০.০০		
			১৬৯০.৪৩	০.০০	---	---			
			---	১০০.০৮ %		১০০.০০ %			

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				জুন-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		ম স্ত ব্য
			প্রকল্প ব্যয়	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
			মোট টাকা	মোট টাকা			মোট টাকা		
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)			
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	
৪৩	১২১৭০২	“শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (টাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, [আহসান হাবীব (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৭১৩২৩০.৯০	৮৩৩২৩.৯৮	১০১.৮০ %	১০০.০০%	৮৩৩২৩.৯৮		
			৭১১৫৪০.৪৭	৮৩৩২৩.৯৮	১০০.০০ %		৮৩৩২৩.৯৮		
			০.০০	০	১০১.৬৪ %		০.০০		
			১৬৯০.৪৩	০	---	---			
			---	১০০.০৫ %		১০০.০০ %			
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-এর সর্বমোট:			---	৮৬৭৩৪২.৬৮	---	---			
পিজিসিবি									
৪৪	১৩১৩০১	ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, (০১/০১/২০১৩ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), জাইকা, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মাহবুব আহমেদ (প্রধান প্রকৌশলী)]	২৪২৬৬০.৮২	৫৬১৫৯.০১	১১২.৩২ %	১০০.০০%	১১৮০৬৭.৮৪		
			৩৭৮৩২.৬৬	১৫৫৮৩.৭৭	১১৯.৮৮ %		২৩০৮৩.৭৭		
			১৭৬৭৫২.৫৯	৪০৫৭৫.২৪	১০৯.৬৬ %		৮৬৮০২.৩০		
			২৮০৭৫.৫৭	১৬৪২.৫২	---	---	৯৮২৪.২৯		
			---	২৭.০০ %		১০০.০০ %			
৪৫	১৩১৩০২	১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প ইন ইস্টার্ন রিজিয়ন, (০১/০১/২০১৩ হইতে ৩১/১২/২০১৮), এডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ শফিউল্লাহ (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৯৮২৫৬.৫৮	১৩৫০৫.১৫	১০৩.৪৯ %	১০০.০০%	৭৮৭৬৮.৮৮		
			১৭৪৪২.৮০	৭৪৪.২৪	১৬৫.৩৯ %		১৬৪২৪.৬৩		
			৬৮০৮৭.৬৯	১২৭৬০.৯১	১০১.২৮ %		৫৮৯৭৯.২৫		
			১২৭২৬.০৯	০	---	---	৩৩৬৫.০০		
			---	৮১.৪৩ %		১০০.০০ %			
৪৬	১৩১৩০৩	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৩ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), এডিবি, আইডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ ওহিদুজ্জামান (প্রধান প্রকৌশলী)]	৩২২৭০৭.২৯	২৮৩৫৪.০৫	১০১.২৬ %	১০০.০০%	৪৬৫৮৪.২১		
			৪৬৯৫৭.২২	৩০০০.	১০০.০০ %		৪৯০০.০০		
			২৩৩৮১৬.৪০	২৫৩৫৪.০৫	১০১.৪২ %		৪১৬৮৪.২১		
			৪১৯৩৩.৬৭	০.০০	---	---			
			---	১০০.৫৫ %		১০০.০০ %			

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অর্থগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				জুলাই-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অর্থগতি		ম স্ত ব্য
			প্রকল্প ব্যয়	আর্থিক অর্থগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	আর্থিক অর্থগতি শতকরা (%)		
			মোট টাকা	মোট টাকা			মোট টাকা		
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			ভৌত অর্থগতি (%)		ভৌত অর্থগতি (%)	ভৌত অর্থগতি (%)			
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৭	১৩১৪০১	এ্যানহেসমেন্ট অব ক্যাপাসিটি অব গ্রিড সাবস্টেশনস এন্ড ট্রান্সমিশন লাইন ফর রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন। (০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩১/১২/২০১৮), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোহাম্মদ শহীদ হোসেন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক)]	১৩৩২৬৭.৬২	৪৪৭২৯.৩	১০৩.৫৪ %	১০০.০০%	৫৮৯৬৬.১৪		
			২১২৬৭.৬১	৮১২২.০৭	১০১.৫৩ %		১১৪০০.০০		
			৯১২৩৩.২১	৩৬৬০৭.২৩	১০৪.০০ %		৪৭৫৬৬.১৫		
			২০৭৬৬.৮০	০.০০	---	---			
			৯৬.২৫ %		১০০.০০ %				
৪৮	১৩১৫০২	আন্তঃগঞ্জ-ভুলতা ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন, (০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [কাজী ইসতিয়াক হাসান (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৫৩৬৮.০৭	৩৯৭৭.৫	৭৭.৯৯ %	১০০.০০%	৬৪৮৩০.৮১		
			৬৩৭৮৫.৬৬	৩৯৭৭.৫	৭৭.৯৯ %		৫৯৪৭৩.৮১		
			০.০০	০.০০	০.০০ %				
			২১৫৮২.৪১	০	---	---	৫৩৫৭.০০		
			৯৬.২৫ %		১০০.০০ %				
৪৯	১৩১৫০৪	বাংলাদেশ (ভেড়ামারা)- ভারত (বহরমপুর) বিদ্যমান গ্রিড আন্তঃসংযোগের ক্ষমতা বর্ধিতকরণ (৫০০ মেগাওয়াট), (০১/০১/২০১৫ হইতে ৩১/১২/২০১৮), এডিবি, অনুমোদিত, [কিউ, এম, শফিকুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(অঃদাঃ))]	১৮৫৪৭৯.৫১	৯০৭৩৫.৭৫	৯৯.৪৯ %	১০০.০০%	১৩৪০১৭.৮২		
			৫৮০৯১.২৬	২৮৭৮১.৩৪	৯২.২৫ %		৪৫৫১৩.৮৭		
			১০০০৪৫.২৩	৬১৯৫৪.৪১	১০৩.২৬ %		৮৫৭৫৪.৫২		
			২৭৩৪৩.০২	০	---	---	২৭৪৯.৪৩		
			৯২.৪২ %		১০০.০০ %				
৫০	১৩১৬০১	পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, (০১/০১/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), কেএফডব্লিউ, অনুমোদিত, [এ. কে. এম. গাউছ মহীউদ্দিন আহমেদ (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৪২৩৮৯.৫০	১৮০২৫.৯১	১০৬.০৩ %	১০০.০০%	২৩৯৫০.৫৬		
			৩২৪৭৫.৩৭	৩০০০.	১০০.০০ %		৩০০০.০০		
			৬২৫২০.০০	১৫০২৫.৯১	১০৭.৩৩ %		১৫৩৬৬.৭১		
			৪৭৩৯৪.১৩	৩৯২৬.২৮	---	---	৯৫১০.১২		
			১০২.৫৮ %		১০০.০০ %				

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				বঙ্গ-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		ম স্ত ব্য
			মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৫১	১৩১৬০২	ইস্টিটিউশনাল স্ট্রেংদেনিং অব পিজিসিবি, (০১/০১/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোহাম্মদ শহীদ হোসেন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক)]	২৫৯৬.৫৪	২২৪.৯২	৯৯.৯৭ %	১০০.০০ %	২২৪.৯২		
			৮৮.০৮	০	০.০০ %		০.০০		
			২৩৩৩.৪৪	২২৪.৯২	৯৯.৯৭ %		২২৪.৯২		
			১৭৫.০২	০.০০	---	---			
			---	৯৪.৫০ %		১০০.০০ %			
৫২	১৩১৬০৩	আমিনবাজার-মাওয়া- মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০২০), এডিবি, অনুমোদিত, [জনাব মোঃ আব্দুল মোনায়েম চৌধুরী (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৩৫৬৫৯.২৩	২০১১.	১০০.০০ %	১০০.০০ %	৪১৫৬.৭৫		
			৫৩৮৩৮.১২	১৮৭৫.	১০০.০০ %		৩৪৯২.৭৫		
			৬৬২৯৯.২৭	১৩৬.	১০০.০০ %		৬৬৪.০০		
			১৫৫২১.৮৪	০.০০	---	---			
			---	১০০.০০ %		১০০.০০ %			
৫৩	১৩১৬০৫	ঢাকা-চট্টগ্রাম মেইন পাওয়ার গ্রিড স্ট্রেংদেনিং প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩১/১২/২০২০), জাইকা, অনুমোদিত, [মোঃ ইয়াকুব ইলাহী চৌধুরী (প্রধান প্রকৌশলী)]	৪৫৬৭৪৯.৩৭	১৮৮০.২৮	১১০.৬০ %	১০০.০০ %	৫২৮১.৭৪		
			১৩৪০৪০.৬৯	০	০.০০ %		২১৭৮.৩৩		
			২৭৬৭৫৫.৫৮	১৮৮০.২৮	১১০.৬০ %		৩১০৩.৪১		
			৪৫৯৫৩.১০	০.০০	---	---			
			---	১০০.৯৮ %		১০০.০০ %			
৫৪	১৩১৬০৬	গ্রিড ভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০২১), কেএফডব্লিউ, অনুমোদিত, [জনাব মোঃ মাসুম আলম বকসী (প্রকল্প পরিচালক/ প্রধান প্রকৌশলী)]	২৯৮২৩৭.৯০	৫৩৮৭.৩	৯৯.৪০ %	১০০.০০ %	৬৭৫৬.৭৩		
			১২৫৩১১.২৩	৪৯৬৬.৫২	৯৯.৩৩ %		৬০৬৬.৫২		
			১২৪২৫২.৬৬	৪২০.৭৮	১০০.১৯ %		৪২০.৭৮		
			৪৮৬৭৪.০১	৪৩০.০২	---	---	৬৯৯.৪৫		
			---	৯৮.৩৯ %		১০০.০০ %			
৫৫	১৩১৬০৭	পাওয়ার গ্রিড নেটওয়ার্ক স্ট্রেন্থেনিং প্রজেক্ট আভার পিজিসিবি (জি টু জি), (০১/১০/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ (প্রধান প্রকৌশলী)]	১৩৭০৩৩০.৯৪	৪০০.	৯৯.৪০ %	১০০.০০ %	৪০০.০০		
			৩৭২৯২৪.৭২	৪০০.	৯৯.৩৩ %		৪০০.০০		
			৯৭০৭৬১.৮৮	০	১০০.১৯ %		০.০০		
			২৬৬৪৪.৩৪	০.০০	---	---			
			---	১০০.০০ %		১০০.০০ %			

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অর্থগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				ফর-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অর্থগতি		ম স্ত ব্য
			প্রকল্প ব্যয়	আর্থিক অর্থগতি শতকরা (%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অর্থগতি শতকরা (%)	
			মোট টাকা	মোট টাকা					
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			ভৌত অর্থগতি (%)		ভৌত অর্থগতি (%)	ভৌত অর্থগতি (%)			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
৫৬	১৩১৬০৮	পটুয়াখালী (পায়রা)- গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি মিড উপকেন্দ্র নির্মাণ, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৯), এডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ শফিকুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক প্রধান প্রকৌশলী)]	৩২৯৪২৪.৪৬	৪০০০০.	১০০.০০ %	১০০.০০%	৪৫৩০৬.০০		
			২৭০৭৭৪.৭৯	৪০০০০.	১০০.০০ %		৪৫৩০৬.০০		
			৩৪৮৭১.২৬	০	০.০০ %		০.০০		
			২৩৭৭৮.৪১	১৭৬৮.২৫	---	---	১৭৬৮.২৫		
			---	৬১.৩৫ %	১০০.০০ %				
৫৭	১৩১৬০৯	পটুয়াখালী-পায়রা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ এনামুল হক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৩৩৬০১.৩০	২৪৯৫.২৫	৯৯.৮১ %	১০০.০০%	২৪৯৫.২৫		
			২৯৫৪৪.৭৩	২৪৯৫.২৫	৯৯.৮১ %		২৪৯৫.২৫		
			০.০০	০	০.০০ %		০.০০		
			৪০৫৬.৫৭	০	---	---			
			---	২৪.৮৮ %	১০০.০০ %				
৫৮	১৩১৬১০	মাতারবাড়ী আক্টো সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ারড পাওয়ার প্রকল্প (২) (পিজিসিবি অংশ: “মাতারবাড়ী-মদুনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন”) প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২০), জাইকা, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোরশেদ আলম খান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১০৯০৮০.৯০	০	০.০০ %	১০০.০০%	০.০০		
			২২৩৬০.৬৭	০.০০	০.০০ %				
			৭৮৭১০.০২	০.০০	০.০০ %				
			৮০১০.২১	১২২.১১	---	---	১২২.১১		
			---	১০.২৯ %	১০০.০০ %				
৫৯	১৩১৮০১	বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেম রিলায়েবিলিটি এন্ড ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০২১), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [মোঃ আবুল কাশেম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৫৭৯৯৫.২০	০	০.০০ %	১০০.০০%	০.০০		
			৯২৪৯.৮৪	০.০০	০.০০ %				
			৪৩০৪২.৪০	০.০০	০.০০ %				
			৫৭০২.৯৬	১২২.১১	---	---			
			---	৮৮.০০ %	১০০.০০ %				

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				জুন-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		ম স্ত ব্য
			প্রকল্প ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
			মোট টাকা	মোট টাকা					
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
৬০	১৩১৮০২	বাকেরগঞ্জ - বরগুনা ১৩২ কেভি সঞ্চালন এবং বরগুনা ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, [এ.কে.এম. আনোয়ার হোসেন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৪৩১৫.১৫	১০০০.	১০০.০০ %	১০০.০০%	১০০০.০০		
			১২০৭৪.১৬	১০০০.	১০০.০০ %		১০০০.০০		
			০.০০	০	০.০০ %		০.০০		
			২২৪০.৯৯	০.০০	---	---			
			---	৯.১৬ %		১০০.০০ %			
৬১	১৩১৮০৩	ভেড়ামারা (বাংলাদেশ) - বহরমপুর (ভারত) দ্বিতীয় ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন (বাংলাদেশ অংশ) নির্মাণ, (০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [কিউ.এম. শফিকুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৮৯৩০.৫৫	৮০০.	১০০.০০ %	১০০.০০%	৮০০.০০		
			১৭৪০৩.৯১	৮০০.	১০০.০০ %		৮০০.০০		
			০.০০	০	০.০০ %		০.০০		
			১৫২৬.৬৪	০	---	---			
			---	৮৮.৪৬ %		১০০.০০ %			
৬২	১৩১৮০৪	মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন, (০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মোহাম্মাদ রুকাবুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৩২৪৫৮.৫২	৮৩৩.৮৬	১০০.৮৭ %	১০০.০০%	৮৩৩.৮৬		
			৩০৫৬৫.৭৯	৮৩৩.৮৬	১০০.৮৭ %		৮৩৩.৮৬		
			০.০০	০	০.০০ %				
			১৮৯২.৭৩	০	---	---			
			---	১০০.০০ %		১০০.০০ %			
		পিজিসিবি-এর সর্বমোট:	---	৩১০৫১৯.২৮	---	---			

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প ব্যয়		জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		৩০-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		ম স্ত ব্য
			মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ									
৬৩	১৪১৩০১	কনস্ট্রাকশন এন্ড এক্সপ্যানশন অফ ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক নর্থ এন্ড সাউথ জোন আভার ডিপিডিসি (প্রথম সংশোধিত), (০১/০৭/২০১৩ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), এডিবি, অনুমোদিত, [আবুল ফজল মোঃ বদরুল আলম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৫৯৬৪৩.৫১	২২৭৩.৬৭	১০৩.৩৫ %	১০০.০০ %	৩৮৬৪৬.৫৭		
			১৭৬১৬.১১	১২০০.	১০০.০০ %		১৫০০০.০০		
			২৬০৮৫.০২	১০৭৩.৬৭	১০৭.৩৭ %		২৩৬৪৬.৫৭		
			১৫৯৪২.৩৮	০.০০	---	---			
			---	১০৩.৪৪ %		১০০.০০ %			
৬৪	১৪১৩০২	প্রিগেইড মিটারিং প্রোজেক্ট অফ সিক্স এনওসিএস ডিভিশন আভার ডিপিডিসি, (০১/০৭/২০১৩ হইতে ৩১/১২/২০১৭), কেএফডব্লিউ, অনুমোদিত, [এএইচএম মহিউদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক)]	১৭৩৩৫.৫১	১১৭.৫২	১০৬.৮৪ %	১০০.০০ %	২৯৪.৫২		
			৬৮২৩.৮৭	০	০.০০ %		০.০০		
			৯০৯৯.৪৯	১১৭.৫২	১০৬.৮৪ %		২৯৪.৫২		
			১৪১২.১৫	০.০০	---	---			
			---	১০০.১৯ %		১০০.০০ %			
৬৫	১৪১৩০৩	কনস্ট্রাকশন অব নিউ ১৩২/১১ কেভি এন্ড ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন আভার ডিপিডিসি, (০১/০৭/২০১৩ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), এডিবি, AFD, সংস্কৃঃ, [এ এস এম মাহমুদুল হক (প্রধান প্রকৌশলী, উন্নয়ন এবং প্রকল্প পরিচালক)]	২৩৮৭৬৮.৭৯	৬৯৪০৯.৭২	১০৩.৬০ %	১০০.০০ %	১২৬৯০৮.৫৯		
			৫৮৯১২.০২	২৪০০০.	১০০.০০ %		৪২০৫০.০০		
			১৫২০০১.৮১	৪৫৪০৯.৭২	১০৫.৬০ %		৮১৫৬৮.৪৩		
			২৭৮৫৪.৯৬	২১৯৪.৫৫	---	---	৫৪৮৪.৭১		
			---	১০২.৫৮ %		১০০.০০ %			
৬৬	১৪১৪০১	বঙ্গভবন, গণভবন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১১ কেভি সুইচিং স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), অনুমোদিত, [ইঞ্জিঃ আব্দুর রউফ খাঁন (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৫.৩২	৪৯৮.০৯	৮৮.৯৪ %	১০০.০০ %	২৬৬২.৮৫		
			৩০৩৫.৭৬	৪৯৮.০৯	৮৮.৯৪ %		২৬৬২.৮৫		
			০.০০	০	০.০০ %		০.০০		
			৩৯.৫৬	০.০০	---	---			
			---	১০০.০০ %		১০০.০০ %			

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				জুন-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		ম ন্ত ব্য
			মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			জৌত অগ্রগতি (%)		জৌত অগ্রগতি (%)	জৌত অগ্রগতি (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৬৭	১৪১৫০১	প্রিপেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি, (০১/০১/২০১৫ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), অনুমোদিত, [প্রকৌঃ গিয়াস উদ্দিন জোয়ার্দার (নির্বাহী প্রকৌশলী)]	২২৪৪২.১১	৪৬৩২.৮৭	৯৯.৬৫ %	১০০.০০%	১০৭০০.৯৪		
			১৮৮৯০.১৪	৪৬৩২.৮৭	৯৯.৬৫ %		১০৭০০.৯৪		
			০.০০	০	০.০০ %		০.০০		
			৩৫৫১.৯৭	০.২৯	---	---			
			---	৯৩.৮৭ %		১০০.০০ %			
৬৮	১৪১৭০১	এক্সপানশন এন্ড স্টেইন্সনেিং অব পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক আন্ডার ডিপিডিসি এরিয়া, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ একরামুল হক (প্রধান প্রকৌশলী)]	২০৫০১৫১.৫০	০	০.০০ %	১০০.০০%	০.০০		
			৫৫৩৬৯৬.৩৯	০.০০	০.০০ %				
			১৩৮৪৪২৮.৫১	০.০০	০.০০ %				
			১১২০২৬.৬০	০.০০	---	---			
			---	০.০০ %		১০০.০০ %			
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ-এর সর্বমোট:			---	৭৬৯৩১.৮৬	---	---			
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ									
৬৯	১৫১৩০১	কন্সট্রাকশন অব ১৩২/৩৩/১১ কেভি গ্রিড সাব স্টেশন ইন ডেসকো এরিয়া, (০১/০৭/২০১৩ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), এডিবি, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোঃ রশিদুর রহমান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৯৯৫৫৭.৬২	৩১২৩৮.৮১	১০৭.৭২ %	১০০.০০%	৫০৭১৭.৯৪		
			২১০০০.০০	৮৯৭৭.১১	৯৯.৭৫ %		১১৭৯৩.৯৮		
			৫৪৭৫০.০০	২২২৬১.৭	১১১.৩১ %		৩৭৪৯৩.৯৭		
			২৩৮০৭.৬২	৩৬৪৫.৬৬	---	---	৫০৭৫.৬৫		
			---	১১৮.৯০ %		১০০.০০ %			

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অর্থগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				০৯-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপূর্ণিত অর্থগতি		ম স্ত ব্য
			প্রকল্প ব্যয়	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অর্থগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক অর্থগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অর্থগতি শতকরা (%)	
			মোট টাকা	মোট টাকা			মোট টাকা		
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			ভৌত অর্থগতি (%)		ভৌত অর্থগতি (%)	ভৌত অর্থগতি (%)			
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	
৭০	১৫১৩০২	অগমেন্টেশন এন্ড রিয়াবিলিটেশন অব ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইন ডেসকো এরিয়া, (০১/০৭/২০১৩ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), এডিবি, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৯৮৯১৫.৭৭	১৬৬৬৪.৭৪	১০০.৯৪ %	১০০.০০%	৮২০১০.২৪		
			৩৪২৯৮.৪৯	৪৩৮৪.০৯	৮৭.৬৮ %		২৫৪৩১.০২		
			১১০৬৪০.২৯	১২২৮০.৬৫	১০৬.৭০ %		৫৬৫৭৯.২২		
			৫৩৯৭৬.৯৯	০.০০	---	---			
			১০০.৮২ %		১০০.০০ %				
৭১	১৫১৬০১	ডেসকো এলাকায় সুপারভাইজরি কন্ট্রোল ও ডাটা একুইজিশন (স্কাড) সিস্টেম স্থাপন, (০১/০১/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), এডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ মনজুরুল হক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৫২১৯.৯৮	৩২২.৪৯	১১০.৪৪ %	১০০.০০%	৩২২.৪৯		
			২৭৯৮.৯৫	০	০.০০ %		০.০০		
			৯৯১৬.৮৮	৩২২.৪৯	১১০.৪৪ %		৩২২.৪৯		
			২৫০৪.১৫	১২৮.৯৪	---	---	১২৮.৯৪		
			১০০.০০ %		১০০.০০ %				
৭২	১৫১৬০২	ডেসকোর উত্তরা ও বসুন্ধরা ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন ও পুনর্বাঁসন, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অওওই, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোঃ মঈনুদ্দিন খান]	২৫১৩৫.৯২	১৬২৭.৬১	১০৮.৫১ %	১০০.০০%	১৬২৭.৬১		
			৫১৫৪.৬০	০	০.০০ %		০.০০		
			১৫৮১৩.৮১	১৬২৭.৬১	১০৮.৫১ %		১৬২৭.৬১		
			৪১৬৭.৫১	০.০০	---	---			
			৮৬.৬৭ %		১০০.০০ %				
৭৩	১৫১৬০৩	ডেসকোর এলাকায় ৩৩ কেভি আভারহাউন্ড ক্যাবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নতুন স্থাপন ও ওভারহেড থেকে আভারহাউন্ডে রূপান্তর, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [প্রকৌঃ সনাতন দত্ত (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৫৬৯৮১.৯০	২৩৫২.৭৮	১০৬.৯৪ %	১০০.০০%	২৩৫২.৭৮		
			১১০৩২.৪৩	০	০.০০ %		০.০০		
			৩৫৮৫৫.৪০	২৩৫২.৭৮	১০৬.৯৪ %		২৩৫২.৭৮		
			১০০৯৪.০৭	১৬১৬.৫৪	---	---	১৬১৬.৫৪		
			১০০.০০ %		১০০.০০ %				
টাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ-এর সর্বমোট:			---	৫২২০৬.৪৩	---	---			

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				জুন-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		ম স্ত ব্য
			মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
পাওয়ার সেল									
৭৪	১৬১১০২	ইমপ্লিমেন্টেশন অব বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম (ফেইজ-২), (০১/০১/২০১১ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [মোহাম্মদ হোসাইন (মহাপরিচালক)]	১৫০৯৪.৬১	২০৩৯.৬১	৯৯.০১ %	১০০.০০ %	১১২৪৮.৩৭		
			২১১৩.৬৫	২৪২.০৫	৯৩.১০ %		১৪৫৪.০৯		
			১২৯৮০.৯৬	১৭৯৭.৫৬	৯৯.৮৬ %		৯৭৯৪.২৮		
			০.০০	০.০০	---	---			
			---	১০০.০০ %	১০০.০০ %				
পাওয়ার সেল-এর সর্বমোট:			---	২০৩৯.৬১	---	---			
ওজোপাড়িকো									
৭৫	১৭১৪০১	প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর খুলনা সিটি (ফেইজ-১, (০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩১/১২/২০১৭), অনুমোদিত, [জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন (নির্বাহী প্রকৌশলী)]	৪২০৮.৩৯	৪৯৬.৫৪	৯৯.৩১ %	১০০.০০ %	২৮৯৬.৫৪		
			৩৭০৬.৩১	৪৯৬.৫৪	৯৯.৩১ %		২৮৯৬.৫৪		
			০.০০	০.০০	০.০০ %				
			৫০২.০৮	০.০০	---	---			
			---	৯৯.৪৬ %	১০০.০০ %				
৭৬	১৭১৪০২	স্ট্রেংদেনিং পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম প্রজেক্ট, (০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), অনুমোদিত, [সিএম মোতাহার হোসেন (SE)]	৮৩২৪৩.৬৬	১২০০০.	১০০.০০ %	১০০.০০ %	৪০০০০.০০		
			৭৮৮০১.১৪	১২০০০.	১০০.০০ %		৪০০০০.০০		
			০.০০	০.০০	০.০০ %				
			৪৪৪২.৫২	০.০০	---	---			
			---	১০০.০০ %	১০০.০০ %				
৭৭	১৭১৬০৩	ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ আবু হাসান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১২৭৮১৯.৪২	১২০০০.	১০০.০০ %	১০০.০০ %	১৪০০০.০০		
			১২৪৯৭৮.০৯	১২০০০.	১০০.০০ %		১৪০০০.০০		
			০.০০	০.০০	০.০০ %				
			২৮৪১.৩৩	০.০০	---	---			
			---	১০০.০০ %	১০০.০০ %				

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অর্থগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অর্থগতি		ম স্ত ব্য
			প্রকল্প ব্যয়	জুলাই ২০১৭ - মোট টাকা	জুন ২০১৮ - মোট টাকা	আর্থিক অর্থগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ		
			ভৌত অর্থগতি (%)		ভৌত অর্থগতি (%)	ভৌত অর্থগতি (%)	ভৌত অর্থগতি (%)		
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৭৮	১৭১৮০১	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিফ্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো) এলাকার জন্য স্মার্ট গ্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০১৮), অনুমোদিত, [প্রকৌঃ মোঃ শহিদুল আলম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৪২৬৩৭.০০	১.	১০০.০০ %	১০০.০০%	১.০০		
			৪১২৫৩.৯১	১.	১০০.০০ %		১.০০		
			০.০০	০	০.০০ %		০.০০		
			১৩৮৩.০৯	০	---	---	০.০০		
			---	১০০.০০ %		১০০.০০ %			
৭৯	১৭১৮০১	ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ শফিকুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১২৪৯০৫.০৪	৪০০.	১০০.০০ %	১০০.০০%	৪০০.০০		
			১১৯৭৮৯.৫০	৪০০.	১০০.০০ %		৪০০.০০		
			০.০০	০	০.০০ %				
			৫১১৫.৫৪	০	---	---			
			---	১০০.০০ %		১০০.০০ %			
ওজোপাডিকো-এর সর্বমোট:			---	২৪৮৯৭.৫৪	---	---			
নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ									
৮০	১৮১০০৪	ভেড়ামারা কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (৩৬০ মেঃওঃ) উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১০ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), জাইকা, অনুমোদিত, [প্রকৌঃ এ টি এম জাহাঙ্গীর কবির (প্রকল্প পরিচালক)]	৪১৪০৪৮.০১	৫৮৫০০.	১০০.০০ %	১০০.০০%	৩৫৪১৫৩.২৯		
			৯১৯৩৯.৫৯	১৮৫০০.	১০০.০০ %		৪৮৮৪১.৭৩		
			৩২২১০৮.৪২	৪০০০০.	০.০০ %		৩০৫৩১১.৫৬		
			০.০০	০.০০	---	---			
			---	৯৬.৫৫ %		১০০.০০ %			
৮১	১৮১০০৭	ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন, ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এ্যাকুইজিশন ফর পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ ধারমাল পাওয়ার প্লান্ট, (০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩১/১২/২০১৭), অনুমোদিত, [মোঃ মিজানুর রহমান (প্রধান প্রকৌশলী)]	৭৮২৬২.৭৩	৭২০০.	১০০.০০ %	১০০.০০%	৭১৫৯৬.০৪		
			৭৭২৭৬.৫৪	৭২০০.	১০০.০০ %		৭১০০০.০০		
			০.০০	০.০০	০.০০ %				
			৯৮৬.১৯	০	---	---	৫৯৬.০৪		
			---	১০০.১০ %		১০০.০০ %			
নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ-এর সর্বমোট:			---	৬৫৭০০.০০	---	---			

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				জুন-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		ম স্ত ব্য
			প্রকল্প ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
			মোট টাকা	মোট টাকা			টাকা		
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			তৌত অগ্রগতি (%)		তৌত অগ্রগতি (%)		তৌত অগ্রগতি (%)		
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ইজিসিবি									
৮২	১৯০৯০৩	সিঙ্গিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, (০১/০১/২০০৯ হইতে ৩১/১২/২০১৮), বিশ্ব ব্যাংক, সং অনুঃ, [জনাব মোঃ নাজমুল আলম (প্রকল্প পরিচালক)]	৪১৪৪১৫.৩৬	৫১০৯.২৬	১০২.১৯ %	১০০.০০ %	২৫১২৯৩.৯২		
			৬০৯০৯.৯৭	১০০০.	১০০.০০ %		৯২৬২৮.০১		
			৩০৯৯৯৮.৮১	৪১০৯.২৬	১০২.৭৩ %		১৫৭৩২৫.১৭		
			৪৩৫০৬.৫৮	৪১০.৬৮	---	---	১৭৫১.৪২		
			---	১০০.০০ %		১০০.০০ %			
৮৩	১৯১৬০১	নিউ হরিপুর পাওয়ার প্ল্যান্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লং টার্ম সার্ভিস এক্সিমেন্ট এন্ড আদার সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট), (০১/০৭/২০১৫ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), জাইকা, অনুমোদিত, [মোঃ ফজলুর রহমান (প্রধান প্রকৌশলী)]	৮০৭৫৫.০০	৪৫০১৫.১	১৪৫.২১ %	১০০.০০ %	৫০৫৬৭.৮৫		
			২৩৯৫৪.০১	১৩০২.৭৫	১৬.২৮ %		২১৯২.৩১		
			৫৬৫৬৮.৮৪	৪৩৭১২.৩৫	১৯০.০৫ %		৪৮৩১২.৬৭		
			২৩২.১৫	২.৯৫	---	---	৬৫.৮২		
			---	১২৪.৮৫ %		১০০.০০ %			
৮৪	১৯১৬০২	ইজিসিবি লিঃ এর আওতায় কক্সবাজার জেলার পেকুয়ায় ২x৬০০ মেঃওঃ আর্টো সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, ইআইএ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প, (০১/০১/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), অনুমোদিত, [এম. এ. হাসনাত (নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল))]	৫১৫৮৫.৫২	০	০.০০ %	১০০.০০ %	১৫২৩৯.৭২		
			৪৯৯০০.৪৬	০	০.০০ %		১৫২৩৯.৭২		
			০.০০	০	০.০০ %		০.০০		
			১৬৮৫.০৬	০.০০	---	---			
			---	৯৩.৭৫ %		১০০.০০ %			

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অর্থগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				জুলাই-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অর্থগতি		ম স্ত ব্য
			মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অর্থগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অর্থগতি শতকরা (%)	
			প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ			প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		
			ভৌত অর্থগতি (%)		ভৌত অর্থগতি (%)	ভৌত অর্থগতি (%)			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
৮৫	১৯১৬০৩	ফেণী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ইজিসিবি লিঃ এর আওতায় ফেণী জেলার সোনাগাজীতে ১০০ মেঃওঃ সৌর ও ১০০ মেঃওঃ বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩১/১২/২০১৭), অনুমোদিত, [ড. কাজী মুহাম্মদ হুমায়ন কবির (ব্যবস্থাপক, পরিবেশ)]	১০২৯২.২৭	০	০.০০ %	১০০.০০%	৯৫৩৮.০০		
			৯৭৩২.০৯	০	০.০০ %		৯৫৩৮.০০		
			০.০০	০	০.০০ %		০.০০		
			৫৬০.১৮	০.০০	---	---			
			---	১০০.০০%	১০০.০০ %				
৮৬	১৯১৬০৪	ইজিসিবি লিঃ এর আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলায় ৩০০-৪০০ মেঃওঃ সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প ১, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মোহাম্মদ মোরশেদ আলম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	২৮৩২৯.৩৪	০	০.০০ %	১০০.০০%			
			২৬৯৮০.২১	০	০.০০ %				
			০.০০	০	০.০০ %				
			১৩৪৯.১৩	০.০০	---	---			
			---	১০০.০০%	১০০.০০ %				
ইজিসিবি-এর সর্বমোট:			---	৫০১২৪.৩৬	---	---			
আগুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ									
৮৭	২০১১০১	আগুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (নর্থ) নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১১ হইতে ৩০/০৬/২০১৭), এডিবি, অনুমোদিত, [ক্ষিতীশ চন্দ্র বিশ্বাস (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী))]	৩৪০০০১.৮৫	২৭১৯১.৯২	৯৯.৯৭ %	১০০.০০%	২২৭৪৭৯.০৭		
			৩৫২৭১.০০	২২০০.	১০০.০০ %		১৯৭১৮.৮৬		
			২৯৯৬০৪.৬০	২৪৯৯১.৯২	৯৯.৯৭ %		২০৭৭৬০.২১		
			৫১২৬.২৫	০.০০	---	---			
			---	১০০.০০%	১০০.০০ %				

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				জুন-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
			মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			তৌত অগ্রগতি (%)		তৌত অগ্রগতি (%)		তৌত অগ্রগতি (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৮৮	২০১৫০২	আশুগঞ্জ ৪০০ (+/-৫%) মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (পূর্ব) নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৫ হইতে ৩০/০৬/২০২০), এডিবি, অনুমোদিত, [ক্ষিতীশ চন্দ্র বিশ্বাস (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী))]	২৯৩১৩৬.৩৯	১৪৮৫০.৭৯	৯৯.০১ %	১০০.০০%	১৪৮৫০.৭৯		
			৪২০৬৮.৫৩	০	০.০০ %		০.০০		
			২৩৫৮২৮.০২	১৪৮৫০.৭৯	৯৯.০১ %		১৪৮৫০.৭৯		
			১৫২৩৯.৮৪	০.০০	---	---			
			---	০.০০%	১০০.০০ %				
আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ-এর সর্বমোট:			---	৪২০৪২.৭১	---	---			
কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ									
৮৯	২১১৪০১	মাতারবাড়ি ২x৬০০ মেগাওয়াট আর্টোসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট, (০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩০/০৬/২০২৩), জাইকা, অনুমোদিত, [জনাব আবুল কাসেম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক)]	৩৫৯৮৪৪৫.৯৮	৪৮২৭৭৬.৭৭	১০০.৫৮ %	১০০.০০%	৫৮৪৬২৬.৫৯		
			৪৯২৬৬৫.৬৬	৫০০০০.	১০০.০০ %		৯৫৫০৬.৪৮		
			২৮৯৩৯০৩.৬৩	৪৩২৭৭৬.৭৭	১০০.৬৫ %		৪৮৯১২০.১১		
			২১১৮৭৬.৬৯	০.০০	---	---			
			---	৯৬.৫৩%	১০০.০০ %				
৯০	২১১৬০১	বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ আর্টোসুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভূমি অধিগ্রহণ ও সুরক্ষা এবং ফিজিবিলিটি স্টাডি, (০১/০১/২০১৬ হইতে ৩১/১২/২০১৮), অনুমোদিত, [সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি))]	৭৪৬২৬.০০	৪৪০০.	৮৮.০০ %	১০০.০০%	৪৯৮৬৭.০০		
			৭৪৬২৬.০০	৪৪০০.	৮৮.০০ %		৪৯৮৬৭.০০		
			০.০০	০.০০	০.০০ %				
			০.০০	০.০০	---	---			
			---	০.০০%	১০০.০০ %				
৯১	২১১৭০১	মাতারবাড়ি ধীপে বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ আবদুল রউফ (নিবাহী পরিচালক (প্রকল্প))]	৩১৩.৫০	১৩০.	১০০.০০ %	১০০.০০%	১৩০.০০		
			৩০৯.৫০	১৩০.	১০০.০০ %		১৩০.০০		
			০.০০	০	০.০০ %		০.০০		
			৪.০০	০.০০	---	---			
			---	১০০.০০%	১০০.০০ %				
কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ এর সর্বমোট:			---	৪৮৭৩০৬.৭৭	---	---			

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প ব্যয়		জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		সেপ্টেম্বর-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		ম স্ত ব্য
			মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ		
			ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ									
৯২	২২১৬০১	ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন এন্ড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফর ইমপ্রিমেন্টেশন অব গজারিয়া ৩৫০ (+১০%) মেঃ ওঃ কোল ফার্মার্ড খারমাল পাওয়ার প্লান্ট প্রজেক্ট, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [জনাব জালাল উদ্দিন আকন্দ (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৫০৪২৩.২৮	১৬০০০.	১০০.০০ %	১০০.০০%	১৬০৭৮.৬৬		
			৪৫৭২৫.৪০	১৬০০০.	১০০.০০ %		১৬০০১.০০		
			০.০০	০	০.০০ %		০.০০		
			৪৬৯৭.৮৮	১০১.৩৪	---	---	১৭৯.০০		
			---	১০০.৩০%		১০০.০০ %			
৯৩	২২১৭০১	পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), অনুমোদিত, [মোঃ সেলিম ভূঁইয়া, পিইঞ্জ (নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশল)]	৮৬৯৭০.৬২	১৪০০০.	১০০.০০ %	১০০.০০%	২১৯৭৩.৭৬		
			৮২৩৩৬.৫১	১৪০০০.	১০০.০০ %		২১৬৮০.০০		
			০.০০	০	০.০০ %		০.০০		
			৪৬৩৪.১১	২৫৬.৫	---	---	৫৫০.২৬		
			---	১০০.০০%		১০০.০০ %			
রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ -এর সর্বমোট:			---	৩০০০০.০০	---	---			
শেড়া									
৯৪	১০১৪০১	TA Project for Development of Sustainable Renewable Energy Power Generation (SREPGen), (০১/০১/২০১৪ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), ইউএনডিপি, অনুমোদিত, [মো. হেলাল উদ্দিন (চেয়ারম্যান, শেড়া (অতিরিক্ত সচিব))]	৩৯৬৫.৫৮	৫৬৮.৬৫	৯৬.২২ %	১০০.০০%	১৬৭১.১৫		
			৭৯৫.৫০	৬৮.৬৫	৭৫.৪৪ %		৬২৬.৪৪		
			৩১৭০.০৮	৫০০.	১০০.০০ %		১০৪৪.৭১		
			০.০০	০	---	---			
			---	১০০.০০%		১০০.০০ %			

ক্রঃ নং	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				বঙ্গ-জুন, ২০১৮ এর ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		ম স্ত ব্য	
			প্রকল্প ব্যয় মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)		
			প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ			প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ			
			তৌত অগ্রগতি (%)		তৌত অগ্রগতি (%)		তৌত অগ্রগতি (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		
৯৫	২৩১৬০১	House Hold Energy Platform Programme in Bangladesh, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০২০), অনুমোদিত, [সালিমা জাহান (সদস্য নীতি ও গবেষণা)]	২২৮.১৫	৫২.	৯৯.৯৯ %	১০০.০০%	৮৪.২১			
			১৩০.০৫	২৫.	৯৯.৯৮ %		৫১.৩৬			
			৯৮.১০	২৭.	১০০.০০ %		৩২.৮৫			
			০.০০	০.০০	---	---				
			---	৮২.৮০%		১০০.০০ %				
শ্রেডি-এর সর্বমোট:			---	৬২০.৬৪	---	---				
বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন										
৯৬	২৪১৮০১	মিরসরাই ১৫০ মেঃঃঃ ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মাহবুব আলম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১০৬৩২৪.৭৪	৯০৮১.	১১৩.৫১ %	১০০.০০%	৯০৮১.০০			
			৯০৭৮৬.৮৩	৯০৮১.	১১৩.৫১ %		৯০৮১.০০			
			০.০০	০	০.০০ %		০.০০			
			১৫৫৩৭.৯১	১৬৪.৩৬	---	---	১৬৪.৩৬			
			---	১০০.০০%		১০০.০০ %				
বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন-এর সর্বমোট:			---	৯০৮১.০০	---	---				





ফেঞ্চুগঞ্জ ১৬৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



গাজীপুর ৩০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

পরিশিষ্ট-৮

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বিভিন্ন সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে
বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি



২০১৭-২০১৮ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত
বিদ্যুৎ সেক্টরে নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুন ২০১৮) বিবরণ :
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাবায়ের উৎস, অনুমোদনেরপর্যায়	প্রকল্প ব্যয়			আরএডিপি বরাদ্দ			জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		ম স্ত ব্য
		মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		
		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ				
		বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন					
		ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত অগ্রগতি (%)			বৌদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮			
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড										
১	কনজার্শন অব সিলেট ১৫০ মেঃ টু ২২৫ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, (০১/০১/২০১৩ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [প্রকৌশলী বেলাল আহমদ চৌধুরী (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক)]	৭০৭৫৩.৪৮	৫৩২.৯৭	০.৭৫ %	৬৮৮৪.০০	৮১৩৭.১৫	১১৮.২০ %	১০০.০০ %		
		৭০৭৫৩.৪৮	৫৩২.৯৭	০.৭৫ %	৬৮৮৪.০০	৮১৩৭.১৫	১১৮.২০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	০.০০ %		---	১০০.০০ %		১০০.০০ %		
২	কনস্ট্রাকশন অব বিবিয়ানা সাউথ ৪০০ মেঃওঃ গ্যাস ডিফিক কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, (০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩০/০৬/২০২০), অনুমোদিত, [জনাব রনদা প্রাসাদ রায়]	২৬৮৩৯৫.৩৯	২৬০৫০.৭১	৯.৭১ %	১০০০০.০০	১০৪৭১.৯৩	১০৪.৭২ %	১০০.০০ %		
		২৬৮৩৯৫.৩৯	২৬০৫০.৭১	৯.৭১ %	১০০০০.০০	১০৪৭১.৯৩	১০৪.৭২ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	০.০০ %		---	১০০.০০ %		১০০.০০ %		
৩	শাহজীবাজার ১০০ মেঃওঃ গ্যাস টারবাইন্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [আবুল কালাম আজাদ (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৮৮৮৮৩.৪০	০.০০	০.০০ %	৭৪০০.০০	৭৫১০.৯২	১০১.৫০ %	১০০.০০ %		
		৮৮৮৮৩.৪০	০.০০	০.০০ %	৭৪০০.০০	৭৫১০.৯২	১০১.৫০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	০.০০ %		---	১০০.০০ %		১০০.০০ %		
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর সর্বমোট:		---	---	---	২৪২৮৪.০০	২৬১২০.০০	---	---	--	
পিজিসিবি										
৪	আমনুরা ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড সাবস্টেশন উইথ অ্যাসোসিয়েটেড ট্রান্সমিশন লাইন, (০১/০১/২০১৪ হইতে ৩১/০৩/২০১৯), অনুমোদিত, [বজলুল মুনির (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৯১৬৭.০০	৫৪৬৪.০০	৫৯.৬১ %	১১১০.০০	৪৩৪.৪০	৩৯.১৪ %	১০০.০০ %		
		৯১৬৭.০০	৫৪৬৪.০০	৫৯.৬১ %	১১১০.০০	৪৩৪.৪০	৩৯.১৪ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	০.০০ %		---	৭৩.২৬ %		১০০.০০ %		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনেরপর্যায়	প্রকল্প ব্যয়			আরএডিপি বরাদ্দ			জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		ম স্ত ব্য
		মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		
		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ				
		বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন					
		ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০		
৫	মংলা-খুলনা (দঃ) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন, (০১/০১/২০১৫ হইতে ৩১/১২/২০১৮) , অনুমোদিত, [মোঃ সিরাজুল হক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৩৯৭৮.০০	৮২৫৪.০০	৫৯.০৫ %	৩৭১৫.০০	৩৭১৫.৫৫	১০০.০১ %	১০০.০০ %		
		১৩৯৭৮.০০	৮২৫৪.০০	৫৯.০৫ %	৩৭১৫.০০	৩৭১৫.৫৫	১০০.০১ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	০.০০ %		---	৮০.৪৫ %		১০০.০০ %		
পিজিসিবি-এর সর্বমোট:		---	---	---	৪৮২৫.০০	৪১৪৯.৯৫	---	---		
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ										
৬	ডিজাইন মেনুফ্যাকচারিং সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব প্রি- পেমেন্ট মিটারস এ্যাট এনওসিএস আজিমপুর এন্ড এনওসিএস লালবাগ উইথ ৩ ইয়ার্স মেইনটেনেন্স সাপোর্ট সার্ভিস অন টার্নিকি বেসিস, (০১/০৭/২০১৫ হইতে ৩০/০৬/২০১৭) , অনুমোদিত, [ডিএসএম ফেরদৌস (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৪৯৭৫.০০	২৯২২.৯৭	৫৮.৭৫ %	১২০০.০০	১৬২৪.৭৭	১৩৫.৪০ %	১০০.০০ %		
		৪৯৭৫.০০	২৯২২.৯৭	৫৮.৭৫ %	১২০০.০০	১৬২৪.৭৭	১৩৫.৪০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	০.০০ %		---	১০০.০০ %		১০০.০০ %		
৭	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব নিউ ৩৩ কেভি জিআইএস এন্ড ১১ কেভি এআইএস সুইচগিয়ার্স এন্ড সিস্টেম অব ৩৩ কেভি জিআইএস এন্ড ১১ কেভি ফিডার্স স্ক্রম এক্সিসটিং ইনডোর এন্ড আইটেডোর ইন্সটলেশন এ্যাট শ্যামপুর ১৩২/৩৩/১১ কেভি সাব- স্টেশন টু দি নিউ বিল্ডিং অন টার্নিকি বেসিস, (০১/০৭/২০১৫ হইতে ৩০/০৬/২০১৭), অনুমোদিত, [এটি এস ফজলুল করিম, (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিডিসি)]	৩২৬২.০০	৩২৫৩.০০	৯৯.৭২ %	৬০০.০০	৩২৮.৩৮	৫৪.৭৩ %	১০০.০০ %		
		৩২৬২.০০	৩২৫৩.০০	৯৯.৭২ %	৬০০.০০	৩২৮.৩৮	৫৪.৭৩ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	০.০০ %		---	১০০.০০ %		১০০.০০ %		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনেরপর্যায়	প্রকল্প ব্যয়			আরএডিপি বরাদ্দ			জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		ম স্ত ব্য
		মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		
		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ				
		বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন					
		তৌত অগ্রগতি (%)			তৌত অগ্রগতি (%)			বৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০		
৮	গ্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম ফর ০৩ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি অন টার্নিকি বেসিস (ষাট মসজিদ, শের-ই-বাংলা নগর, মুগদাপাড়া), (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), অনুমোদিত, [মোঃ রফিকুল ইসলাম]	১২৮৩৭.০০	৪৬১৬.১৯	৩৫.৯৬ %	৭০০.০০	৭২০.২৩	১০২.৮৯ %	১০০.০০ %		
		১২৮৩৭.০০	৪৬১৬.১৯	৩৫.৯৬ %	৭০০.০০	৭২০.২৩	১০২.৮৯ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	০.০০ %			---	১০০.০০ %		১০০.০০ %	
৯	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব নিউ ৩৩/১১ কেভি জিআইএস সাব- স্টেশন এ্যাট বিজিবি অন টার্নিকি, (০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০১৭), অনুমোদিত, [ডিএসএম ফেরদৌস (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৩৩০০.০০	০.০০	০.০০ %	৫০০.০০	৮৭৭.৬২	১৭৫.৫২ %	১০০.০০ %		
		৩৩০০.০০	০.০০	০.০০ %	৫০০.০০	৮৭৭.৬২	১৭৫.৫২ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	০.০০ %			---	৫০.০০ %		১০০.০০ %	
১০	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব নিউ ৩৩/১১ কেভি জিআইএস সাব- স্টেশন এ্যাট কামরাঙ্গিচর বিল্ডিং অন টার্নিকি বেসিস, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৭), অনুমোদিত, [মোঃ মুজিবুর রহমান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৩৪০০.০০	০.০০	০.০০ %	১.০০	০.০০	০.০০ %	১০০.০০ %		
		৩৪০০.০০	০.০০	০.০০ %	১.০০	০.০০	০.০০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	০.০০ %			---	০.০০ %		০.০০ %	
১১	ইন্সটলেশন অব ১ নো. ২০/২৮ এমভিএ ট্রান্সফর্মার এ্যাট তেজগাঁও ৩৩/১১ কেভি এস/এস, মেইনটেনেন্স এন্ড ইনারিজিজেসন অব মগবাজার-তেজগাঁও ইন্সটিটিউ (ওভারহেড+আন্ডার গ্রাউন্ড) ৩৩ কেভি লাইন এন্ড ওয়ান ফোর (কন্সট্রাকশন সেকেন্ড ফোর) ভারটিকেল এক্সটেনশন অব তেজগাঁও ৩৩/১১ কেভি এস/এস কন্ট্রোল বিল্ডিং, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৭), অনুমোদিত, [আমিনুল ইসলাম মুকুল (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১১৩০.০০	০.০০	০.০০ %	১০০০.০০	৬৯০.০০	৬৯.০০ %	১০০.০০ %		
		১১৩০.০০	০.০০	০.০০ %	১০০০.০০	৬৯০.০০	৬৯.০০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	০.০০ %			---	১০০.০০ %		১০০.০০ %	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনেরপর্যায়	শুরু-জুন ২০১৭ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			ম স্ত ব্য
		মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		
		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ				
		বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন					
		ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০		
১২	সার্ভে, ডিজাইন, মেনুফ্যাকচারিং, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অন টার্নকি বেসিস ওয়ার্ক অফ ১৩২ কেভি আইসি এক্স ৮০০ এমএম২ এক্সএলপিই আভার গ্রাউন্ড কপার কেবল লাইন ফ্রম লালবাগ খ্রিড টু ধানমন্ডি খ্রিড ভায়া ঝিগাতলা সিংগেল সিক্ট, অনুমোদিত, [আমিনুল ইসলাম মুকুল ০১৭৩০৩৩৫০৮১ (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৭২০০.০০	৩৯০.০০	৫.৪২ %	১.০০	০.০০	০.০০ %	১০০.০০ %		
		৭২০০.০০	৩৯০.০০	৫.৪২ %	১.০০	০.০০	০.০০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	০.০০ %	---	০.০০ %	১০০.০০ %				
১৩	কনসালটেন্সি সার্ভিস ফর জিআইএস বেইজড ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক সিস্টেম এন্ড প্রিপারেশন অব এ ২০ ইয়ার্স ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ফর ডিপিডিসি, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), অনুমোদিত, [স্বপন কুমার ভৌমিক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৪০৪০.০০	৩৩৫.০০	৮.২৯ %	১৪০০.০০	১১৭৯.৮৬	৮৪.২৮ %	১০০.০০ %		
		৪০৪০.০০	৩৩৫.০০	৮.২৯ %	১৪০০.০০	১১৭৯.৮৬	৮৪.২৮ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	০.০০ %	---	৭৬.৯২ %	১০০.০০ %				
১৪	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব নিউ ৩৩/১১ কেভি জিআইএস সাব- স্টেশন এ্যাট লালবাগ অন টার্নকি, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৭), অনুমোদিত, [ডিএসএম ফেরদৌস (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	২৮৬৪.২১	০.০০	০.০০ %	১.০০	০.০০	০.০০ %	১০০.০০ %		
		২৮৬৪.২১	০.০০	০.০০ %	১.০০	০.০০	০.০০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	০.০০ %	---	০.০০ %	০.০০ %				

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনেরপর্যায়	প্রকল্প ব্যয়			আরএডিপি বরাদ্দ			জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		ম স্ত ব্য
		মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		
		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ				
		বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন					
		ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত অগ্রগতি (%)			বৈশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০		
১৫	ডিজাইন, সাপ্রাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব নিউ ৩৩/১১ কেভি জিআইএস সাব- স্টেশন এ্যাট মাদারটেক অন টার্নকি, (০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০১৭), অনুমোদিত, [ডিএসএম ফেরদৌস (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	২৪২৭.০৯	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %		
		২৪২৭.০৯	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %		
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %		
		---	০.০০ %		---	০.০০ %		০.০০ %		
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ-এর সর্বমোট:		---	---	---	৫৪০৩.০০	৫৪২০.৮৬	---	---	--	
নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ										
১৬	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট (২য় ইউনিট), (০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩০/০৬/২০১৮), অনুমোদিত, [আবু আহমেদ আখতার হোসেন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৮৮০৮৬.০০	১০৩৬৬৭.৪৫	৫৫.১২ %	৫৫০০০.০০	৫৬১৬৩.৪০	১০২.১২ %	১০০.০০ %		
		১৮৮০৮৬.০০	১০৩৬৬৭.৪৫	৫৫.১২ %	৫৫০০০.০০	৫৬১৬৩.৪০	১০২.১২ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	০.০০ %		---	৯২.২৭ %		১০০.০০ %		
১৭	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট (৩য় ইউনিট), (০১/০৭/২০১৫ হইতে ৩১/১২/২০১৮), অনুমোদিত, [আব্দুল্লাহ আল কোরাইশী (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৮২৮৫৭.০০	৫০৫৩০.০০	২৭.৬৩ %	৪৫০০০.০০	৫০১২৪.৫২	১১১.৩৯ %	১০০.০০ %		
		১৮২৮৫৭.০০	৫০৫৩০.০০	২৭.৬৩ %	৪৫০০০.০০	৫০১২৪.৫২	১১১.৩৯ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	০.০০ %		---	১১৮.৯২ %		১০০.০০ %		
নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ-এর সর্বমোট:		---	---	---	১০০০০০.০০	১০৬২৮৭.৯২	---	---	--	

প্রকাশনা ও সম্পাদনা কমিটি

প্রকাশনা উপদেষ্টা

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা
জনাব নসরুল হামিদ, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায়

ড. আহমদ কায়কাউস
সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

সহ-সম্পাদনায়

জনাব মোহাম্মদ শফিকউল্লাহ
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বিদ্যুৎ বিভাগ
জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), বিদ্যুৎ বিভাগ
জনাব রহমত উল্লাহ মোঃ দস্তগীর এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি), বিদ্যুৎ বিভাগ
মোছাঃ মাকছুদা খাতুন
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), বিদ্যুৎ বিভাগ
জনাব মোহাম্মদ হোসাইন
মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল

সহযোগিতায়

জনাব মোহাম্মাদ মফিজুর রহমান
উপসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
জনাব মোঃ সাজিবুল হক
উপ-পরিচালক, পাওয়ার সেল
জনাব এস এম মাসুদুজ্জামান
সহকারী পরিচালক, পাওয়ার সেল





বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার